

জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয়ের অনুসন্ধান পত্রিকা

জুলাই গণঅভ্যর্থনার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাপ্রবাহ

বাংলায় অনুদিত



UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী, ২০২৫
অনুবাদ
আহাদ বিন ইসলাম শোয়েব

সম্পাদনায়
আবু রাহাত হেলাল
দিনাত হক
নুসরাত জাহান জেরিন

ঘরে বসে বই পেতে হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করুন: 01309822656 (আবু রাহাত হেলাল)

আমাদের কথা

২০০৯ থেকে ২০২৪—১৫ বছর ধরে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে। গণতন্ত্রের অঙ্গনে ক্রমাগত সংকোচন, মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, বিচারবিহীনতা, গুরুত্ব, নির্বাতন এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের ভয়ঙ্কর চিত্র উঠে এসেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদনে। এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০২৪ সালের আন্দোলন দমনের নামে সংঘটিত রাষ্ট্রীয় নিপীড়নে, যা জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের (OHCHR) তদন্ত প্রতিবেদনে “গণহত্যা” হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই বইটি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের উক্ত প্রতিবেদনটির অনুবাদ, যা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সেলের উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য, বাংলাদেশে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার রক্ষায় এই ভয়াবহ ঘটনার সত্য উদঘাটন করা এবং ইতিহাসের কাঠগড়ায় অপরাধীদের দাঁড় করানো।

প্রতিবেদনটি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে, কীভাবে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার রাজনৈতিক বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করতে রাষ্ট্রীয় বাহিনী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও দলীয় ক্যাডারদের যৌথভাবে ব্যবহার করেছে। নির্বিচার গুলি চালিয়ে হত্যা, হাজার হাজার নেতাকর্মীকে আটক ও নির্যাতন, গুরুত্ব এবং ধর্ষণের মতো নারকীয় ঘটনাগুলো ছিল পূর্বপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত। এ সময় শুধু রাজনৈতিক কর্মীরাই নয়, সাধারণ জনগণ, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী এমনকি শিশুরাও এই দমন-পীড়নের শিকার হয়েছে।

জাতিসংঘের এই ঐতিহাসিক প্রতিবেদন বাংলাদেশের জন্য এক নতুন বাস্তবতা সামনে এনেছে। একদিকে এটি প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে চরম নির্যাতনের মাধ্যমে; অন্যদিকে, এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য এক কঠোর বার্তা বহন করছে—যেন মানবাধিকারের এই লঙ্ঘন বিশ্বমধ্যে উপেক্ষিত না হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, ইতিহাসের সত্য কখনোই হারিয়ে যায় না। এই বইটি শুধু একটি অনুবাদ নয়, এটি একটি প্রামাণ দলিল, যা একদিন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই বইয়ের প্রতিটি শব্দ আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি রাষ্ট্রীয় আক্রমণের সাক্ষী হয়ে থাকবে, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটি হবে এক শিক্ষণীয় অধ্যায়।

আমাদের সংগ্রাম গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের পক্ষে। এই বই সেই সংগ্রামেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইতিহাসের দায়বদ্ধতা থেকেই এই বই প্রকাশ করা হলো, যাতে সত্যের আলো চাপা পড়ে না যায়। আমরা আশাবাদী, এই বইটি পাঠককে বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে উদ্ব�ৃদ্ধ করবে।

রাইয়ান ফেরদৌস

সেল সম্পাদক, মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সেল
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয় (OHCHR)-এর
তথ্যানুসন্ধানপ্রতিবেদন: ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে
বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদের সাথে সম্পর্কিত মানবাধিকার
লঙ্ঘন ও নির্ণায়ন

কার্যনির্বাহী সারসংক্ষেপ	8
I. ভূমিকা	১০
II. পদ্ধতি, প্রমাণের মানদণ্ড এবং প্রয়োগকৃত আন্তর্জাতিক আইন	১১
III. প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা: দমন-পীড়নের বৃদ্ধি	১৪
১. দ্বিমুখী রাজনীতি, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য	১৫
২. ছাত্র আন্দোলনকে ভয়-ভীতি দেখানো ও তার বৈধতা খর্ব করার সরকারি প্রচেষ্টা	১৬
৩. ছাত্রলীগ, পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর মোবিলাইজেশন	১৮
৪. সম্পূর্ণ অবরোধ আন্দোলন, বিক্ষেপের বিস্তৃতি এবং সহিংস অস্ত্রিক্রতা	২১
৫. বিক্ষেপের হ্রাস এবং গণগ্রেফতার অভিযান	২২
৬. পুনরায় গণবিক্ষেপ এবং শেখ হাসিনার বিদায়	২৩
IV. প্রতিবাদ-সংক্রান্ত মৃত্যু ও আহতদের অনুমান, রাষ্ট্রীয় বাহিনী দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড	২৪
V. প্রতিবাদের সময় সংঘটিত লঙ্ঘন ও নির্যাতন	২৮
১. সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা সহিংসতা উসকে দেওয়া	৩০
২. পুলিশ, র্যাব এবং বিজিবি দ্বারা শক্তি ব্যবহারের লঙ্ঘন, যার মধ্যে বিচারবহুরূত হত্যাকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত	৩৬
৩. সেনাবাহিনীর শক্তি ব্যবহারের লঙ্ঘনে সম্পৃক্ততা	৫৫
৪. হেলিকপ্টার ব্যবহার করে ভীতি প্রদর্শন এবং সম্ভবত বেআইনি শক্তি প্রয়োগ	৫৮
৫. চিকিৎসা সেবায় বাধা দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নথি প্রদান অস্বীকৃতি	৬০
৬. ভিস্তুইন গণগ্রেফতার, যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই আটক রাখা, এবং নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ	৬৩
৭. সাংবাদিকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হামলা	৭০
৮. ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়া ছাড়াই অন্যায় ইন্টারনেট বন্ধ	৭২
৯. প্রতিবাদকারী নারী ও মেয়েদের লক্ষ্য করে সংঘটিত লঙ্ঘন ও নির্যাতন	৭৪
১০. শিশুদের প্রতি সংঘটিত লঙ্ঘন ও নির্যাতন	৭৫
VI. বিক্ষেপ-পরবর্তী সময়কালের লঙ্ঘন ও নির্যাতন	৭৬
১. পুলিশ, আওয়ামী লীগ এবং গণমাধ্যমকে লক্ষ্য করে প্রতিশোধমূলক নির্যাতন	৭৭
২. ধর্মীয় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতি নির্যাতন	৮০
৩. হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, ব্যবসা ও উপাসনালয়ে হামলা এবং বাস্তুচ্যুতি	৮১
VII. জবাবদিহিতামলক পদক্ষেপ	৮৪
১. ৫ আগস্ট পর্যন্ত কোনো প্রকৃত জবাবদিহিমূলক উদ্যোগ ছিল না	৮৪
২. অন্তর্বর্তী সরকারের চলমান জবাবদিহিমূলক উদ্যোগ	৮৫
VIII. আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়-দায়িত্বসংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ	৮৮
১. তৎকালীন সরকার ও আওয়ামী লীগ	৮৯
২. বিক্ষেপ আন্দোলন, অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সাধারণ জনগণ	৯৫
৩. অন্তর্বর্তী সরকার	৯৭

IX. দমনমূলক চক্রের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে মূল কারণগুলো নিরসন	৯৮
১. বিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে অনুপাতহীন শক্তি ব্যবহারের সুযোগ রেখে দেয়া পুরনো আইন ৯৮	৯৮
২. নিরাপত্তা খাতে রাজনীতিকরণ	৯৯
৩. প্রাতিষ্ঠানিক দায়মুক্তি ও রাজনৈতিক অনুগত বিচারব্যবস্থা	৯৯
৪. নাগরিক পরিসর সংকোচন ও দমনমূলক আইনি কাঠামো	১০১
৫. আইন ও বাস্তবতায় কাঠামোগত বৈষম্য	১০২
X. সুপারিশমালা	১০২
১. জবাবদিহি ও বিচারব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ৩৪৭-৩৪৯)	১০৪
২. পুলিশ ও নিরাপত্তা খাত (অনুচ্ছেদ ৩৫০-৩৫৯)	১০৫
৩. নাগরিক পরিসর (অনুচ্ছেদ ৩৬০-৩৬৪)	১০৭
৪. রাজনৈতিক ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ৩৬৭-৩৭১)	১০৮
৫. অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ৩৭২-৩৭৫)	১০৯
Annex 1:	১১১
Annex 2:	১১২
Annex 3:	১১৩

কার্যনির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমন্ত্রণে, মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR) ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে, সারা দেশে চলমান ব্যাপক বিক্ষোভ ও তার অব্যাহত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সংঘটিত কথিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের বিষয়ে স্বাধীন তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করে। সংগ্রহীত সকল তথ্যের স্বতন্ত্র ও নিখুঁত মূল্যায়নের ভিত্তিতে, OHCHR মনে করে—সাবেক সরকার ও তাদের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা, সহিংস আওয়ামী লীগ-সমর্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সহায়তায়, ধারাবাহিকভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে লিপ্ত ছিল। এর মধ্যে রয়েছে শত শত বিচারবিহুর্ভূত হত্যাকাণ্ড, প্রতিবাদকারীদের ওপর ব্যাপক বলপ্রয়োগে গুরুতর আহতকরণ, ব্যাপক মাত্রায় ইচ্ছামতো গ্রেপ্তার-আটক এবং নির্যাতনসহ বিভিন্নভাবে অমানবিক আচরণ। এ সকল লঙ্ঘন, তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং উর্ধ্বতন নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তাদের জ্ঞান, সমন্বয় ও নির্দেশে সংঘটিত হয় বলে অনুমান করার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল বিক্ষোভ এবং সংশ্লিষ্ট ভিন্নমত দমিয়ে রাখা। এই গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইনের দৃষ্টিকোণ থেকেও উদ্বেগের কারণ, যার ফলে অপরাধের ধরন নিরূপণের জন্য অতিরিক্ত ফৌজদারি তদন্তের প্রয়োজন হতে পারে—যেমন মানবতাবিরোধী অপরাধ ও নির্যাতন (স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে), এবং দেশীয় আইনে উল্লেখিত গুরুতর অপরাধ।

২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের এক আদেশের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের উত্তরাধিকারীদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা পুনর্বহাল করা হয়, যা এই বিক্ষোভের তাতক্ষণিক উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। তবে আরো গভীর সামাজিক অসন্তোষ ছিল—দুর্নীতি, স্বেরতান্ত্রিক রাজনীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের কারণে তৈরি হওয়া গভীর অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বথ্বনা দীর্ঘদিন ধরে পুঁজীভূত হয়ে ছিল। নারী-পুরুষসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের, পেশার ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ এই বিক্ষোভে যুক্ত হয়ে যথার্থ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি জানায়। জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতায় ঢিকে থাকার প্রয়াসে, তৎকালীন সরকার ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ দমনে উগ্র সহিংসতার আশ্রয় নেয়। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে, পূর্ববর্তী সরকার ও আওয়ামী লীগ ক্রমেই বিস্তৃত একদল সশস্ত্র গোষ্ঠীকে সংঘটিত করে। প্রাথমিক পর্যায়ে বিক্ষোভ

দমনে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ—যাঁদের মধ্যে সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন—ছাত্রলীগ সমর্থকদের উক্ষে দেন। এসব সমর্থকরা লাঠি, রড ও ধারালো অস্ত্রসহ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত ছাত্রদের ওপর আক্রমণ চালায়। ছাত্ররা অনেকক্ষেত্রে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। জবাবে সরকার আরও গুরুতর সহিংসতার আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশ পুলিশ, আওয়ামী লীগ-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের বরখেলাপ করে ১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক বড় ধরনের বিক্ষেভসহ বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ ছাত্রবিক্ষেভ কঠোর ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলপ্রয়োগে দমন করে।

এ ঘটনার পর, ছাত্র আন্দোলন বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীকে পাশে নিয়ে সাধারণ ধর্মঘট ও ঢাকা-সহ অন্যান্য শহর সম্পূর্ণ আচল করে দেওয়ার ডাক দেয়। এর প্রেক্ষিতে, পূর্ববর্তী সরকার বিক্ষেভকারীদের ও বিক্ষেভ আয়োজকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা আরও বাড়িয়ে তোলে, যার ফলে জীবন, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকারে ব্যাপক লঙ্ঘন দেখা যায়। র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) ও পুলিশের হেলিকপ্টার আকাশপথে ভীতি ছড়াতে থাকে, আর মাটিতে পুলিশ, র্যাব ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সামরিক রাইফেল ও শটগানে প্রাণঘাতী ধাতব গুলি ব্যবহার করে, পাশাপাশি তুলনামূলক কম ক্ষতিকর হাতিয়ারও ব্যবহৃত হয়। এসব ঘটনায় কেউ কেউ রাস্তা ও স্থাপনা অবরোধের চেষ্টা করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা শান্তিপূর্ণ ছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য কিছু বিক্ষেভকারী ইটপাটকেল বা লাঠি ছেঁড়ে।

এই ক্রমবর্ধমান সহিংস পরিবেশে এবং রাষ্ট্রীয় সহিংসতার জবাবে, বিক্ষেভকারীদের একটি অংশ সহিংস পদক্ষেপ নেয়; প্রধানত সরকারি ভবন, পরিবহন অবকাঠামো ও পুলিশের ওপর আক্রমণ করে। ১৮ জুলাই সন্ধ্যায়, সরকার নিরাপত্তা বাহিনীকে বিক্ষেভকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগের অনুমতি পুনরায় জোরদার করে। ১৯ জুলাই থেকে বিক্ষেভের শেষ পর্যন্ত, বিজিবি, র্যাব ও পুলিশ ঢাকাসহ অন্যান্য এলাকায় বিক্ষেভকারীদের ওপর নির্বিচারে তাজা গুলি ছেঁড়ে, যার ফলে বহু বিচারবহীভূত হত্যাকাণ্ড ও আহতের ঘটনা ঘটে; এর মধ্যে ছিলেন প্রতিবাদের খবর সংগ্রহরত সাংবাদিকরাও। কিছু ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা বাহিনী নিরস্ত্র বিক্ষেভকারীদের কাছ থেকে স্বল্প দূরত্বে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে সরাসরি হত্যা করে। তবু পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর এই সহিংস ব্যবহার বিক্ষেভ এবং ক্রমবর্ধমান অস্তিরতা দমাতে ব্যর্থ হয়। ২০ জুলাই, পূর্ববর্তী সরকার সাধারণ কারফিউ জারি করে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। কিছু ক্ষেত্রে, সেনা সদস্যরা তাৎক্ষণিক প্রাণহানির ঝুঁকি

না থাকা সত্ত্বেও বিক্ষেপকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়, কমপক্ষে একজনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, মাঠপর্যায়ের জুনিয়র কর্মকর্তারা ক্রমশ বেসামরিক লোকজনের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানান এবং ৩ আগস্টের এক বৃহৎ সভায় সেনাপ্রধানকে জানান যে তাঁরা বিক্ষেপকারীদের লক্ষ্য করে গুলি করতে চান না। তবু, সেনাবাহিনী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য ‘নিরাপত্তাবলয়’ সরবরাহ করে, যাতে পুলিশ ও র্যাব কোনো পাল্টা-আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়াই বিক্ষেপকারীদের ওপর প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগ চালাতে পারে—যেমন ২০ ও ২১ জুলাই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের অবরোধ তীব্র হাতে দমনের সময় পুলিশ ও র্যাব বহু বিক্ষেপকারীকে গুলি করে হত্যা ও আহত করে। জুলাইয়ের শেষদিকে, সেনাবাহিনী আরও ব্যাপক ধরপাকড়ে অংশ নেয়, যেখানে পুলিশ ও র্যাব অনেক মানুষকে বিনাকারণে আটক করে যাতে বৃহৎ পরিসরে বিক্ষেপ পুনরায় শুরু হতে না পারে। সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, সেনাবাহিনী ও বিজিবি সরকারকে ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখের ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ প্রতিরোধের পরিকল্পনায় সহায়তা করে; এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পুলিশ অনেক বিক্ষেপকারীকে গুলি করে হত্যা করে, যদিও সেনাবাহিনী ও বিজিবি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে এবং বিক্ষেপকারীদের অগ্রযাত্রায় হস্তক্ষেপ করেনি।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলো—ডিরেক্টোরেট-জেনারেল অব আর্মড ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই), ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (এনএসআই) ও ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি), এবং পুলিশের বিশেষ শাখাগুলো—ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি), স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) ও কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি)—প্রতিবাদ দমনে সহিংস পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। তারা গোপনীয় নজরদারির মাধ্যমে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করে, সেসব তথ্যের ভিত্তিতে জুলাইয়ের শেষদিকে ব্যাপক নির্বিচার গ্রেপ্তার পরিচালনা করে। ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি) তথ্য বা স্বীকারোক্তিতে জোরপূর্বক সই নিতে অহরহ মানুষকে বেআইনিভাবে আটক ও নির্যাতন করে। সিটিটিসি'র প্রধান কার্যালয়ও নির্বিচারভাবে আটককৃত অনেক ব্যক্তিকে (শিশুসহ) গুম করে রাখার স্থানে পরিণত হয়। ডিবি ও ডিজিএফআই যৌথভাবে ছাত্রনেতাদের অপহরণ ও বেআইনিভাবে আটকে রাখে এবং তাঁদেরকে বিক্ষেপ থেকে সরে আসার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। ডিজিএফআই, এনএসআই ও ডিবি সদস্যরা হাসপাতালগুলোতে রোগীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, আহতদের গ্রেপ্তার করে এবং চিকিৎসাকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ভয় দেখিয়ে বহু ক্ষেত্রেই জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা

প্রক্রিয়া ব্যাহত করেছে। প্রসিকিউশন কর্তৃপক্ষ বা বিচার বিভাগকে—কোনো পর্যায়েই এই বেআইনি আটক ও নির্যাতন বন্ধ বা এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলো গুরুতর লঙ্ঘন ঢাকতে ব্যাপক ও সংগঠিত কৌশল গ্রহণ করে। এনটিএমসি ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন একযোগে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে পরিকল্পিতভাবে ইন্টারনেট বন্ধ বা সীমিত করে, যাতে বিক্ষেপকারীরা ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমে সংগঠিত হতে না পারে, কিংবা চলমান লঙ্ঘনের ব্যাপকতা ও মাত্রা সম্পর্কে ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমে তথ্য প্রচার বাধাগ্রস্ত হয়। একই সঙ্গে, ডিজিএফআই, এনএসআই ও র্যাব গণমাধ্যমকে পূর্ণসংজ্ঞান সত্যনির্ণয় প্রতিবেদন পরিবেশন না করার জন্য চাপ দিয়ে যায়। ডিজিএফআই পুলিশের সঙ্গে মিলে ভুক্তভোগী, তাঁদের পরিবার ও আইনজীবীদের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখার চেষ্টা চালায়।

এই সহিংস ও পরিকল্পিত দমনে পুলিশ, আধাসামরিক, সামরিক ও গোয়েন্দা সংস্থা এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত সহিংস গোষ্ঠীগুলোর সম্মিলিত অংশগ্রহণ যে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক নেতৃত্বের জ্ঞাতসারে, সমন্বয় ও নির্দেশে ঘটেছিল—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ OHCHR সংগ্রহ করেছে, যার মধ্যে উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের সাক্ষ্যও রয়েছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমান্তরালভাবে নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে সমন্বয় করেছেন এবং নিয়মিত মাঠপর্যায়ের প্রতিবেদন পেতেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, ২১ জুলাই ও আগস্টের শুরুর দিকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে প্রতিবেদনগুলি পেশ করা হয়, তাতে অত্যধিক বলপ্রয়োগের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। উভয় রাজনৈতিক নেতা এবং পুলিশের ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনে যান, যেখানে তাঁরা সাম্প্রতিক বা চলমান লঙ্ঘনগুলোর সম্পর্কে সরাসরি অবহিত হন। এ ছাড়া রাজনৈতিক নেতৃত্ব সরাসরি আদেশ ও নির্দেশনা দেয়, যার ফলে বিজিবি, র্যাব, ডিজিএফআই, বাংলাদেশ পুলিশ ও তার ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বিক্ষেপকারী ও সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যা ও নির্বিচারে আটকসহ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন সংঘটিত হয়।

আগস্ট ২০২৪-এর প্রথমদিকে, যখন সাবেক সরকার দেশের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ হারাতে থাকে, জনগণ প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের সহিংসতার লক্ষ্য হয় প্রধানত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থক (বাস্তব বা

অনুমানভিত্তিক), পুলিশ এবং আওয়ামী লীগ-সমর্থক বলে বিবেচিত গণমাধ্যম। বিক্ষেপে চলাকালে ও পরবর্তীতে, হিন্দু সম্প্রদায়, আহমদিয়া মুসলিম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ও একাধিকবার হামলা, বাড়িঘর পোড়ানো ও উপাসনালয়ে আক্রমণের শিকার হয়।¹ এসব সহিংসতার পেছনে ধর্মীয়-জাতিগত বিদ্রোহ, আওয়ামী লীগ-সমর্থক সংখ্যালঘুদের ওপর প্রতিশোধ, স্থানীয়ভাবে জমি নিয়ে বিরোধ বা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব—এমন নানা বিষয়ের সংমিশ্রণ কাজ করে। কিছু জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপি-সমর্থক ও নেতাকর্মীরাও এ ধরনের প্রতিশোধমূলক সহিংসতায় এবং ধর্মীয় বা আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর হামলায় জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এ তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয় না যে এসব ঘটনা এই দলগুলোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারা পূর্বপরিকল্পিত বা সংগঠিত ছিল; বরং দলের জাতীয় নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোর ওপর হামলার নিন্দা জানান।

৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত, সাবেক সরকার নিরাপত্তা বাহিনী বা আওয়ামী লীগ-সমর্থকদের দ্বারা সংঘটিত কোনো গুরুতর লঙ্ঘন ও নির্যাতনের বিষয়ে প্রকৃত তদন্ত বা জবাবদিহির উদ্যোগ নেয়নি।

পূর্ববর্তী সরকারের পতনের পর, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন, তারা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল (ICT) এবং নিয়মিত আদালতে উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। কিন্তু এই উদ্যোগগুলো বিদ্যমান কাঠামোগত দুর্বলতা, যেমন আইনের অপপ্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থার ক্রটি, পুলিশের পূর্ব-প্রচলিত অনিয়ম (গণহারে ভিত্তিহীন মামলা দায়ের), অভিযুক্তদের মধ্যে কিছু নিরাপত্তা কর্মকর্তার এখনো পদে বহাল থাকা, প্রমাণন্ত করা, এবং ICT ও নিয়মিত আদালতে যথাযথ প্রক্রিয়া না থাকা ইত্যাদির ফলে ব্যাহত হচ্ছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জানিয়েছে যে তারা ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর হামলার ঘটনায় ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, কিন্তু বহু অপরাধীই এখনো দায়মুক্তি ভোগ করছে বলে প্রতীয়মান হয়।

সরকারি ও বেসরকারি উভয় স্তরে সংগৃহীত মৃতের সংখ্যা এবং অন্যান্য প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, OHCHR মূল্যায়ন করে যে বিক্ষেপের সময় প্রায় ১,৪০০ জন নিহত হয়ে থাকতে পারেন—যার বেশিরভাগ নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহৃত সামরিক রাইফেল ও ধাতব গুলি ভর্তি শটগানের আঘাতে মারা যান। কয়েক হাজার মানুষ গুরুতর ও অনেক

ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে পঙ্কুত্বের মতো আঘাত পেয়েছেন। পুলিশ ও র্যাবের দেওয়া তথ্যমতে, ১১,৭০০-র বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের প্রায় ১২-১৩ শতাংশ শিশু। পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী শিশুদের ওপরও লক্ষ্য করে হত্যাকাণ্ড, অঙ্গহানি, নির্বিচার গ্রেপ্তার, অমানবিক বন্দি-পরিস্থিতি, নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর আচরণ করেছে।

প্রথম দিকের বিক্ষেপে নারীরা বিশেষ ভূমিকা পালনের কারণে, নিরাপত্তা বাহিনী ও আওয়ামী লীগ-সমর্থকরা তাঁদের ওপরও আক্রমণ চালায়। এ সময় নারীরা যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হন, যার মধ্যে ছিল ধর্ষণের হৃমকি ও কিছু ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ-সমর্থকদের দ্বারা সংঘটিত যৌন নিপীড়ন। প্রতিশোধমূলক সহিংসতার একাংশ হিসেবে ধর্ষণের হৃমকি ও যৌন সহিংসতার ঘটনাও শোনা গেছে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা ও যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ব্যাপারে অপর্যাপ্ত রিপোর্টিং প্রথার কারণে, এই ধরনের সহিংসতার প্রকৃত মাত্রা সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা যায়নি বলে OHCHR মনে করে। পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি ও প্রভাব নিরূপণে আরও বিস্তৃত ও গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন এবং ভুক্তভোগীদের যথাযথ সহায়তা প্রদান করা জরুরি।

উপরন্ত, পুরোনো আইন ও নীতি, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা ও আইনের শাসনের অবনতি, এই গুরুতর লঙ্ঘনগুলোকে সন্তুষ্ট করেছে ও বাড়িয়ে তুলেছে। সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ নাগরিক ও রাজনৈতিক অঙ্গন দমনে, পূর্ববর্তী সরকার বিস্তৃত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করেছে এবং তার বিস্তার ঘটিয়েছে। এর ফলে, কেউ কেউ আরও কঠোর উপায়ে রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছে এবং কিছু বিক্ষেপ সহিংস রূপ নিয়েছে।

OHCHR যে সময়কালের তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করেছে, সে সময়ে সংগঠিত লঙ্ঘন ও নির্যাতনের বিস্তৃতি ও গুরুত্ব, এবং তার মূলে থাকা গভীর সমস্যাগুলো প্রতিরোধে জরুরি উদ্যোগের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার অপরিহার্য—যাতে একই ধরনের গুরুতর লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এই লক্ষ্যে, OHCHR বেশ কিছু পদক্ষেপের সুপারিশ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা ও বিচার খাতে সংস্কার, বহু দমনমূলক আইন ও নীতি বাতিল, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে অন্যান্য আইনের সংশোধন, প্রাতিষ্ঠানিক ও শাসনব্যবস্থায় সংস্কার, এবং রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন যা বৈষম্য দূর করে, অন্তর্ভুক্তি ও সবার মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

এসব লক্ষ্য ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রসারিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ—জাতীয় সম্প্রীতি ও পুনর্মিলনকে এগিয়ে নিতে বিশেষভাবে জরুরি। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে, OHCHR একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় সংলাপ ও পরামর্শের প্রস্তাব দেয়, যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক, সাম্প্রতিক ও সন্তান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রেক্ষিত-নির্ভর একটিমাত্র রূপান্তরমূলক ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া গড়ে তোলা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে অপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনা হবে, পাশাপাশি ভুক্তভোগী-কেন্দ্রিক পছাড় সত্য অনুসন্ধান, প্রতিকার, স্মৃতি সংরক্ষণ, নিরাপত্তা খাতের আমূল পরিবর্তন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাতে এই ধরনের লঙ্ঘন আর না ঘটে। একটি সুষ্ঠু বিচারপ্রক্রিয়া ও ব্যাপক পুনর্মিলন জাতীয় সংহতি ও সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করবে।

OHCHR আরও সুপারিশ করে যে, বিক্ষেপসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সংঘটিত লঙ্ঘন ও নির্যাতনের বিষয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে দোষীদের জবাবদিহি নিশ্চিত হয়। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও কারিগরি সহায়তা দিতে OHCHR প্রস্তুত রয়েছে এবং এই প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সহায়তা অব্যাহত রাখবে।

OHCHR'র এই গবেষণা ও সুপারিশ ২৩০টির বেশি সাক্ষাত্কারের ভিত্তিতে করা হয়েছে—বাংলাদেশে ও অনলাইনে ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে নেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাত্কার, পাশাপাশি সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী ও রাজনৈতিক দলের ৩৬ জন কর্মকর্তা (সাবেক ও বর্তমান উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ) যারা সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখেন। ফটো ও ভিডিও যাচাই, চিকিৎসা-ফরেনসিক বিশ্লেষণ, অন্ত্র বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য তথ্য ব্যবহার করে এসব সাক্ষ্যকে নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা হয়েছে। কোন ঘটনার বা ধারাবাহিক কার্যক্রমের বিষয়ে “যৌক্তিক সন্দেহের প্রাথমিক ভিত্তি” বা “reasonable grounds to believe” যে সেটি সংঘটিত হয়েছে, সেরকম অবস্থানে পৌঁছানো মানে হলো—ক্রিমিনাল প্রক্রিয়ায় কারো ব্যক্তিগত দায় প্রমাণের জন্য যা প্রয়োজন, তার থেকে তুলনামূলক কম মানদণ্ডে পৌঁছানো; তবে এই মানদণ্ড যথেষ্ট যে

গঠনমূলক অপরাধ সন্দেহে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আরও ফৌজদারি তদন্ত হওয়া উচিত।

I. ভূমিকা

১. ২০২৪ সালের ২৩ জুলাই, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে উচ্চতম সংকটময় মুহূর্তে একটি চিঠি পাঠিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার তুর্ক (Volker Türk) প্রথমবারের মতো একটি তথ্যানুসন্ধানী মিশনের প্রস্তাব রাখেন; কিন্তু সে সময় কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। ১৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনুস হাই কমিশনারের সঙ্গে ফোনালাপে তথ্যানুসন্ধান পরিচালনার অনুরোধ জানান এবং পরে ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে পাঠানো একটি আনুষ্ঠানিক চিঠিতে ওই আমন্ত্রণ পুনরুল্লেখ করেন। সেই মোতাবেক এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে সম্মত শর্তাবলীর (Terms of Reference) আলোকে, হাই কমিশনার ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে সংঘটিত বিক্ষেপের প্রেক্ষিতে কথিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের বিষয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তথ্যানুসন্ধানের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয় (OHCHR) থেকে একটি দল বাংলাদেশে প্রেরণ করেন।²

২. সমবোতা স্মারকের (Terms of Reference) আওতায়, OHCHR-এর এই তথ্যানুসন্ধান ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ঘটে যাওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতন এবং সেগুলোর মূলে থাকা কারণগুলোর ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। এছাড়া এই শর্তাবলী OHCHR-কে দায়-দায়িত্ব চিহ্নিত করা, লঙ্ঘনগুলোর প্রতিকার ও পুনরাবৃত্তি রোধে সুপারিশ প্রদান, এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও বিচারব্যবস্থা ইতোমধ্যেই অপরাধতদন্ত বা প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিনা তা মূল্যায়নের নির্দেশ দেয়। প্রধান উপদেষ্টা হাই কমিশনারকে অনুরোধ করেন, তথ্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া ও ফলাফল সম্পর্কে যেন তিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদকে অবহিত রাখেন।³

৩. ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে, OHCHR একটি দল বাংলাদেশে পাঠায়; দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন একজন ফরেনসিক চিকিৎসক, অস্ত্রবিশেষজ্ঞ, লিঙ্গ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, ওপেন-সোর্স বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম উপদেষ্টা এবং একজন আইনি উপদেষ্টা। সীমিত সময় ও সম্পদের মধ্যেও OHCHR এই সময়কালে সংঘটিত লঙ্ঘন ও নির্যাতনের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে, যদিও সমগ্র বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তথ্যানুসন্ধান দলটি প্রধান

বিক্ষেপস্থল, যেমন: বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা, সিলেট, রংপুর ও নরসিংহীর বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করে। এ ছাড়া কুমিল্লা, গাজীপুর, জামালপুর, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আসা ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

৪. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার OHCHR-কে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সহায়তা করেছে—তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ দেওয়ার জন্য OHCHR আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বহু নাগরিক সমাজ সংগঠন, মানবাধিকার কর্মী ও বিশেষজ্ঞ তথ্যানুসন্ধানের কাজে সহায়তা করেছেন এবং এই দেশটির সাম্প্রতিক ইতিহাসের মোড় ঘোরানো এক সম্মিলিত তথ্য সরবরাহ করেছেন—তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে OHCHR। সর্বোপরি, যেসব ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী, যারা প্রায়ই গভীর ট্রিমা ও ভোগান্তির মুখোমুখি হয়েছেন, নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বর্ণনা দলকে জানিয়েছেন, তাদের প্রতি OHCHR গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

II. পদ্ধতি, প্রমাণের মানদণ্ড এবং প্রয়োগকৃত আন্তর্জাতিক আইন

৫. এই প্রতিবেদনের অধিকাংশ তথ্য গোপনীয়তার শর্তে নেওয়া ২৩০ টিরও বেশি সুগভীর সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি—যার মধ্যে বাংলাদেশ এবং অনলাইনে নেওয়া ভুক্তভোগী, প্রত্যক্ষদর্শী, ছাত্র এবং অন্যান্য বিক্ষেপত্রের নেতা, মানবাধিকার কর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাংবাদিক, অন্যান্য নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, চিকিৎসক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী এবং সংশ্লিষ্ট নানা বিশেষজ্ঞ ও ব্যক্তির সাক্ষাৎকার রয়েছে। সাক্ষাৎকার দেওয়া ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে ৩৫ জন নারী, ২ জন নন-বাইনারি ব্যক্তি এবং ১০ জন শিশু ছিল।

৬. ১১টি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে, OHCHR-এর ফরেনসিক চিকিৎসক স্থানীয় ডাক্তারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, ২৯ জন ভুক্তভোগীকে পরীক্ষা করেন এবং তাদের সম্মতিতে ১৫৩ টি চিকিৎসা নথি (ছবিসহ) পর্যালোচনা করেন। OHCHR-এর অন্তর্বিশেষজ্ঞ জমা দেওয়া ভিডিও, ছবি ও প্রাপ্ত গুলির (Ammunition) অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, অপেক্ষাকৃত কম-প্রাণঘাতী অস্ত্র এবং গোলাবারুদের ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য যাচাই করেন। এ ছাড়া OHCHR মূলত প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী ও সাংবাদিকদের কাছ থেকে পাওয়া হাজারো আসল ভিডিও ও ছবি সংরক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছে, যাতে বিক্ষেপত্রে ঘটে যাওয়া লঙ্ঘনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিদের পরিচয় এবং তাদের ব্যবহৃত অস্ত্র ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা মেলে। ২০২৪ সালের ২০ জুলাই থেকে, যখন বিক্ষেপ অব্যাহত ছিল, OHCHR একটি দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ দল নিয়োজিত করে উন্মুক্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত (Open-source) বিশ্বাসযোগ্য ছবি ও ভিডিও শনাক্ত ও সংরক্ষণে। যে সব ভিডিও ও ছবি এই তথ্যানুসন্ধানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর সত্যতা OHCHR-এর মানদণ্ড অনুযায়ী যাচাই করা হয়েছে।

৭. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চলমান পুলিশ মহাপরিদর্শক এবং বাংলাদেশের তিন আধাসামরিক বাহিনীর মহাপরিচালকের (র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র্যাব, আনসার/ভিডিপি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবি) সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ করে দেয়। তবে বিজিবি প্রধান ছাড়া আর কেউ বিক্ষোভ চলাকালে ওই পদে ছিলেন না; ফলে সেই সময় সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা সীমিত তথ্য দেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে একাধিকবার অনুরোধ সত্ত্বেও, সেনাবাহিনী বা ডিরেক্টরেট-জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই)-এর নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি।

৮. তৎকালীন বিক্ষোভ দমনে সরাসরি জড়িত ছিল—এমন সাবেক ও বর্তমান সামরিক, পুলিশ, র্যাব, আনসার/ভিডিপি, গোয়েন্দা সংস্থা, রাজনৈতিক দল ও বিচারবিভাগের মধ্য-স্তর ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আরও ৩২টি সাক্ষাৎকার নিয়েছে OHCHR।⁴

৯. সাবেক কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে কথা বলে OHCHR সেখানে OHCHR দলকে কোনো পর্যবেক্ষণ ছাড়া ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। তবে, আটককৃত সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শকের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের অনুরোধটি মণ্ডে করা হয়নি, যা দুঃখজনক।

১০. আওয়ামী লীগ সদস্যদের কাছ থেকেও সাক্ষাৎকার ও তথ্য চেয়ে OHCHR যোগাযোগ করে এবং তৎকালীন মন্ত্রিসভার চারজন মন্ত্রীর অনলাইন সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব গ্রহণ করে—যারা বিক্ষোভের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়া আওয়ামী লীগের অন্য উর্ধ্বতন ও মধ্য-স্তরের নেতা এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন) নেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

১১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎকার নিয়েছে OHCHR। জামায়াতে ইসলামী দলের নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা হলেও দলটি সময় দিতে পারেনি। জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী বলে বিবেচিত ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুরোধ করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। তবে, OHCHR জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের একাধিক সমর্থকের সাক্ষাৎকার নিয়েছে।

১২. ২০২৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, OHCHR অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে একটি লিখিত তথ্যের অনুরোধ পাঠায়।⁵ ৯ ডিসেম্বর, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বেশ কিছু তথ্য সরবরাহ করে—বিজিবি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (এনএসআই) এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া বিস্তারিত প্রতিবেদন এবং ডিজিএফআই, আনসার/ভিডিপি ও কোস্ট গার্ডের সংক্ষিপ্ত উত্তর। ২০২৫ সালের ৩০ জানুয়ারি, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশ পুলিশ ও র্যাবের অতিরিক্ত

একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন শেয়ার করে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো লিখিত তথ্য পাওয়া যায়নি, যা দুর্ভাগ্যজনক।

১৩. OHCHR তার প্রকাশ্য আহ্বানে^৬ সাড়া দিয়ে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে ৯৫টি যোগাযোগ বা তথ্য পায়। এর প্রতিটি সম্পর্কে OHCHR পর্যালোচনা করে এবং সংরক্ষণে রাখে।^৭

১৪. OHCHR প্রাপ্ত প্রতিটি উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং তারা যে তথ্য প্রদান করেছে তার যথার্থতা, অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করেছে—এটি OHCHR-এর মানদণ্ডসম্মত পদ্ধতির অংশ। অন্যথায় উল্লেখ না থাকলে, এই প্রতিবেদনে বর্ণিত প্রতিটি লঙ্ঘন বা নির্যাতন ভুক্তভোগী, প্রত্যক্ষদর্শী এবং অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য সুত্রের সাক্ষ্য, যাচাই করা ছবি ও ভিডিও, চিকিৎসাসংক্রান্ত তথ্য ও ফরেনসিক বিশ্লেষণ, অস্ত্র বিশ্লেষণ অথবা বিশ্বাসযোগ্য উন্মুক্ত উৎসের ভিত্তিতে নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পষ্ট স্থান, তারিখ বা দোষী ব্যক্তির পরিচয়সহ এমন সব তথ্য প্রতিবেদন থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ রাখা হয়েছে, যাতে ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের ওপর প্রতিশেধমূলক ঝুঁকি না তৈরি হয়—কিন্তু এই তথ্যসমূহ OHCHR-এর কাছে সংরক্ষিত আছে।

১৫. OHCHR-এর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী, কোনো ঘটনাকে সত্য বলে ধরে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড হলো ‘যৌক্তিক সন্দেহের প্রাথমিক ভিত্তি’ (reasonable grounds to believe) যে ঘটনাটি ঘটেছে। ফৌজদারি আদালতে ব্যক্তিকে অপরাধী প্রমাণের জন্য যে মানদণ্ড প্রয়োজন, এটি তার চেয়ে নিম্নতর। তবু এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে সম্ভাব্য গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ফৌজদারি তদন্ত করা দরকার। এই প্রতিবেদন তৈরির সময় তথ্যানুসন্ধান দল যেসব মামলা বিশদে খতিয়ে দেখেছে, তার মধ্যে আটটি ঘটনা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে—যেখানে বৃহত্তর ধারা বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও উর্ধ্বরতন নিরাপত্তা সংস্থার সম্পত্তি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

১৬. রাষ্ট্রীয় এমন মানবাধিকার লঙ্ঘন বা অ-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘন—উভয় ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনে মানবাধিকার সংক্রান্ত উপসংহার টানা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপক্ষের জাতিসংঘের বিভিন্ন মৌলিক মানবাধিকার চুক্তির অধীনে বাধ্যবাধকতা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।^৮

১৭. সেইসঙ্গে, প্রশ্ন আসে—যৌক্তিক প্রাথমিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যে বাংলাদেশের আইন বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ, যেমন মানবতাবিরোধী অপরাধ, রোম স্ট্যাটুট অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (Rome Statute) অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিধান বা আন্তর্জাতিক মাত্রায় স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণের পর্যায়ে

পোঁছেছে কিনা, আরও অনুসন্ধানের দাবি রাখে। যেহেতু বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম স্ট্যাটিউটের সদস্যরাষ্ট্র, এই প্রতিবেদন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধেই সরাসরি অভিযোগ না তুললেও ভবিষ্যতে জবাবদিহি নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রাপ্ত সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে, OHCHR সংরক্ষণ করে রেখেছে।

১৮. OHCHR তার প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী, প্রতিবেদন প্রকাশের আগে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে এটি পাঠায়, যাতে কোনো তথ্যগত ভুল বা অসঙ্গতি থাকলে সরকার তা চিহ্নিত করতে পারে। সরকার থেকে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলো প্রতিবেদন তৈরিতে যুক্ত করা হয়েছে।

III. প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা: দমন-পীড়নের বৃদ্ধি

১৯. ২০২৪ সালের ৫ জুন, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ৩০ শতাংশ সরকারি চাকরি মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের উত্তরাধিকারীদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা কোটাব্যবস্থাকে পুনর্বহাল করে। আগে ২০১৮ সালে সরকার ব্যাপক ছাত্রবিক্ষোভের মুখে এই কোটা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু হাইকোর্ট সেটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে।

২০. বহু শিক্ষার্থী—যাদের মধ্যে কিছু আওয়ামী লীগ-সমর্থকও ছিল—এই কোটা ব্যবস্থাকে পক্ষপাতমূলক বলে মনে করে, কারণ এতে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের নাতি-নাতনিরা অগ্রাধিকার পেয়ে আসছিল, যা মেধাভিত্তিক নিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে। অনেকে ইতোমধ্যেই আর্থিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত পরিবার থেকে এসেছেন। এক শিক্ষার্থী বিক্ষোভকারী OHCHR-কে বলেন, “আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নই—শুধু এক গ্রামের ছেলে। তাই আমি সরকারি চাকরি পাব না।”⁹

২১. শুরু থেকেই, বিক্ষোভটি গভীর অসন্তোষের প্রতিফলন ছিল—পূর্ববর্তী সরকারের রাজনৈতিক এজেন্ডা ও অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের অস্বীকৃতির মিলিত ফলে তৈরি হওয়া বঞ্চনার বিরুদ্ধে। একাধিক বিক্ষোভকারী এবং নেত্রী OHCHR-কে বলেছেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্রের একটি ভাল উদাহরণ হলো এক নারী বিক্ষোভকারীর রচিত একটি বহুল প্রচারিত গান: “তেলা মাথায় দিচ্ছে তেল, দুর্নীতির কাছে সবই ফেল, ভালা মাইনষের কোনো ভাত নাই।”¹⁰ কিছু দিনের মধ্যেই এই বিক্ষোভ সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে, কারণ অধিকাংশ মানুষ এই বঞ্চনার রূপ দেখতে পায় এবং মনে করে যে দেশ ভুল পথে চলছে।¹¹

২২. এই বিক্ষেপের জেরে সরকার দমনমূলক পদক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে বাড়িয়ে তোলে—শুরুর দিকে ভূমকি ও ভয়-ভীতির পথ নিলেও পরে আরও প্রাণঘাতী ও সামরিকায়িত পদ্ধতিতে বলপ্রয়োগ করা হয়, যার ফলে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে।

২৩. এই অংশে বিক্ষেপের পেছনের কারণগুলি এবং সরকারি ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিক্রিয়ায় কীভাবে দমনমূলক পদক্ষেপ ক্রমশ বেড়ে গেল, তা বিশ্লেষণ করা হবে।

১. দ্বিমুখী রাজনীতি, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য

২৪. বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো ঐতিহাসিকভাবে প্রভাবশালী নেতাদের প্রভাবাধীন, যারা পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি (patronage) চর্চা করে এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সুযোগ মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জনগণ বহুবার ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলকে সরিয়ে এ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছে, যেখানে নতুন নির্বাচনের আগে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করত। কিন্তু ২০০৮-এর নির্বাচনে জয় পাওয়ার পর আওয়ামী লীগ এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করে। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে দলটি জয়ী হয়, যেখানে ভোটে অনিয়ম, সহিংসতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর ভয়-ভীতির খবর পাওয়া যায় এবং ২০১৪ সালে বিরোধী দলের বর্জনের ঘটনা ঘটে।¹² জানুয়ারি ২০২৪ সালের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ জয়ী হয়; সে সময় জামায়াতে ইসলামীর ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল ও বিএনপি নির্বাচন বর্জন করে, কারণ সরকার তাদের সমাবেশ বলপ্রয়োগ করে দমন করে, বিরোধী দলীয় হাজার হাজার কর্মীকে নির্বিচারে গ্রেপ্তার করে ও নাগরিক সমাজকে ভয় দেখায়।¹³

২৫. টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিচার ব্যবস্থা, নিরাপত্তা খাত এবং সরকারি আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে নিজেদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব আরও সুসংহত করেছে। এর প্রতিফলন অর্থনীতিতেও দেখা যায়, যেখানে স্বজনপ্রীতি, পৃষ্ঠপোষকতাভিত্তিক পুঁজি (Crony Capitalism) এবং দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী সরকার প্রধানত বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রপ্তানিমুখী শিল্প—বিশেষ করে পোশাক খাত—এবং বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিয়েছে; তবে তুলনামূলকভাবে ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়নি। সরকার দাবি করছে, ২০১৩ সালের পর থেকে দেশের মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) দ্বিগুণ হয়েছে। তবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সুষমভাবে বচ্চিত হয়নি। আয় ও ভোগের বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে দেশের সর্বোচ্চ পাঁচ শতাংশ মানুষের আয় আরও কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

২৬. শিক্ষার্থী ও তরুণরা বেসরকারি খাতে চাকরি পেতে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যার সম্মুখীন,¹⁴ ফলে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের কোটা-সংক্রান্ত বাধাগুলো তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের জন্ম

দিয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিলের একটি সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৫-২৪ বছর বয়সি তরুণদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই কোনো শিক্ষায়, কর্মসংস্থানে বা প্রশিক্ষণে নেই; তরুণী ও কিশোরীদের ক্ষেত্রে এ হার ৬০ শতাংশ।¹⁷

২৭. ২০২২ সাল থেকে মধ্যম ও নিম্ন-আয়ের বাংলাদেশিরা খাদ্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।¹⁸ এর একটি অংশ রাশিয়ান ফেডারেশনের ইউক্রেইন আক্রমণের প্রভাব, পাশাপাশি কৃষি ভর্তুকি কমানো ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঝণ-শর্ত হিসেবে গৃহীত অন্যান্য ক্ষত্রিয় নীতির ফলে হয়েছে। ঝণ পরিশোধে অর্থের বৃহত্তর অংশ বরাদ্দ করতে গিয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় আরও কমে আসে। দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সরাসরি করের তুলনায় পরোক্ষ করের ওপর বেশি নির্ভরশীল, যা মধ্যম ও নিম্ন-আয়ের মানুষের ওপর অপেক্ষাকৃত বেশি বোঝা চাপায়।¹⁹

২৮. অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ ও সম্পদের অনিয়মিত বণ্টন, এবং এর ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগে যে নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ে, তার মূলে রয়েছে সরকারি কেনাকাটায় (public procurement) ব্যাপক দুর্নীতি, ব্যাংক, জ্বালানি খাত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর ওলিগার্চদের হাতে চলে যাওয়া—যাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।²⁰ রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ঝণগ্রহীতাদের কাছে বিশাল অঙ্কের ঝণ বিতরণ ও আত্মসাতের কারণে দেশের কিছু বড় ব্যাংক কার্যত নিঃশেষ হওয়ার পথে, যা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকেই হৃষিকিতে ফেলেছে।²¹ ধারণা করা হয়, এসব অন্যান্যভাবে অর্জিত অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং বিদেশি পরিসরে বিনিয়োগ করা হয়েছে, যার সুবিধা পেয়েছেন বাংলাদেশি উর্ধ্বতন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা।²²

২৯. সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই দুর্নীতির প্রতিফলনই নিচের স্তরগুলোতেও দেখা যায়—প্রশাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি। সাম্প্রতিক এক জরিপ অনুযায়ী, তিন-চতুর্থাংশ বাংলাদেশ (৭৪.৪ শতাংশ) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দুর্নীতির শিকার হয়েছে।²³ অনেক শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থী OHCHR-কে জানিয়েছেন, তাঁরা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা ও ছাত্রলীগের সদস্যদের চাঁদাবাজি বা হয়রানির মুখোমুখি হয়েছেন।

২. ছাত্র আন্দোলনকে ভয়-ভীতি দেখানো ও তার বৈধতা খর্ব করার সরকারি প্রচেষ্টা

৩০. সংশ্লিষ্ট একাধিক সাক্ষাৎকারে জানা যায়, সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের গোয়েন্দা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা শুরুতেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করেছিলেন যে ২০২৪ সালের এই কোটা-বিরোধী বিক্ষোভ অত্যন্ত অজনপ্রিয় সরকারের টিকে থাকার ক্ষেত্রে বড় ধরনের হৃষি তৈরি

করছে, আর বিরোধী দলও ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি সমরোতার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করলেও, প্রধানমন্ত্রী অনড় অবস্থান নেন এবং ঘনিষ্ঠ মহলে জানান যে ছাত্ররা শিগগিরই বুঝতে পারবে যে এই আন্দোলন অথহীন।²⁵ ৭ জুলাই তিনি প্রকাশ্যে বলেন, “আদালতের রায়ের পর এই কোটা-বিরোধী আন্দোলনের আর কোনো যৌক্তিকতা নেই।”²⁷ শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেন যে, এই আন্দোলনে বিরোধী দলের ‘অনুপ্রবেশ’ ঘটেছে।²⁸



Image 1: Student protesters on 7 July 2024 in Dhaka.

Image credit: permission on file³⁶

৩১. ১০ জুলাই রাতে ডিজিএফআই’র মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাকে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে গোপন আলোচনা করতে নির্দেশ দেন বলে সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান।²⁹

৩২. ১১ জুলাই, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদাম হোসেন এক বিবৃতিতে স্পষ্ট হৃকিসূচক কথা বলেন: “কিছু লোক এই আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে, আর ছাত্রলীগ তাদের মোকাবিলায় প্রস্তুত”। একই দিন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর পুলিশ লাঠিপেটা ও টিয়ারগ্যাস ব্যবহার করে।³¹ তারা শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শাহবাগ এলাকায়) ও চট্টগ্রামে ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় বলে সংবাদে প্রকাশ।³² ১৩ জুলাই,

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ‘আন্দোলনে অনুপ্রবেশকারীদের’ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বলে ঘোষণা দেয়।

৩৩. ১৪ জুলাই ২০২৪ তারিখে এক সংবাদ সম্মেলনে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিস্থিতি আরও উন্নত করেন—“ওরা (ছাত্র বিক্ষেপকারীরা) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এত বিদ্বেষ পোষণ করে কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুত্রিয়া কোটা পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুত্রিয়া পাবে?”

৩৪. ‘রাজাকার’ শব্দটি বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও অপমানজনক; এটি মূলত ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সহযোগী বা দোসরদের বোঝায়।

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর, ১৪ জুলাই সন্ধ্যায় অগণিত শিক্ষার্থী রাজপথে নেমে আসেন এবং ‘তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার।’ স্লোগান দিতে থাকেন। এই স্লোগান পরে আরও বিস্তৃত হয়: “কে বলেছে? কে বলেছে? স্বেরাচার, স্বেরাচার!” ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শত শত ছাত্রী হলের তালা ভেঙে বিক্ষেপে যোগ দেন।³⁵

৩৫. শিক্ষার্থীরা ‘রাজাকার’ স্লোগান দেওয়ার পর, বেশ কিছু মন্ত্রী প্রকাশ্যে জানান, সরকার আর এই শাস্তিপূর্ণ বিক্ষেপ সহ্য করবে না। ১৪ জুলাই, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল চৌধুরী মন্তব্য করেন, “রাষ্ট্র এসব দেশদ্বোধীদের সম্মান করতে পারে না,” এবং বিক্ষেপকারীদের “এই যুগের সাচ্চা রাজাকার” বলে অভিহিত করেন। তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ আরাফাত বলেন, “যারা নিজেদের রাজাকার বলে পরিচয় দেয়, তাদের কোনো দাবিই মানা হবে না।” তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী দীপু মনি বলেন, “যারা নিজেদের রাজাকার বলে পরিচয় দেয়, তাদের মাথায় ওই [বাংলাদেশের] পতাকা ধরার অধিকার নেই।”³⁷

৩. ছাত্রলীগ, পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর মোবিলাইজেশন

৩৬. ১৪ জুলাই সন্ধ্যা থেকে, আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় কর্যকর্তা—যাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্রলীগের সভাপতি অন্তর্ভুক্ত—ছাত্রলীগের কর্মীদের উসকানি দেন, যাতে তারা পরবর্তী দুই দিনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে ছাত্র বিক্ষেপকারীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়।³⁸ বিক্ষেপকারীরা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায় এবং প্রায়ই ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নেয়; কিন্তু, প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, পুলিশ বারবার নিরপেক্ষ হস্তক্ষেপ করতে ব্যর্থ হয়। এক সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা OHCHR-কে ব্যাখ্যা করেন, “আমাদের [আওয়ামী লীগের] সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের ছাত্ররা বিক্ষেপকারীদের মোকাবিলায় যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যা ঘটল, তা ছিল অপ্রত্যাশিত—ছাত্ররাই পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে।”³⁹

৩৭. শুধু ছাত্রলীগের শক্তি দিয়ে ক্রমবর্ধমান বিক্ষেপ দমিয়ে রাখা সন্তুষ্টি হচ্ছিল না, তাই পুলিশ আরও শক্তি-নির্ভর ভূমিকা নিতে শুরু করে। ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেটের মতো অপেক্ষাকৃত কম-প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে; একই সঙ্গে তারা শটগানে মারাত্মক ধাতব গুলি (পেলেট) ব্যবহার করে, আর আওয়ামী লীগ-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী পুলিশের পক্ষে হামলা চালায়। কেবল ১৬ জুলাই তারিখেই অন্তত ছয়জন নিহত হয়।⁴⁰ তাদের মধ্যে আবু সাঈদ (কেস ১) আছেন।⁴¹ তাঁর হত্যাকাণ্ডের ভিডিও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলে আরও বেশি বিক্ষেপকারী, বিশেষ করে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, আন্দোলনে শামিল হন।

৩৮. সাধারণ বিক্ষেপ ও সংশ্লিষ্ট সহিংস অস্ত্রিতা শুরুর কয়েক দিন আগেই সরকার আরও সামরিকায়িত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে; এতে পুলিশের পাশাপাশি সামরিক রাইফেলসজিত আধাসামরিক বাহিনীও যুক্ত হয়। সাবেক এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনে করতেন যে, “যদি আমাদের ভারী বাহিনী নামানো হয়, তাহলে কেবল জিহাদিদ্বারা রাস্তায় থাকবে আর অন্য বিক্ষেপকারীরা বাড়ি ফিরে যাবে।”⁴²

৩৯. ১০ জুলাই থেকেই নিয়মিত পুলিশের পাশাপাশি র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) মোতায়েন ছিল। বিক্ষেপ চলাকালীন র্যাব দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাদের ১৫টি ব্যাটালিয়নই সক্রিয় রেখেছিল। ১৫ জুলাই থেকে আনসার/ভিডিপি-র অন্তত ১৪টি ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয় বলে জানা যায়। ১৬ জুলাই থেকে বিজিবি-ও মোতায়েন হয়; বিক্ষেপ চলাকালীন তারা দেশের ৫৮টি হ্রানে প্রায় ৪,০০০ সদস্য মোতায়েন করে। ওই সময় থেকে পুলিশের মহাপরিদর্শকের নির্দেশে ছয়টি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন বিভিন্ন অভিযানে সাহায্য করে, ব্যবহার করে শটগান ও রাইফেল। ডিজিএফআইও সম্পৃক্ত ছিল—তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রায় ১১০ কর্মকর্তা ও ৯০০ মাঠকর্মী মোতায়েন করে, আর অতিরিক্ত ১৪০ কর্মকর্তা ও ১,০০০ কর্মী গোয়েন্দা তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহে যুক্ত ছিল।⁴³ উদাহরণস্বরূপ, ১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড় আকারের শান্তিপূর্ণ বিক্ষেপ কঠোরভাবে দমনে পুলিশকে র্যাব ও বিজিবি সহায়তা করে (কেস ২ দেখুন)। এই সহিংস অভিযানে বিক্ষেপকারীরা নিরুৎসাহিত হওয়ার বদলে আন্দোলন আরও বেগবান হয়।

৪০. বিভিন্ন নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাকে সমন্বয় করা, তাদের মোতায়েন নির্ধারণ করা, অভিযান পরিকল্পনা করা এবং বিক্ষেপ ও তা দমনের কার্যক্রম নজরে রাখার জন্য তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ‘কোর কমিটি’ নামে পরিচিত একটি সংস্থার নিয়মিত বৈঠক সভাপতিত্ব করতেন বলে বৈঠকের অংশগ্রহণকারী ও অন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।⁴⁴ এই কমিটি বেশ কয়েকটি সন্ধ্যায় তার বাসভবনে বৈঠক করে।⁴⁵ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও এতে উপস্থিত থাকতেন পুলিশ মহাপরিদর্শক, বিজিবি, র্যাব ও আনসার/ভিডিপি’র মহাপরিচালক, গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান (ডিজিএফআই, এনএসআই,

পুলিশের বিশেষ শাখা এবং অনেক সময় এনটিএমসি), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার, আর ২০ জুলাই থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন উর্ধ্বতন জেনারেল। একই সময়ে, শেখ হাসিনা ও তাঁর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়মিত মাঠপর্যায়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সাথে মুখোমুখি বা টেলিফোনে যোগাযোগ রেখে এই অভিযান সরাসরি তদারকি ও দিকনির্দেশনা দিতেন—যা সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার ও OHCHR-কে দেওয়া কল লগে প্রতীয়মান।⁴⁶

বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামরিকীকরণ

বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিশেষ করে জননিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা রক্ষায়, ক্রমশ এমন সংস্থাগুলোর সম্পৃক্ততা বেড়েছে—যেগুলো তাদের পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও সরঞ্জামের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশের চেয়ে বেশি সামরিকায়িত। এসব সংস্থায় সামরিক বাহিনী থেকে আসা কর্মকর্তারা কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফলে তাদের মধ্যে প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগের প্রবণতা দেখা যায় এবং তারা অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িয়ে পড়ে। এক উর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তা OHCHR-কে বলেন, “‘ওরা গুলি চালায় অন্যভাবে: এক গুলিতে একজন মানুষ নিহত।’”⁴⁷

র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব): ২০০৪ সালে গুরুতর অপরাধ ও সন্ত্বাস দমনে গঠিত এই বাহিনী পুলিশ, সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত, এবং সামরিক আগ্রেডান্স ও হেলিকপ্টার ব্যবহারের অনুমোদন রয়েছে। নামমাত্র একটি পুলিশ কর্মকর্তার অধীন হলেও, প্রকৃতপক্ষে একজন সেনা কর্নেল (সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে আসা) র্যাবের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করেন। গত বিশ বছরে র্যাব ব্যাপকভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন ও অন্যান্য গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য কুখ্যাত হয়েছে—যার লক্ষ্য ছিল অপরাধী সন্দেহভাজন, বিরোধী রাজনীতিবিদ, নাগরিক সমাজের ব্যক্তি ও ‘অবিশ্বস্ত’ বলে বিবেচিত সরকারি কর্মকর্তারা।⁴⁸

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি): আনুষ্ঠানিকভাবে সশস্ত্র সীমান্তরক্ষী বাহিনী হলেও এর সরঞ্জাম অনেক বেশি সামরিক-কাঠামোর। মেজর পদ থেকে ওপরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারেরা উক্ত বাহিনীর কমান্ডে থাকেন। মূল কাজ সীমান্তনিয়ন্ত্রণ হলেও,

আইন অনুযায়ী তাদের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায়ও মোতায়েন করা যায়। পূর্ববর্তী সরকার বিজিবির দাঙ্গা-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়িয়েছে, কিন্তু তুলনামূলক কম-প্রাণঘাতী অস্ত্র সরবরাহ করেনি।⁴⁹ ২০১৩ ও ২০১৮ সালে বিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে বিজিবির সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে, যার মধ্যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত ছিল।⁵⁰ বিজিবির মহাপরিচালক নিজেই OHCHR-কে বলেন যে বিজিবি মূলত একটি যুদ্ধবিষয়ক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উপযোগী নয়।⁵¹

- **বাংলাদেশ আনসার ও প্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (আনসার/ভিডিপি):** এটিও একটি আধাসামরিক বাহিনী, যার কমান্ডে সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে আসা কর্মকর্তা থাকেন। সরকারি ভবন নিরাপত্তা অথবা নিরয়িত পুলিশকে সহায়তার মতো কাজেও আনসার নিয়োগ করা হয়।
- **ডি঱েল্টেক-জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই):** সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে কাজ করার বদলে এটি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে অসামরিক ক্ষেত্রেও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও নাগরিকদের ওপর নজরদারি করতে থাকে।⁵³ আইনি ক্ষমতা না থাকলেও, ডিজিএফআই অপহরণ ও গুমের মতো কাজে সম্পৃক্ত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে; তারা মিডিয়া, ব্যবসায়ী নেতা ও অন্যদের ভয় দেখানোর কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে।⁵⁴
- **ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (এনএসআই) এবং ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)—** এদের প্রধানও সাধারণত সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেলদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত, এবং তারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর জন্য গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে।

এই প্রতিবেদনে আলোচ্য সময়কালে, সংস্থাগুলো সরাসরি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে ছিল; সংসদীয় বা কোনো স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ছিল না।⁵⁵ বিজিবি, আনসার/ভিডিপি, এনটিএমসি এবং কার্যত র্যাবের মহাপরিচালকরা সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে ছিলেন; এনএসআই প্রধানমন্ত্রীর অধীনে এবং ডিজিএফআই প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার অধীনে ছিল। এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার কারণে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বার্থে গুরুতর লঙ্ঘন চালাতে এসব বাহিনী ব্যবহার করা সহজ হয়ে ওঠে।



Image 2: BGB deployed at a protest at Dhaka University on 17 July 2024.

৪. সম্পূর্ণ অবরোধ আন্দোলন, বিক্ষেপাত্রের বিস্তৃতি এবং সহিংস অস্থিরতা

৪১. বিক্ষেপাত্রকারীদের শান্ত করতে চেয়ে, ১৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে পূর্ববর্তী সরকার হাইকোর্টের কোটা-সংক্রান্ত রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল (leave to appeal) দাখিল করে—যে রায় মূলত বিক্ষেপাত্রের সুত্রপাত ঘটিয়েছিল। ১৭ জুলাই সন্ধ্যায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টেলিভিশনে ভাষণ দেন, যেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সুগ্রিম কোর্টের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন এবং ১৬ জুলাই নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করেন; একই সঙ্গে দাবি করেন যে, “পুলিশ আমাদের বিক্ষেপাত্রকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করেছে।”⁵⁶ বিক্ষেপাত্রনেতারা এ ভাষণকে আন্তরিক বলে মনে করেননি।⁵⁷ ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ ঘোষণা দেয় যে দেশে ‘সম্পূর্ণ অচলাবস্থা’ (complete shutdown) তৈরি করা হবে—“হাসপাতাল ও জরুরি সেবা ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান চালু থাকবে না, এবং অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া কোনো যানবাহন সড়কে চলতে দেওয়া হবে না।”⁵⁸ বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দ তাদের সমর্থকদের এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে বলেন।⁵⁹

৪২. এ সময় প্রধানমন্ত্রী আইনমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রীর প্রতিমন্ত্রী এবং ডিজিএফআই-এর প্রচেষ্টা সমান্তরালে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় নিয়োজিত করেন।⁶⁰ কিন্তু তখন শিক্ষার্থীরা আর সরকারের সদিচ্ছার ওপর আস্থা রাখতে পারছিল না; কারণ কয়েক দিন আগে ছাত্রলীগ ও পুলিশের হাতে তারা আক্রান্ত হয়েছে।⁶¹

৪৩. ১৮ জুলাই থেকে সাধারণ জনগণও রাস্তায় নামে। বিক্ষোভকারীরা গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে যান চলাচল ব্যাহত করার চেষ্টা করে। ঠিক তখনই নিরাপত্তা বাহিনী প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগের কৌশলে যায়—রাইফেল, পিস্তল, শটগানের পাশপাশি অপেক্ষাকৃত কম-প্রাণঘাতী অস্ত্রও ব্যবহার করে। তারা উত্তরা (কেস ৩) ও আরও অনেক জায়গায় বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়; অনেকে চিকিৎসাসেবা পেতেও বাধার সম্মুখীন হন (কেস ৮)।

৪৪. বিক্ষোভে সাধারণ জনগণের ব্যাপক উপস্থিতির ফলে জনতার একটি অংশ পুলিশ, পরিবহন অবকাঠামো ও সরকারি ভবন—বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনসহ—লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় সরকার বিজিবিকে ‘সর্বোচ্চ শক্তি’ ব্যবহারের নির্দেশ দেয় এবং ২৩ জুলাই পর্যন্ত সারা দেশে সম্পূর্ণ ইন্টারনেট বন্ধ করে রাখে। ১৯ জুলাই বিজিবি, পুলিশ, র্যাব এবং অন্যান্য বাহিনী রামপুরা ও বাড়োয়া (কেস ৪) এবং ঢাকার আরও বহু এলাকায়, এমনকি সারা দেশেই বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়, তবুও শাস্তিপূর্ণ আন্দোলন ও সহিংস অস্ত্রিতা কোনোটিই থামেনি। ওই সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে মধ্যরাত থেকে কারফিউ জারি করেন এবং ২৭,০০০ সেনা মোতায়েন করেন।⁶² ২০ ও ২১ জুলাই নিরাপত্তা বাহিনী বড় ধরনের অভিযান চালায়; তারা সামরিক রাইফেল ও শটগান ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো মুক্ত করে। এর মধ্যে যাত্রাবাড়ীতে (কেস ৫) পুলিশের সঙ্গে র্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পরিষ্কার করা হয়।

৫. বিক্ষোভ স্থিমিত হওয়া ও গণগ্রেপ্তার অভিযান

৪৫. ২১ জুলাই, সুপ্রিম কোর্ট একটি নতুন রায়ে কোটা পদ্ধতিতে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের উত্তরাধিকারীদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি চাকরির অনুপাত ৫ শতাংশে নামিয়ে আনে। সরকার দ্রুত এই রায় মেনে নেয় এবং তা প্রকাশ্যে স্বীকার করে। তবে এসময় ছাত্র আন্দোলন ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগসহ আরও কিছু দাবি তোলে, আর বিক্ষোভে নিহত ছাত্রদের হত্যাকারী পুলিশ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়।⁶³

৪৬. যদিও রাস্তায় বিক্ষোভ সাময়িকভাবে স্থিমিত হয়, নিরাপত্তা বাহিনী শিক্ষার্থী, বিরোধী দলের সমর্থক ও যারা বিক্ষোভে জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়—তাদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার করে। অনেক ক্ষেত্রে কোনো অপরাধমূলক প্রমাণ ছাড়াই আটক করা হয়, এবং বহু ক্ষেত্রে নির্যাতন ও

অমানবিক আচরণের মুখোমুখি করা হয়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষ্যমতে, কর্তৃপক্ষ ছয়জন শীর্ষস্থানীয় ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার ও আটক করে। ২৮ জুলাই, গোয়েন্দা শাখার প্রধান একটি জোরপূর্বক স্বীকারোক্তির ভিডিও প্রকাশ করলে জনমনে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, যেখানে আটক ছয়জন ছাত্রনেতা আন্দোলন প্রত্যাহার করার কথা জানায়।⁶⁴

৪৭. তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ জুলাই ভাঙচুর হওয়া একটি মেট্রো স্টেশন এবং ২৬ জুলাই অগ্নিসংযোগের শিকার বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন পরিদর্শন করেন। এছাড়া, ২৬ জুলাই তিনি কয়েকটি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন—যারা পুলিশ ও বিজিবির গুলিতে আহত হয়েছিলেন। পরে, ২৮ জুলাই তিনি নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের নিজ বাসভবনে আমন্ত্রণ জানান। এসব বক্তব্যে তিনি সকল সহিংসতা ও প্রাণহানির জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করেন।⁶⁵

৪৮. ২৬ জুলাই তারিখে, বিএনপি ‘জাতীয় ঐক্য’ গড়ে তোলার ডাক দেয়—সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও অন্যান্য শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সরকারের পতনের দাবি জানাতে।⁶⁶ ৩০ জুলাই, সরকার জামায়াতে ইসলামী ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।⁶⁷

৪৯. এই ঘটনাগুলো সবই ২০২৪ সালের আগস্টের শুরুর দিকে ব্যাপক বিক্ষোভ ও সহিংস অস্থিরতা পুনরায় জোরদার হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করে।

৬. পুনরায় গণআন্দোলন এবং শেখ হাসিনার বিদায়

৫০. আন্দোলন পুনরায় শুরু হওয়ার পর, আন্দোলনকারীরা একটি অভিযান দাবিতে একত্র হয়—তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের পদত্যাগ। এর জবাবে ব্যাপক, এমনকি প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগও করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর এই বলপ্রয়োগ নিয়ে উদ্বেগ ব্যক্ত করে একজন উর্ধ্বতন নিরাপত্তাকর্তা ও এক মন্ত্রী আগস্টের গোড়ায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন।⁶⁸

৫১. সেনাবাহিনী এখনো রাস্তায় ছিল, কিন্তু বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর বিষয়ে সেনাদের মধ্যে সমর্থন ক্রমেই কমছিল। ৩ আগস্ট সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান একটি বড় সামরিক বৈঠক ডাকেন, যেখানে জুনিয়র অফিসারেরা তাঁকে জানান যে তারা বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি করতে চান না।⁶⁹

৫২. বিক্ষোভকারীরা ৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় ঢাকায় বিশাল পদযাত্রার পরিকল্পনা করে (Long March to Dhaka," কেস ৬)। ৪ আগস্ট রাতে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন—যেখানে সেনাপ্রধান, বিজিবি প্রধান, পুলিশ প্রধান, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রধান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আবার কারফিউ জারি করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, যাতে ৫ আগস্টের ঢাকামুখী পদযাত্রা ঠেকানো যায়। ওই একই রাতের শেষভাগে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আরেকটি বৈঠক হয়—যেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি বাহিনীর প্রধান, পুলিশ, র্যাব ও বিজিবির প্রধানসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এ বৈঠকে সেনাপ্রধান ও অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আশ্বাস দেন যে ঢাকাকে নিরাপদ রাখা যাবে। এক পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত হয়—প্রয়োজন হলে সেনাবাহিনী ও বিজিবি পুলিশের সঙ্গে একযোগে বলপ্রয়োগে বিক্ষোভকারীদের কেন্দ্রীয় ঢাকায় প্রবেশ ঠেকাবে।⁷⁰ ৫ আগস্ট, কয়েক লক্ষ বিক্ষোভকারী ঢাকার কেন্দ্রের দিকে মার্চ করে। বহু জায়গায় পুলিশ ও আওয়ামী লীগ-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। সেনাবাহিনী ও বিজিবি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় ছিল, যদিও যমুনা ফিউচার পার্কে (কেস ৭) অন্তত একবার তারা গুলি চালিয়েছে।

৫৩. দুপুরের দিকে, সেনাপ্রধান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে সেনাবাহিনী তার বাসভবনের দিকে অগ্রসরমান বিক্ষোভকারীদের থামাতে সক্ষম হবে না। আনুমানিক বেলা ২ টার দিকে, সশস্ত্র বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে শেখ হাসিনাকে প্রথমে ঢাকার বাইরে এবং পরে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই, বিক্ষোভকারীরা তার সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করে।

৫৪. শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার মুহূর্তে, সেনাপ্রধান একটি ভাষণ দেন—যেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দেশত্যাগের কথা জানান। তিনি একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে “সব হত্যার বিচার” করার প্রতিশ্রূতি দেন এবং বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে অনুরোধ জানান যেন তারা আর “সহিংসতার পথে না যায়।”⁷² তারপরও বেশ কিছু সহিংস দল পুলিশ, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, সংবাদমাধ্যম এবং আওয়ামী লীগের অনুগত বলে বিবেচিত ব্যক্তিদের ওপর প্রতিশোধমূলক সহিংসতা চালায়। অন্যদিকে, ধর্মীয় ও আদিবাসী সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধেও সহিংস নিপীড়নে লিপ্ত হয় কিছু গোষ্ঠী।

৫৫. ৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে, সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছাত্র আন্দোলনের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে ড. মোহাম্মদ ইউনুসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে—যার মধ্যে ছাত্র আন্দোলনের নেতা, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ এবং সাবেক সরকারি কর্মকর্তারাও রয়েছেন।

IV .প্রতিবাদ-সংক্রান্ত মৃত্যু ও আহতদের অনুমান, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড

৫৬. এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার সময়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী বিক্ষেপে অন্তত ৮৪১ জন নিহত (এদের মধ্যে ১০ জন নারী) এবং ১২,২৭২ জন আহত হয়েছে (এদের মধ্যে ৩৯৪ জন নারী ও ৪ জন ‘অন্যান্য’ পরিচয়ে তালিকাভুক্ত)।⁷³ তবে এই তথ্য সম্পূর্ণ নয় বলে মনে হয়; কারণ, হাসপাতালে মৃত্যুবরণকারী ও আহতদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে অনেক ক্ষেত্রে সব ঘটনা নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।⁷⁴ অনেক রোগী হয় নাম বলেননি বা ভুয়া নাম ব্যবহার করেছেন, কিংবা কোনো নিবন্ধন ছাড়াই চিকিৎসা নিয়েছেন—গ্রেপ্তার বা প্রতিশোধ এড়াতে।⁷⁵ ধর্মীয় ও নিরাপত্তাজনিত কারণে পরিবারগুলোও দ্রুত দাফন সম্পন্ন করতে মরদেহ নিয়ে যান, যাতে ময়নাতদন্ত না হয়। কোথাও কোথাও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে আতঙ্ক দেখিয়ে বিক্ষেপ-সম্পর্কিত মৃত্যু ও আঘাতের তথ্য লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। অন্য ক্ষেত্রে পুলিশ মরদেহ নিয়ে যায়—তারপর সেগুলো পরে মর্গে প্রেরণ করে কি না, বা যথাযথভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে জানানো হয় কি না, তা অনিশ্চিত।⁷⁶

৫৭. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দেওয়া তথ্য থেকেও বোঝা যায় যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিক্ষেপ-সম্পর্কিত মৃত্যুর তালিকা অসম্পূর্ণ। জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) OHCHR-কে ৩১৪ জন নিহতের নাম ও মৃত্যুর তারিখ সরবরাহ করেছে—যাদের মৃত্যু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যভান্ডারে নেই বলে দাবি করা হচ্ছে। এই তালিকায় ৪০ জন শিশু (৪ থেকে ১৭ বছর বয়সী) রয়েছে, যা মোটের ১৩ শতাংশ।⁷⁷

৫৮. মৃত্যুর আরো পূর্ণাঙ্গ একটি হিসাব পেতে, OHCHR স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যের সঙ্গে নাগরিক সমাজ সংগঠনসহ অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া মৃত্যুর তালিকা তুলনা করে ও সদৃশ এন্ট্রি বাদ দেয়। এসব তথ্যের ভিত্তিতে, ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বিক্ষেপে প্রায় ১,৪০০ জন মারা গেছেন বলে OHCHR ধারণা করছে—এদের মধ্যে অন্তত ১৩ জন নারী।

৫৯. দুঃখজনকভাবে, প্রাপ্ত উপাত্ত (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ) সিস্টেমেটিকভাবে বয়স অনুযায়ী বণ্টন করা হয়নি। তবু এনএসআই-প্রদত্ত তালিকায় শিশুদের অনুপাত (১৩ শতাংশ) আরেকটি বড় গোপন তালিকার সঙ্গে মিলে যায়—যেখানে ৯৮৬টি মৃত্যুর মধ্য থেকে ১২ শতাংশ শিশু ছিল (১১৮ জন)।⁷⁸

৬০. OHCHR প্রতিটি মৃত্যুর তথ্য যাচাই করতে পারেনি; তেমনি ধরে নেওয়া যায় না যে প্রতিটি মৃত্যু রাষ্ট্রেই দায় বা সবই বিচারবহুভূত হত্যাকাণ্ড। তবে নিচে বর্ণিত তথ্যে দেখা যায়, বেশিরভাগ মৃত্যুর কারণ ছিল আগ্নেয়ান্ত্র, যার মধ্যে সামরিক রাইফেল ও মারাত্মক ধাতব পেলেট-বহনকারী

শটগানও রয়েছে—এসব সাধারণত কেবল বাংলাদেশের পুলিশ, আধাসামরিক ও সামরিক বাহিনীর কাছেই থাকে।

৬১. ঢাকা মেডিকেল কলেজ ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের দেওয়া ফরেনসিক তথ্য অনুযায়ী, তারা পরীক্ষিত ১৩০টি মৃত্যুর মধ্যে ৭৮ শতাংশের ক্ষেত্রে (যা OHCHR নির্ধারিত মোট প্রায় ১,৪০০ মৃত্যুর বেশি হবে) গুলির আঘাত ছিল—যেখানে ব্যবহৃত আগ্নেয়ান্ত্র সাধারণত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতেই থাকে এবং বেসামরিকদের নাগালে খুব একটা থাকে না। এই তথ্য বলে, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৬ শতাংশ) মৃত্যু হয়েছে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক স্বয়ংক্রিয় ও আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলিতে—যা বিজিবি, র্যাব, সেনাবাহিনী, আনসার/ভিডিপি ব্যাটালিয়ন ও সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়নের স্ট্যান্ডার্ড অস্ত্র। বিক্ষেপ চলাকালে নিয়মিত পুলিশও এগুলো ব্যবহার করেছে।⁷⁹ অন্যদিকে, ১২ শতাংশ মৃত্যু হয়েছে শটগানের কারণে, যেখানে প্রচলিত ‘নম্বর ৮ ধাতব শট’ লোড করা গুলি ব্যবহার করা হয়েছে—যা বাংলাদেশ পুলিশের পাশাপাশি আনসার/ভিডিপি ও বহুলাংশে ব্যবহার করে।⁸⁰ আরেকটি বড় পরিসরের বিশ্বস্ত গোপন সূত্র থেকেও অনুরূপ ফল পাওয়া গেছে, যেখানে মৃত্যুর কারণের বিবরণ পাওয়া যায়।⁸¹

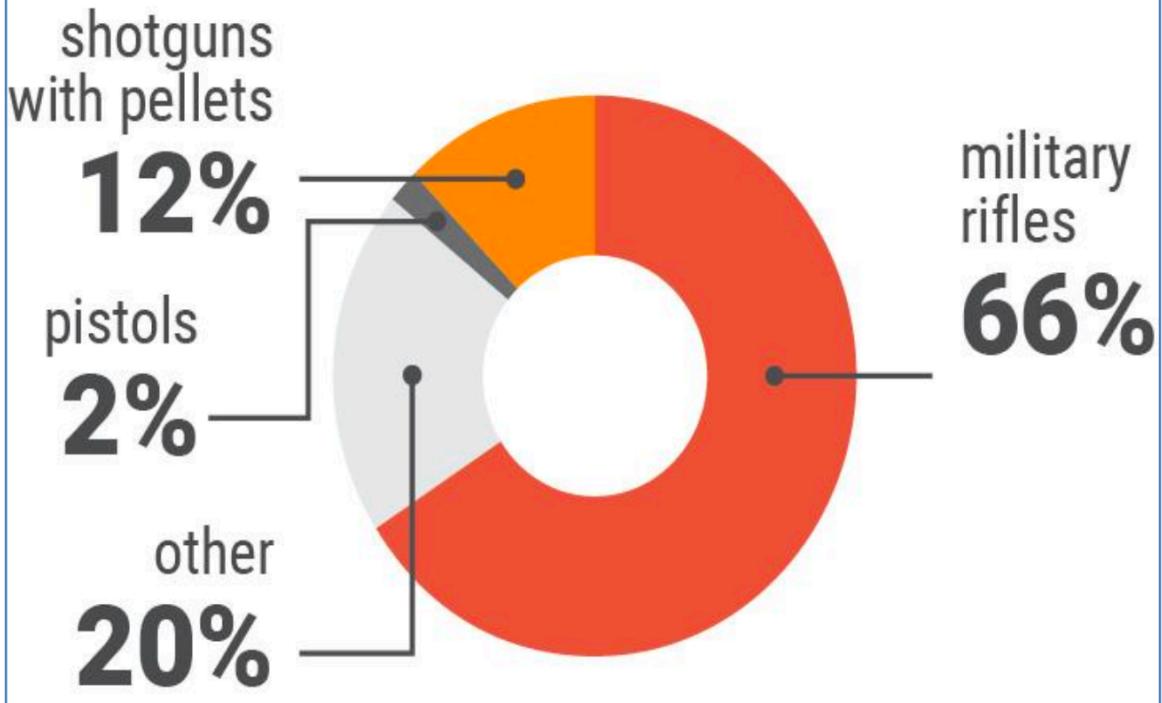
৬২. আরও বিশ্লেষণে দেখা যায়, OHCHR-এর ফরেনসিক চিকিৎসক ও অস্ত্রবিশেষজ্ঞের মতে, গুলিবিদ্ধ হওয়া বেশিরভাগ ভুক্তভোগী ‘৭.৬২X৩৯ মি.মি.’ মানদণ্ডের সামরিক ব্যবহৃত গুলিতে আঘাত পেয়েছেন—যা সাধারণত বাংলাদেশে বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় এবং সামরিক রাইফেলগুলোতেই ব্যবহৃত হয়। কিছু ক্ষেত্রে আর্মার-পিয়ার্সিং বুলেট (৭.৬২ মি.মি. ক্যালিবার) ব্যবহার করা হয়েছে—যা আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তপক্ষের বড় আর্মার ভেদ করার জন্য তৈরি, আইন-শঙ্গুলা রক্ষার কাজে নয়। সাধারণত এ ধরনের গুলি সেনাবাহিনী বা বিজিবি ও র্যাবের মতো আধাসামরিক বাহিনীর কাছেই থাকে এবং বাংলাদেশে বেসামরিকদের জন্য এটি বিক্রয় নিষিদ্ধ।

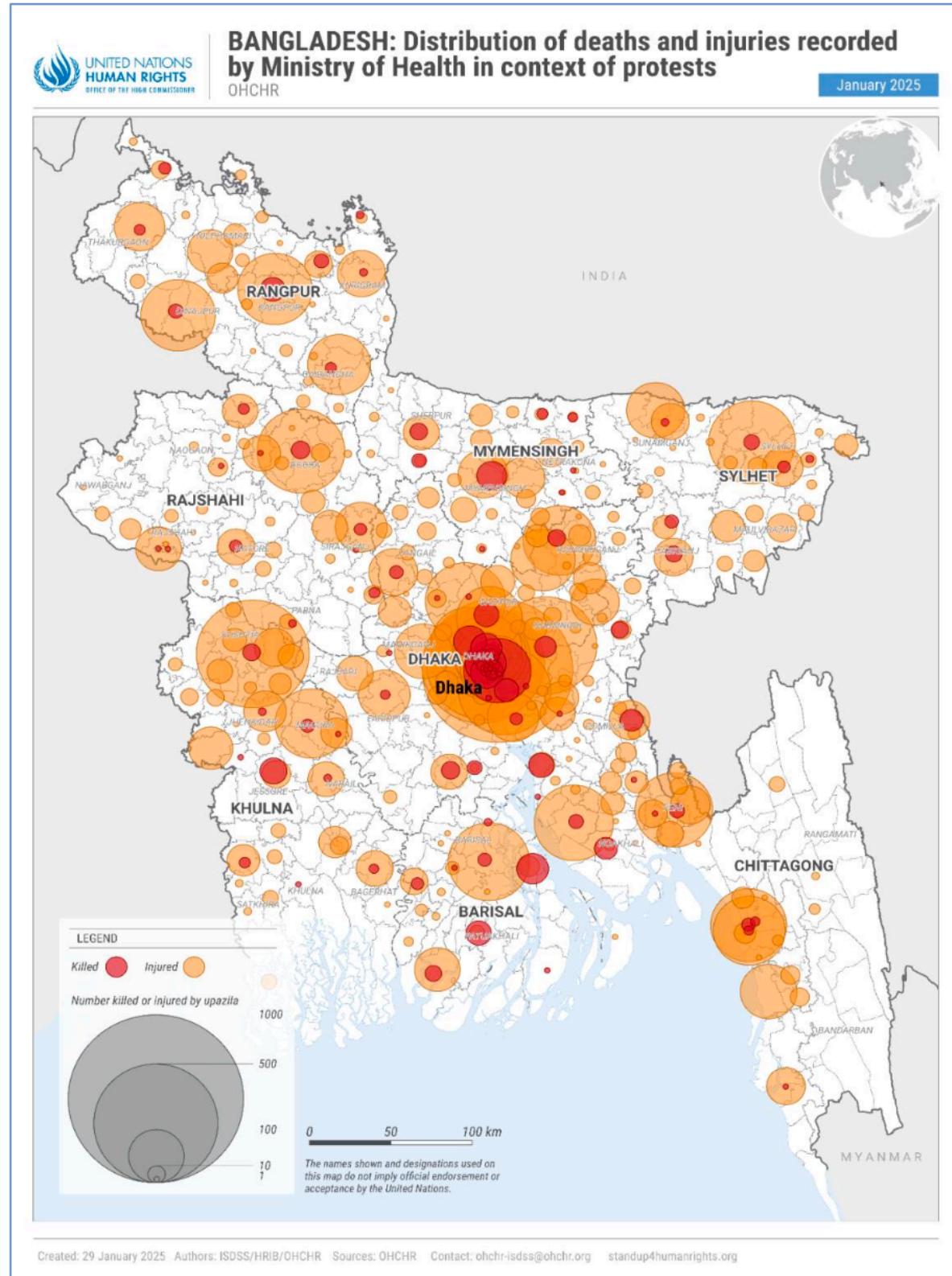
৬৩. বিক্ষেপ চলাকালীন ধারণ করা ভিডিও ও ছবিতে পুলিশ, বিজিবি, র্যাব, আনসার/ভিডিপি ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের এসকেএস, টাইপ ৫৬ ও বিডি-০৮ রাইফেল হাতে দেখা গেছে—যেগুলো এই আকারের গুলি ব্যবহার করে। এসব রাইফেলও বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে তৈরি।⁸²

৬৪. বেসামরিক লোকজন যখন আগ্নেয়ান্ত্র ব্যবহার করেছে, তাদের বেশিরভাগই পিস্টল ও রিভলভার, সাবমেশিন গান, হাতে তৈরি আগ্নেয়ান্ত্র অথবা সাধারণ শিকারি শটগান ব্যবহার করেছে বলে দেখা যায়। আগস্টের শুরুতে কোথাও কোথাও কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তিকে ট্যাকটিক্যাল শটগান ও আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ব্যবহার করতেও দেখা গেছে। তবু বেসামরিক আগ্নেয়ান্ত্রের গুলিতে নিহতের সংখ্যা সামগ্রিকভাবে নগণ্য।⁸³

Causes of protest-related killings

Dhaka Medical College Forensic Department





Ministry of Health data shows that killings and injuries occurred all over the country. Image credit: OHCHR.

V. প্রতিবাদের সময় সংঘটিত লঙ্ঘন ও নির্যাতন

৬৫. OHCHR তার হাতে থাকা বিভিন্ন উৎসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে, সাবেক সরকার এবং তাদের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা, পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত সহিংস গোষ্ঠীগুলো, সংগঠিতভাবে বিক্ষেপ দমনে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনে (abuses) নিয়মিতভাবে লিপ্ত ছিল।

৬৬. প্রাথমিক পর্যায়ে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট, সাউন্ড ও স্টান গ্রেনেড^{৪৪} এবং ধাতব পেলেটভর্টি শটগান ব্যবহার করে। এ থেকেই ইতিমধ্যে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটে, যার মধ্যে আবু সাউদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত—তাঁকে শটগানের পেলেট ব্যবহার করে গুলি করে হত্যা করা হয়, যদিও তিনি তৎক্ষণাতে কোনো হৃতকি তৈরি করেননি। বিক্ষেপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সহিংসতার মাত্রাও দ্রুত বেড়ে গিয়ে প্রাণঘাতী রূপ নেয়। নিরাপত্তা বাহিনী সামরিক রাইফেল ব্যবহার করে শান্তিপূর্ণ বিক্ষেপকারী ও আশপাশের লোকজনকে নির্বিচারে গুলি চালায়, যার ফলে শত শত মানুষ নিহত হয়।

৬৭. সরকারের প্রতিক্রিয়া ক্রমেই সামরিকমুখী হয়ে ওঠে; পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি বিজিবি ও র্যাব—এই দুই আধাসামরিক বাহিনীও বিক্ষেপকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় এবং অপ্রয়োজনীয় মাত্রায় প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ করে। নিরাপত্তা বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকারদের মধ্যে শিশুও ছিল। OHCHR যে মাত্রায় বেআইনি^{৪৫} অন্তর্প্রয়োগের তথ্য পেয়েছে, তাতে বোঝা যায়—নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে যে বিপুলসংখ্যক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে (আগের বিভাগে দেখুন), তার বড় অংশই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এর ফলে, মধ্য-জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে, নিরাপত্তা বাহিনী শত শত বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং সহস্রাধিক ব্যক্তির ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকারে লঙ্ঘন ঘটায়।

৬৮. OHCHR-এর তদন্ত করা অন্তত তিনটি ঘটনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা হৃতকি না সৃষ্টি করা বিক্ষেপকারীদের ওপর রাইফেল দিয়ে গুলি চালায়; এর মধ্যে অন্তত একটি ক্ষেত্রে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলো সেসব অভিযানেও সহায়তা করে, যেখানে পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং অন্যান্য গুরুতর লঙ্ঘন ঘটায়।

৬৯. সশন্ত্র ছাত্রলীগ ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ-সমর্থকেরা ভোতা অস্ত্র, দা-কাঁচি ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিক্ষেপকারীদের ওপর হামলা চালায়, যা প্রায়শই শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ইঞ্চনে এবং অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে সংগঠিত হয়ে ঘটানো হয়।

৭০. পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী যখন সহিংসতার মাধ্যমে বিক্ষেপক দমনে এগিয়ে যায়, তখন আহত বিক্ষেপকারীদের চিকিৎসা-সহায়তা প্রায়ই নিশ্চিত করা হয়নি, বরং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ও ভিডিও-প্রমাণ থেকে জানা যায়, পুলিশ (এতে তাদের ডিটেকটিভ ব্রাথও অন্তর্ভুক্ত), ডিজিএফআই, এনএসআই এবং আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা চিকিৎসা-সহায়তা বাধাগ্রস্ত করে—যেমন অ্যাসুলেন্স আটকে দেওয়া, হাসপাতাল-এলাকায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষেপকারীদের তথ্য সংগ্রহ করা, জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে থাকা রোগীদের গ্রেপ্তার করা, এবং চিকিৎসাকর্মীদের ভয় দেখানো। ডিজিএফআই ও এনএসআইসহ গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো হাসপাতালগুলিতে অভিযান চালায়, মেডিকেল রেকর্ড জরু করে এবং কর্মীদের মিথ্যা রিপোর্ট তৈরি করতে বা চিকিৎসা অস্বীকার করতে চাপ দেয়। এই ধরনের ইচ্ছাকৃত চিকিৎসা-ব্যবস্থা ব্যাহত করার ফলে আঘাত আরও বেড়েছে এবং অনেক প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়।

৭১. ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত, পুলিশ (এতে ডিটেকটিভ ব্রাথও ও র্যাব অন্তর্ভুক্ত) হাজারো বিক্ষেপকারী, শিক্ষার্থী, বিরোধী কর্মী, শ্রমিক, এমনকি শিশুকেও নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক করে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চলানো হয় এবং সেখান থেকেই অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। আবার কেউ কেউ আহত অবস্থায় হাসপাতালেই গ্রেপ্তার হন, বা ডিটেকটিভ ব্রাথও, ডিজিএফআই, এনএসআই ও এনটিএমসি থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আটক হন। একটি বহুল আলোচিত ঘটনায়, ডিজিএফআই ও ডিটেকটিভ ব্রাথও মিলে ছয়জন ছাত্রনেতাকে বেআইনিভাবে আটক করে। ডিটেকটিভ ব্রাথও, অন্যান্য পুলিশ সদস্য ও ডিজিএফআই আটক ব্যক্তিদের নির্যাতন করে—যেমন মারধর, বিদ্যুৎ-শক ও ‘ক্রসফায়ার’ হুমকি—যাতে জোরপূর্বক স্বীকারোভিভ, তথ্য আদায় বা বিরোধী কঠিকে ভীত করা যায়। ব্যাপক ধরপাকড়ে আটক হওয়া অনেককেই আইনজীবীর সহায়তা দেওয়া হয়নি এবং বিচারকের সামনে হাজির না করেই দীর্ঘসময় আটক রাখা হয়।

৭২. ডিজিএফআই, এনএসআই, ডিটেকটিভ ব্রাথও অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা সাংবাদিকদের ভয় দেখিয়ে লঙ্ঘনের ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা চালায়; আর এনটিএমসি ও বিটিআরসি (বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন) মন্ত্রীর নির্দেশে রাদবদলমূলক ইন্টারনেট বন্ধ বা সীমিতকরণ (shutdown) কার্যকর করে। এসব পদক্ষেপ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া বা যথাযথ

যৌক্তিকতা ছাড়াই নেওয়া হয়, যার ফলে সামাজিক মাধ্যমে বিক্ষেপ সংগঠিত হওয়া বাধাগ্রস্ত হয় এবং কর্মী, সাংবাদিক ও সাধারণ জনগণের জন্য রাষ্ট্রের সহিংস আচরণের প্রমাণ ভাগ করে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বিক্ষেপকালে ছয়জন সাংবাদিক নিহত হন এবং অন্তত ২০০ জন আহত হন।

৭৩. নারী বিক্ষেপকারীরা বাড়তি মাত্রায় ঘোন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার মুখে পড়েন—যার মধ্যে ছিল লিঙ্গভিত্তিক শারীরিক সহিংসতা, কিছু প্রামাণ্য ঘটনায় ধর্ষণের হৃষকি এবং আওয়ামী লীগ-সমর্থকদের দ্বারা শারীরিক ও ঘোন নিপীড়ন। কিছু নারীকে নির্বিচারে আটক করে নির্যাতন ও অন্যায় আচরণের শিকার করা হয়। মূলত এ সবই নারীদের বিক্ষেপে ঘোগদান নিরুৎসাহিত করা এবং আন্দোলনে তাদের ভূমিকা খর্ব করার লক্ষ্যে করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান।

৭৪. পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী শিশুদের বিরুদ্ধেও বিচারবহুরূত হত্যা, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, অমানবিক পরিবেশে আটক রাখা, নির্যাতন ও অঙ্গহানিসহ বিভিন্ন নিপীড়ন চালায়।

৭৫. উল্লেখিত সময়কালে এই ধারাবাহিক লঙ্ঘন—বেআইনি বলপ্রয়োগ, চিকিৎসা-সহায়তা বাধা, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অস্বীকার এবং কিছু ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা—সবগুলোই সরকারের পরিকল্পিত উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় ভিন্নমত ও বিক্ষেপ দমিয়ে রাখার জন্য। এসব ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ছিল না; বরং বিক্ষেপ নিষ্ঠেজ করা, জনগণকে ভীত করা এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক

বিরোধিতাকে সংগঠিত হওয়া থেকে বিরত রাখার একটি বিস্তৃত কৌশলের অংশ।

১. সশন্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা সহিংসতা উসকে দেওয়া

৭৬. প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করার ও মতপ্রকাশের অধিকারের উপর সহিংস হস্তক্ষেপ এবং তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকারের লঙ্ঘনের মাধ্যমে—আওয়ামী লীগের কয়েকজন শীর্ষ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ছাত্রলীগের সহিংস সদস্য-সমর্থকদের সশন্ত্র সহিংসতার ইঞ্চন জোগান। এ সময় এসব হামলাকারীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কার্যত অব্যাহতিচৰ্চা (impunity) দেখা যায়।

৭৭. ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সরাসরি সাক্ষ্য, ছবি ও ভিডিও বিশ্লেষণ করে OHCHR দেখেছে যে, বিক্ষেপ বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সশন্ত্র আওয়ামী লীগ-সমর্থকেরা (ছাত্রলীগ বা অনুরূপ সহিংস গোষ্ঠী) একত্রে অথবা পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কাজ করে। সরকার এই

সহিংস প্রতিরোধ-কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে চেষ্টা চালায়, তা সমর্থন করতে এসব সশন্ত্র গোষ্ঠী ব্যাপক এবং বেআইনি সহিংসতা চালায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের হামলা

৭৮. ১৪ থেকে ১৭ জুলাই ২০২৪ সময়কালে, যখন মূলত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বা তার আশপাশে বিক্ষেপ হচ্ছিল, ছাত্রলীগের সহিংস সদস্যরা (কখনও কখনও অন্য আওয়ামী লীগ-সমর্থকদের সঙ্গে) লাঠি-সেঁটা, ধারালো অস্ত্র ও কিছু আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে নারী ও পুরুষ উভয় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়।

৭৯. এসব হামলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের ইন্ধনে সংঘটিত হয়। ১৪ জুলাই রাত থেকে ১৫ জুলাই ভোরের মধ্যে, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে, কিছু ধারালো ও ভেঁতা অস্ত্রে সজ্জিত আওয়ামী লীগ-সমর্থককে গাড়িতে করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হয় এবং তাঁরা ক্যাম্পাসের আশপাশে এক শাসনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করেন।^{৮৬} রাত প্রায় ০৩:০০টার দিকে, রাজু স্মৃতি ভাস্কর্যের সামনে ছাত্রলীগ সভাপতি সাদাম হোসেন ওই সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, “সোমবার (১৫ জুলাই) থেকে বাংলাদেশে আর কোনো রাজাকার থাকবে না। এটি স্পষ্ট নির্দেশ—প্রতি জেলা, শহর, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নেতাদের জন্য—যারা অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায় বা শহীদদের অবমাননা করে, তাদের রাস্তার ওপরেই জবাব দিতে হবে।”^{৮৭} ১৫ জুলাই, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মন্তব্য করেন যে, শিক্ষার্থীরা “উদ্বৃত” হয়ে গেছে এবং সরকার ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত।^{৮৮} তিনি আরও বলেন, “কোটাবিরোধী কতিপয় নেতা যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, এর জবাব দেওয়ার জন্য ছাত্রলীগ প্রস্তুত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে ভাস্ত পথে পরিচালিত শিক্ষার্থীদের রাজাকার পরিচয়-সংশ্লিষ্ট স্লোগান আমাদের জাতীয় মৌলিক চেতনার সঙ্গে ধৃষ্টতার শামিল।”^{৮৯} এর আগে অন্য মন্ত্রীরাও বিক্ষেপকারী শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসঘাতক বা রাজাকার বলে অভিহিত করেন—প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া সংজ্ঞার ধারাবাহিকতায়—এবং বলেন যে তাদের কোনো বিক্ষেপ করার অধিকার নেই।^{৯০}

৮০. OHCHR-এর সঙ্গে সাক্ষাত্কারী কিছু সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এগুলোকে “রাজনৈতিক বক্তব্য” বলে উল্লেখ করলেও, অন্য কেউ কেউ এর থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন। একজন সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যকে “ভুল” বলে অভিহিত করে বলেন, “এমন কথা বলা ঠিক হয়নি।”^{৯১} কিন্তু OHCHR-এর সঙ্গে সাক্ষাত্কারী কোনো আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ নেতা বা সাবেক সরকারি কর্মকর্তা দেখাতে পারেননি যে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পরে প্রকাশ্যে এই বক্তব্যগুলো প্রত্যাহার বা সংশোধন করার চেষ্টা করেছিল, কিংবা ছাত্রলীগ বা অন্য আওয়ামী

লীগ-সমর্থকদের সহিংসতা বন্ধের কোনো আহ্বান জানিয়েছিল। অথচ কোনো কোনো সাক্ষাৎকারে স্বীকার করা হয়েছে—আওয়ামী লীগ ইচ্ছা করলে কোথায় বা কবে সশস্ত্র কর্মীদের মোতায়েন করা হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য রাখে (যেমন দলীয় কার্যালয় রক্ষায় কর্মীদের ডাক দেওয়া ইত্যাদি)।⁹²

৮১. আওয়ামী লীগের ওইসব সহিংস মন্তব্যের পরপরই ছাত্রলীগের সদস্য ও সমর্থকরা ছাত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর একের পর এক হামলা চালায়। নিচে বর্ণিত কয়েকটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা হামলাকারীদের মধ্যে ছাত্রলীগ নেতা বা নির্দিষ্ট সদস্যদের সনাত্ত করতে পেরেছেন। হামলাকারীরা প্রায়ই ছাত্রলীগের স্লোগান দেয়, মাথায় মোটরসাইকেলের হেলমেট পরে অন্ত্র প্রদর্শন করে, এবং সহিংসতার পূর্ব-পরিকল্পিত কৌশল গ্রহণ করে—যেমন আগেও ছাত্রলীগ বিভিন্ন হামলায় করেছে।

৮২. এসব ক্ষেত্রে সাধারণত ছাত্রলীগই প্রথমে সহিংসতা শুরু করে। দেখা যায়, তারা পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে অন্ত্র নিয়ে জড়ে হয় এবং বিক্ষোভকারীদের ওপর আক্রমণ করে। তবে হামলা অনেক সময় সংঘর্ষে রূপ নেয়, কারণ কিছু বিক্ষোভকারী ইট-পাটকেল, লাঠি বা তাৎক্ষণিকভাবে জোগাড় করা অন্ত্র দিয়ে আত্মরক্ষা করে। বল্হ ক্ষেত্রে বিক্ষোভকারীর সংখ্যা ছাত্রলীগের চেয়ে বেশি হওয়ায় তারা সংঘর্ষে ঢিকে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারস্পরিক উসকানির পর বা আগের আক্রমণের প্রতিশেধ হিসেবে এমন সংঘর্ষ হয়।⁹³

৮৩. ১৪ জুলাই ২০২৪ রাতে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা একটি মিছিল বের করে, যেখানে স্লোগান ছিল—“চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার।” রাতের একটু পর, ধাতব রড ও কাঠের লাঠি হাতে ছাত্রলীগের সদস্যরা তাদের ওপর হামলা করে। বেশ কয়েকজন পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থী আহত হয়; কিছু নারী শিক্ষার্থী ধর্ষণের হৃষকিসহ মৌখিক নির্যাতনের শিকার হন। পরের রাতেও ধারালো অন্ত্র, আগ্নেয়ান্ত্র ও হেলমেট পরা আরও বল্হ আওয়ামী লীগ কর্মী গাড়িতে করে ক্যাম্পাসে এসে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের (যারা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছিল) ওপর আক্রমণ চালায়। ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ-সমর্থকেরা ওই বাসভবনের গেট আটকে শিক্ষার্থীদের আটকে রাখে এবং ইট-পেট্রলবোমা নিষ্কেপ করে। ভীত-সন্ত্রস্ত শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসায় ঢোকার জন্য গেট খোলার অনুরোধ করলেও সাড়া পাননি। পুলিশ এলেও হামলা ঠেকানোর কোনো চেষ্টা করেনি।⁹⁴

৮৪. ১৪ জুলাই মাঝরাতে (প্রায় ০১:৩০টার দিকে), রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী-ছাত্রী বিক্ষেপ করছিলেন; তখন ধারালো অস্ত্র, লস্বা রড ও লাঠি নিয়ে ছাত্রলীগের সমর্থকেরা পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয় এবং দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। ওইদিন পরে আরও কিছু আওয়ামী লীগ-সমর্থক যোগ দিয়ে দ্বিতীয় দফায় হামলা করে।⁹⁵

৮৫. ১৫ জুলাই ঢাকায়, ছাত্রলীগ (এটির কেন্দ্রীয় সভাপতির নেতৃত্বে) ও ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’—দুটি আলাদা মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করে। দুপুরের পর বিজয় ‘৭১ হলের সামনে প্রথম সংঘর্ষ বাঁধে, যখন কিছু শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে হলের দিকে যায়। প্রথমে কথার লড়াই, তারপর ছাত্রলীগ হল থেকে ইট, পাথর, বোতল ছোড়ে, আর বাইরে থাকা বিক্ষেপকারীরাও পাল্টা ছোড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে, বিক্ষেপকারী শিক্ষার্থীরা জিয়াউর রহমান হলে গিয়ে সেখানকার আটক শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে, যাদের ছাত্রলীগের কর্মীরা জোর করে আটকে রেখেছিল। অন্যদিকে, হাতে দা, কুড়াল, লাঠি, মোটরসাইকেলের হেলমেট ও কিছু পিস্তল নিয়ে ছাত্রলীগের সদস্যরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেয় বড় ধরনের হামলার প্রস্তুতি হিসেবে। এটা আঁচ করতে পেরে কিছু শিক্ষার্থীও লাঠি, পাইপ ও বাঁশের লগি নিয়ে সতর্ক অবস্থান নেয়। বিকাল ৩টার কিছু পরে, ছাত্রলীগের কর্মীরা বিক্ষেপকারীদের নির্বিচারে আক্রমণ করে—যার মধ্যে এমন শিক্ষার্থীরাও ছিলেন যারা এখনো পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ছিলেন। অনেক নারী বিক্ষেপকারী লাঠির আঘাতে আহত হন, তাদের ওপর অশ্রাব্য ভাষায় গালমন্দ ও ধর্ষণের হৃষকি দেওয়া হয়। বিক্ষেপকারীরা পালানোর সুযোগ পায়নি, কারণ ছাত্রলীগ সদস্যরা ক্যাম্পাসের প্রধান কয়েকটি নির্গমন-পথ দখলে রেখেছিল; ফলে অনেকেই সংঘর্ষে আত্মরক্ষা করেন। বিকেল গড়িয়ে গেলেও পুলিশ কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, ফলে সহিংসতা দীর্ঘসময় ধরে চলে।⁹⁶



Images 3 and 4: Chhatra League supporters participating in the attacks of 15 July at Dhaka University. Image credit: permission on file, enhanced by OHCHR digital forensics.⁹⁷

৮৬. বহু আহত শিক্ষার্থী এবং কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীও চিকিৎসার জন্য পাশের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যায়। সন্ধ্যার দিকে, কয়েকশো ছাত্রলীগ সমর্থক (কিছুজন হাতে অন্তর্সহ) হাসপাতালে টুকে জরুরি বিভাগে হামলা চালায়; তারা আহত শিক্ষার্থী ও মেডিকেল স্টাফদের ওপর হামলা করে। অনেক শিক্ষার্থী অতিরিক্ত হারে আঘাত, মাথায় চোট ও নানা রকম ক্ষতের শিকার হন। নারী শিক্ষার্থীদের মৌখিক ও শারীরিক ভয় দেখানো হয়; কেউ কেউ সরাসরি ধর্ষণের হৃষকিও পান।⁹⁸ ১৬ জুলাই, ছাত্র বিক্ষোভকারীরা পাল্টা আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে ছাত্রলীগ কর্মীদের তাড়িয়ে দেয়।⁹⁹

৮৭. ইডেন মহিলা কলেজে, ছাত্রলীগ সমর্থকরা ছাত্রীদের বিক্ষোভে যোগ দিতে নিরুৎসাহিত করে। ১৪ জুলাই, কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী বিক্ষোভে যাওয়ার পথে কয়েকজন ছাত্রীকে গরম পানি ঢেলে আঘাত করে। ১৫ জুলাই সকালে, ইডেন কলেজের আরও কিছু শিক্ষার্থী বিক্ষোভে যোগ দিতে চাইলে প্রায় ৫০ জন নারী-পুরুষ মিলিত ছাত্রলীগের একটি দল তাদের আক্রমণ করে। কয়েকজন পুরুষ ছাত্রলীগ কর্মী নারী শিক্ষার্থীদের মারধর ও লাঠি দেয়। একজন আহত ছাত্রীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখতে হয়; সেখানেও তার ওপর আবার ছাত্রলীগ আক্রমণ করে।¹⁰⁰

৮৮. ১৬ জুলাই দুপুর নাগাদ, সায়েন্স ল্যাব এলাকায় (ঢাকা কলেজের কাছে) হাজারো শিক্ষার্থী বিক্ষোভ করছিলেন। এরই মধ্যে পাইপ, লাঠি, দা নিয়ে সজ্জিত এবং হেলমেট পরা একদল ছাত্রলীগ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে হামলা চালায়। শিক্ষার্থীরা ইট-পাটকেল ও অন্যান্য অস্থায়ী অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে; সংখ্যায় বেশি হওয়ায় তারা পিছু হটেনি। কয়েক ঘণ্টা ধরে এ সংঘর্ষ চলে, পুলিশ এতে হস্তক্ষেপ করেনি।¹⁰¹ একই সময়ে, পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে ছাত্রলীগের কর্মীরা (যার মধ্যে অন্তত কয়েকজন পিস্তলধারী ছিল) বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায়। এতে কমপক্ষে চারজন শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হন।¹⁰² এই সহিংস ঘটনার পর, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইটপাটকেলের আঘাত, গুলিবিদ্ধ ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত অনেক রোগী ভর্তি হয়। হাসপাতাল দুজনের মৃত্যু নথিভুক্ত করে; এর মধ্যে ২৫ বছর বয়সী একজন যুবক ছিলেন বলে জানা গেছে, যিনি আওয়ামী লীগ-সমর্থক।¹⁰³

সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং পুলিশের সমন্বিত হামলা

৮৯. বিক্ষোভ অব্যাহত থাকায়, সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীদের সম্পৃক্ততা আরও সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হতে থাকে।¹⁰⁴ এর মধ্যে আওয়ামী যুবলীগের সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল—যা মূলত একটি যুবসংগঠন হলেও, এতে অনেক মধ্যবয়সী সদস্য সক্রিয়ভাবে সহিংসতায় জড়িত ছিল।

৯০. অনেক অভিযানে সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীরা পুলিশের সারিতে বা পুলিশের পেছনে অবস্থান নিয়ে, সুনির্দিষ্ট সময়ে পুলিশের সহিংস ছত্রভঙ্গ প্রচেষ্টায় যোগ দেয়। তারা পথচারী বা সন্দেহভাজন বিক্ষোভকারীদের তল্লাশি করে, আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে; পুরো প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ সংগঠিত ও পূর্ব-পরিকল্পিত।¹⁰⁵ সাবেক সরকারের সময় পুলিশের রাজনীতিকীরণ (politicization) এই ধরনের ঐক্যবদ্ধ তৎপরতাকে সহজ করে—যাতে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও পুলিশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।¹⁰⁶

৯১. ১৮ জুলাই থেকে বিক্ষোভ আরও ছড়িয়ে পড়ার পর এবং বিশেষত আগস্টের প্রথম দিকে, সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীরা বৃহৎ আকারের হামলার পরিকল্পনা নেয়, যার মধ্যে আগ্নেয়ান্ত্র ব্যবহারের ঘটনাও ছিল। বর্তমান পুলিশ মহাপরিদর্শক OHCHR-কে জানিয়েছেন যে, অসংখ্য আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীর হাতে অস্ত্রের লাইসেন্স ছিল, যা তারা বেশিরভাগই বেআইনিভাবে বিক্ষোভকারীদের ওপর ব্যবহারের জন্য পেয়েছিল।¹⁰⁷ বাংলাদেশ পুলিশ OHCHR-কে ৯৫ জন পুলিশ, আওয়ামী লীগ বা সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সদস্যের নাম ও পদবি সরবরাহ করে, যাদের পুলিশ

সন্দেহ করে যে, তারা বিক্ষোভ চলাকালে সাধারণ নাগরিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে সহিংসতায় ব্যবহারের জন্য। এদের মধ্যে ১০ জন তৎকালীন সংসদ-সদস্য, ১৪ জন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা, ১৬ জন যুবলীগ নেতা, ১৬ জন ছাত্রলীগ নেতা ও ৭ জন পুলিশ সদস্য ছিল। পুলিশ আরও ১৬০ জন আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট জাতীয়/স্থানীয় নেতা এবং নিরাপত্তা কর্মকর্তার নাম জানায়—যাদের পুলিশ সন্দেহ করে যে, তারা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সহিংস আক্রমণের নির্দেশ বা উসকানি দিয়েছে।¹⁰⁸

৯২. আওয়ামী লীগ কর্মীদের এসব হামলা বরাবরই নিরাপত্তা বাহিনীর নিজস্ব বিক্ষোভ-দমন অভিযানের সঙ্গে সমন্বয় রেখে করা হয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও তৎকালীন সংসদ-সদস্যরাও এসব হামলায় নেতৃত্ব দেন।¹⁰⁹ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য, ভিডিও ও অন্যান্য সূত্রের সমন্বয়ে OHCHR দেশের বিভিন্ন এলাকায় এমন বেশ কয়েকটি ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।

৯৩. ১৯ জুলাই, উত্তরা এলাকায় ক্রিসেন্ট হাসপাতালের পাশে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীরা—প্রকাশিত সূত্র অনুসারে আওয়ামী লীগ নেতাদের দিকনির্দেশনায়।¹¹⁰ একই দিন, কয়েকশো আওয়ামী লীগ কর্মী (একজন স্থানীয় নেতা নেতৃত্বে) রায়েরবাগে মুজাহিদ নগর কেন্দ্রীয় মসজিদে হামলা চালায়। এতে দুজন বৃন্দ নিহত হন। মসজিদে থাকা অন্যরা প্রবল প্রতিরোধ গড়লে প্রায় ৮০ জন আহত হয়, এবং সংঘর্ষে আরও তিনজন মারা যান।¹¹¹ একই দিনে, যুবলীগের কর্মীরা সংসদ ভবনের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধন গড়ার চেষ্টা করা বিক্ষোভকারীদের দমনে পুলিশের সহিংসতায় যোগ দেয়; যুবলীগ কর্মীরা সেখানকার প্রধান বক্তাকেও মারধর করে।¹¹²

৯৪. ২ আগস্ট, উত্তরায় বিক্ষোভরত জনতাকে হটাতে পুলিশের অভিযানে সহায়তা করতে মাইলস্টোন কলেজের সামনে সশস্ত্র যুবলীগ কর্মীরা আক্রমণ চালায়। এতে কিছু নারী লোহার রড বা পিস্টলের বাটের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হন।¹¹³

৯৫. ৩ আগস্ট, কুমিল্লায় ৬০ জন করে ভাগ হওয়া কয়েকটি দল (যারা আগ্নেয়াস্ত্র, দা, লোহার রড দিয়ে সশস্ত্র) পুরুষ ও নারী বিক্ষোভকারীদের ওপর আক্রমণ করে। অনেক বিক্ষোভকারী আহত হন; সাতজন গুলিবিন্দু হন। পুলিশ কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। পরদিনও সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীরা একই ধরনের হামলা চালায়, ভবন থেকেও গুলি করে।¹¹⁴

৯৬. ৪ আগস্ট, আশুলিয়ার সাভার এলাকায় বেশিরভাগই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্রধারী আওয়ামী লীগ কর্মী (যার মধ্যে একজন সংসদ সদস্যও ছিলেন) ও পুলিশ মিলে

গুলি চালায়। এতে তিনি শিশু ও চারজন পুরুষ গুলিবিদ্ধ হন।¹¹⁵ একই দিনে, আরেকজন সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে সশন্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীরা পুলিশের সঙ্গে সমঘয় করে মিরপুরে বিক্ষেভকারীদের ওপর গুলি চালায়; কাছের ভবন থেকেও তারা গুলি ছেড়ে। এক ভুক্তভোগীর কোমরের নিচে গুলি লাগে, আরেকজনের মাথায়।¹¹⁶

৯৭. ৫ আগস্ট, খুলনা জেলায় স্থানীয় একজন আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি থেকে বিক্ষেভকারীদের ওপর গুলি চালানো হয়। এর ফলে ১৭ জন, যাদের মধ্যে একজন OHCHR-এর সাক্ষাত্ত্বাতা, গুলিবিদ্ধ হন।¹¹⁷

২. পুলিশ, র্যাব এবং বিজিবির দ্বারা শক্তি ব্যবহারের লঙ্ঘন, যার মধ্যে বিচারবহুর্ভূত হত্যাকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত

৯৮. OHCHR-এর হাতে থাকা তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, পুলিশ ও অন্যান্য রাষ্ট্র-নিরাপত্তা বাহিনী (আধাসামরিক বাহিনীসহ) বিক্ষেভকারীদের বিরুদ্ধে বেআইনি শক্তি প্রয়োগ করে—যার মধ্যে পরিকল্পিত ও ব্যাপক বিচারবহুর্ভূত হত্যাকাণ্ডও ছিল। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের দৃষ্টিতে, বিক্ষেভ দমনে মোতায়েন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বা অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী শুধু ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শক্তি ব্যবহার করতে পারে এবং তা অবশ্যই অনুপাতিগত হতে হবে। সহিংস পরিস্থিতি এড়াতে বা কমাতে ব্যবস্থা নেওয়ার চেয়ে কম কিছু করার সুযোগ নেই। অতি-ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া কোনো সমাবেশ জোরপূর্বক ছত্রভঙ্গ করা যাবে না—যদি সমাবেশটি আর শান্তিপূর্ণ না থাকে, অথবা সহিংসতার আশঙ্কা তীব্র ও অবশ্যস্তাবী হয় এবং তা ঠেকাতে গ্রেপ্তার বা লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপের মতো অনুপাতিক বিকল্প যথেষ্ট না হয়। শান্তিপূর্ণ হলেও দীর্ঘমেয়াদে রাস্তা বন্ধ রেখে যে বিক্ষেভ চলবে, তা জনজীবনে ব্যাপক বিপ্লব ঘটালে, কেবলমাত্র সেই বিপ্লব খুবই গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী হলে বিক্ষেভ ছত্রভঙ্গ করা যেতে পারে। কম-প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করতে হলে, এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সামান্য জখম না হয়, বিশেষত যারা নীরবে প্রতিরোধ করছে তাদের ওপর। টিয়ার গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেডসহ অন্যান্য বিস্তৃত এলাকায় প্রভাব ফেলতে সক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করার আগে বিক্ষেভকারীদের সতর্ক করা এবং সরে যাওয়ার পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। বন্ধ স্থানে টিয়ার গ্যাস ব্যবহার উচিত নয়। ফায়ারআর্ম কোনোভাবেই কেবল একটি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমাবেশে কখনোই নির্বিচারে গুলি চালানো আইনসম্মত নয়।

সমাবেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারে কেবল তখনই, যখন তা অত্যন্ত সীমিত ও প্রয়োজনীয় স্তরে রাখা হবে এবং তা কেবলমাত্র এমন ব্যক্তিদের লক্ষ্য করবে, যারা সরাসরি ও তাৎক্ষণিক প্রাণনাশের বা গুরুতর আঘাতের হুমকি তৈরি করেছে। যখন জীবন রক্ষার জন্য বিকল্প নেই এবং তাৎক্ষণিক প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়, তখনই কেবলমাত্র

আগ্নেয়ান্ত্র দিয়ে ইচ্ছাকৃত প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে।¹¹⁸ কিন্তু ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে পুলিশ, ব্যাব ও বিজিবি এসব আইনি মানদণ্ডের তোয়াক্ষা করেনি, যা জীবনের অধিকার ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৯৯. বিক্ষোভকারীরা বিশেষ করে ১৮ জুলাই থেকে সড়ক অবরোধ ও নগর অচলাবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী বিস্তার কৌশল নিয়েছিল। জনতার ভেতরের একটি অংশ সরকারি ভবন, পরিবহন অবকাঠামো ও পুলিশের ওপর সহিংস হামলা চালিয়েছিলও বটে। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় পরিমিত ও লক্ষ্যভিত্তিক শক্তি ব্যবহারের যৌক্তিকতা থাকতে পারে। তবে, নিরাপত্তা বাহিনী এই ধরনের সতর্ক পদ্ধতি অনুসরণ করেনি বরং ব্যাপক মাত্রায় বলপ্রয়োগ করে। ঢাকাসহ প্রধান বিক্ষোভকেন্দ্রগুলোয় ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে সংগ্রহীত বিশদ সাক্ষ্য, ছবি ও ভিডিও বিশ্লেষণ, চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্তর্বিশেষজ্ঞদের মতামতের আলোকে OHCHR দেখতে পেয়েছে—নিরাপত্তা বাহিনী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করে নিয়মিত বলপ্রয়োগ ও আগ্নেয়ান্ত্র ব্যবহার করেছে। কিছু ক্ষেত্রে, তারা সরাসরি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ দমন করতে প্রবল শক্তি ব্যবহার করে। অন্য কিছু পরিস্থিতিতে, তারা অশান্তিপূর্ণ হলেও নিরন্তর বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সামরিক রাইফেল বা ধাতব পেলেট্যুক্ত শটগান ব্যবহার করে অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ করেছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিক্ষোভে ভাঙ্চুর বা সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও বেশি মাত্রায় গুলি চালানো হয়েছে, যদিও তারা তখনও তাৎক্ষণিক প্রাণহানির হুমকি তৈরি করেনি। সবচেয়ে বেশি প্রাণঘাতী যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেখানে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারী, ভাঙ্চুরকারী, সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও সাধারণ পথচারী মিশে থাকা ভিড়ের দিকে নিরাপত্তা বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। কিছু ঘটনায় (নিচে OHCHR বর্ণিত) নিরাপত্তা বাহিনী নিরন্তর বিক্ষোভকারীদের খুব কাছ থেকে (point blank range) গুলি করে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা বা অঙ্গহানি ঘটিয়েছে।

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার দমনে বেআইনি শক্তি, যার মধ্যে আগ্নেয়ান্ত্রের ব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত।

১০০. শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার দমন করতে কম-প্রাণঘাতী ও প্রাণঘাতী উভয় প্রকার অন্তর্ভুক্ত বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে, কম-প্রাণঘাতী অন্তর্ভুক্ত ব্যবহার করা হয়েছে যাতে গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়—যেমন, সংকীর্ণ স্থানে টিয়ার গ্যাস ছোড়া বা সাউন্ড গ্রেনেড সরাসরি জনতার মধ্যে বিস্ফোরিত করা। অনেক সময় সহিংসতার মাত্রা আরও বেড়ে যায়; আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর বেআইনি বলপ্রয়োগ করে, আর বিক্ষোভকারীরা আত্মরক্ষায় ইট-পাটকেল ও লাঠিসোঁটা ব্যবহার করে।¹¹⁹ ফলে বাহিনী

আরও বেশি বেআইনি শক্তি প্রয়োগ করে, যেমন কম-প্রাণঘাতী অস্ত্র ছেড়ে সরাসরি প্রাণঘাতী গুলি ছেড়া বা আগের চেয়েও বেশি গুলি চালানো।

১০১. OHCHR এমন কিছু ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করেছে, যেখানে কোনো বিক্ষেপকারী কোনো হুমকি তৈরি না করলেও তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। ১৬ জুলাইয়ে সংঘটিত আবু সাইদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে, আবু সাইদকে হাসপাতালে নেওয়া হয়, যেখানে এক চিকিৎসক পরবর্তীতে ধারণ করেন যে, ধাতব পেলেটগুলো (metal pellets) আবু সাইদের ফুসফুসে ঢুকে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ ঘটাতে পারে।¹²⁴

OHCHR-এর ফরেনসিক চিকিৎসক আবু সাইদের মামলার উপলব্ধ চিকিৎসা-নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখেন যে, আন্তর্জাতিক ফরেনসিক মানদণ্ড অনুযায়ী কোনো যথাযথ ময়নাতদন্ত হয়নি। লাশের ছবি-সহ চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রমাণ পরীক্ষা করে ওই চিকিৎসক দেখেন—শটগানের গুলিতে তার শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, ডান বক্ষে অন্তত ৪০টি এবং বাঁ বক্ষে ৫০টি ধাতব পেলেট বিদ্ধ হয়েছে, যার মধ্যে আছে হৎপিণ্ড, ফুসফুস ও পেটের চারপাশের অংশ। এই ফরেনসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আবু সাইদ অন্তত দুইবার শটগানের গুলিতে (যাতে প্রাণঘাতী ধাতব পেলেট ছিল) প্রায় ১৪ মিটার দূর থেকে বিদ্ধ হন। ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণে দেখা যায়, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ঠাঁর ঘাড়, বুকে ও হাতে রক্তক্ষরণ স্পষ্ট হয় এবং এরপর হাইপোভোলেমিয়া ও মাথা ঘোরার লক্ষণ দেখা দেয়। বিশ্লেষণে এমন কোনো গুরুতর মাথার আঘাতের চিহ্ন মেলেনি, যা অন্য কোনো মৃত্যুর কারণ—যেমন হাসপাতালে নেওয়ার সময় মাথায় আঘাত—সমর্থন করতে পারে। যথাযথ ময়নাতদন্ত না থাকলেও, প্রাপ্ত ক্ষতচিহ্ন ও ভিডিও ফুটেজের ভিত্তিতে বলা যায় যে, অন্তত দুটি শটের মাধ্যমে নির্গত প্রাণঘাতী ধাতব পেলেটের আঘাতে আবু সাইদের মৃত্যু হয়।¹²⁵

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে OHCHR মনে করে, আবু সায়েদ পুলিশ দ্বারা পরিকল্পিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার।

প্রাণঘাতী গোলাবারুন্দসহ শটগানের পরিকল্পিত ও নির্বিচার ব্যবহার।

মামলা ১: রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু সায়েদের বিচারবহির্ভূত হত্যা (১৬ জুলাই)

শটগান দিয়ে আবু সাইদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বৃহত্তর দমননীতির অংশ, যেখানে বাংলাদেশ পুলিশ বিক্ষেপকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে স্বল্প-বেয়ারেলের (short-barrelled), স্টকবিহীন শটগান ব্যবহার করে ঘাতক ধাতব পেলেট ছোড়ে।



Image 5 shows that Abu Sayed opened his arms and posed no threat when police shot him.

জননিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ধাতব পেলেটভর্টি শটগান ব্যবহার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।¹²⁶ কারণ ধাতব পেলেট ছোড়ার ব্যাপ্তি (wide radius) বড় জনগোষ্ঠীর ভিড়ে এটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘নির্বিচার’ (indiscriminate) করে তোলে। এগুলোকে ‘কম প্রাণঘাতী’ও ধরা যায় না, কারণ পেলেট শরীরে ঢুকে প্রায়ই মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে বা মৃত্যু দেকে আনে। এ ধরনের গুলি অন্ধসহ দীর্ঘমেয়াদি গুরুতর আঘাতের কারণ হতে পারে। OHCHR-প্রাপ্ত চিকিৎসা-ফরেনসিক তথ্য বলছে, বিক্ষোভ চলাকালে যে সব হত্যাকাণ্ড ঘটে, তার প্রায় ১২ শতাংশই ধাতব পেলেটভর্টি শটগান থেকে ছোড়া গুলির কারণে।¹²⁷ হাজার হাজার মানুষ সন্ত্বত মারাত্মক আহত হয়েছে, যাদের মধ্যে বহুজন দীর্ঘমেয়াদি পঙ্ক্তের শিকার হয়েছে। অনেকের চোখ বা দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক নষ্ট হয়েছে, বা গুরুতর চোখের আঘাত পেয়েছে। শুধু ঢাকার জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনসিটিউট ও হাসপাতালে এই বিক্ষোভ-সম্পর্কিত চোখের আঘাতে ৭৩৬ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে ৫০৪ জনের জরুরি অস্ত্রোপচার করা লাগে। সিলেট ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ধাতব পেলেটের আঘাতে ৬৪ জন ভর্তি হয়, যাদের ৩৬ জনের চোখে আঘাত লাগে।¹²⁸

বাংলাদেশে জনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে শটগান একটি আদর্শগত (standard issue) অস্ত্র। পুলিশ সদস্যদের হাতে সাধারণত এমন কার্টিজ থাকে যাতে ২-৩ মিমি মাপের

দুইশত পর্যন্ত ধাতব পেলেট থাকতে পারে, আবার কিছু কার্টিজে অপেক্ষাকৃত কম-প্রাণঘাতী ছয় থেকে আটটি বড় রাবার বুলেট থাকে।¹³⁰ ২০২২ ও ২০২৩ সালে পুলিশ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে) ৩০ লাখের বেশি ধাতব পেলেট কার্টিজ অর্ডার দিয়েছে—যা একই সময়ে অর্ডার দেওয়া রাবার বুলেটের দ্বিগুণেরও বেশি।¹³¹ এটি পুলিশের ওপর ও তাদের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে প্রাণঘাতী ধাতব পেলেটের উপর অধিকমাত্রায় নির্ভরতারই ইঙ্গিত দেয়।

সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ব্যাখ্যা করেন, বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে ধাতব পেলেটভর্তি শটগানকে ‘প্রাণঘাতী’ বলে ধরা হয় না, সুতরাং অপেক্ষাকৃত কম-প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যর্থ হলেই এটি বিক্ষেপকারীদের ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। সম্পদ রক্ষায় ব্যবহার করা যায়। তাদের ভাষ্যে, মাঠপর্যায়ের সাধারণ পুলিশ সদস্যরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেন কোথায় ধাতব পেলেট আর কোথায় রাবার বুলেট ব্যবহার করবেন।¹³²

এই অতি-শিথিল নির্দেশাবলীর জের ধরে, পুলিশ নিয়মিতভাবে শান্তিপূর্ণ বিক্ষেপকারীদের ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে, সম্পত্তি-ধ্বংস রোধ করতে এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষেপকারী ও সহিংস বিক্ষেপকারীদের মিশ্র ভিত্তিতে নির্বিচারে গুলি চালাতে প্রাণঘাতী ধাতব পেলেট ব্যবহার করেছে। কোথাও কোথাও তারা প্রথমে টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ব্যবহার করে সহিংসতা বাড়ালে ধাতব পেলেট যুক্ত গুলি ছেঁড়ে; আবার অনেক ক্ষেত্রেই শুরু থেকেই ধাতব পেলেট চালানো হয়।

বিভিন্ন ভিত্তিতে প্রায়ই দেখা গেছে, পুলিশ দ্রুত একের পর এক শটগানের গুলি ছুড়ে, কাছাকাছি ভিত্তের বুকে বা মাথার উচ্চতায় লক্ষ্য রাখছে; অথবা ভিড় কিছুটা দূরে হলে সামান্য উঁচু কোণে গুলি ছোড়ার ফলে ধাতব গুলি (পেলেট) দূর থেকেও মানুষকে আঘাত করতে পারে।¹³³ এই ধরনের পদ্ধতি শটগানের প্রাণঘাতী ক্ষমতা ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষতির ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। OHCHR-কে দেওয়া চিকিৎসা-ফরেনসিক তথ্য থেকেও জানা যায় যে, পেলেট আঘাতপ্রাপ্তদের বেশিরভাগের বুকে ও মাথায় জখম হয়েছে।¹³⁴

১০২. শুরুতে, যখন এখনো বড় পরিসরে সহিংস অস্ত্রিভাব দেখা যায়নি, তখনই সরকার-নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ছেড়ে দেওয়া পুলিশকে বেআইনি শক্তি প্রয়োগের

নির্দেশ দেওয়া হয়। এর একটি উদাহরণ হলো ১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ধরনের ছাত্র বিক্ষোভ কঠোরভাবে দমন করা।

মামলা ২: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ দমন (১৭ জুলাই)

১৭ জুলাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি বড় প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজন করে; এটি আবু সাইদসহ আগের দিন নিহতদের স্মরণে প্রতীকী জানাজা/শোকানুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয়।

বিপুলসংখ্যক নিয়মিত পুলিশ—যাদের সঙ্গে রাইফেলসজিত র্যাব ও বিজিবি যোগ দেয়—এই বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মানুষকে বিক্ষোভে যোগ দিতে জোরপূর্বক বাধা দেয়। একই সময়ে আওয়ামী লীগ-সমর্থকেরা লোকজনকে পিটিয়ে বা আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রথমে নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভে হস্তক্ষেপ করেনি। তবে দুপুরের পর, শিক্ষার্থীরা যখন রাজু ভাস্কর্যের দিকে এগোতে চায়, তখন পুলিশ ও বিজিবি তাদের ঘিরে ফেলে এবং পুলিশ টিয়ার গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট ছোড়ে ও লাঠিপেটা করে।¹³⁵ উপস্থিত সাংবাদিকদের ভাষ্যমতে, প্রায় ৪০ মিনিটের মধ্যে পুলিশ প্রায় ১০০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে, যার ফলে অনেক শিক্ষার্থী চোখ, গলা ও হকে জ্বালাপোড়ার কারণে ছুটোছুটি করে পালানোর চেষ্টা করে।¹³⁶ এক নারী শিক্ষার্থী OHCHR-কে বলেন, তিনি বসে পড়েছিলেন; তখন কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা এসে তাঁকে লাঠি ও চড় মারে এবং মৌখিকভাবে নাজেহাল করে।¹³⁷ এই সহিংস ছত্রভঙ্গ অপারেশন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমান্ড থেকে আসা নির্দেশে পরিচালিত হয়, এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ বিষয়ে নিয়মিত অবহিত ছিলেন।¹³⁸

কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে যা দাবি করে,¹⁴⁰ তার সঙ্গে বিপরীতে দেখা যায়—তখনকার বিক্ষোভকারীরা কোনো অবশ্যিকভাবী হৃষকি তৈরি করেনি। বরং সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা OHCHR-কে জানান যে, রাজু ভাস্কর্যের দিকে শিক্ষার্থীরা এগোনোর আগেই তাদের বলপ্রয়োগে ছত্রভঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে সমগ্র বিক্ষোভ আরও রাজনৈতিক গতি (momentum) না পায়।¹⁴¹

১০৩. ১৮ জুলাইয়ের পর থেকে যখন বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং বিক্ষোভকারীরা পরিকল্পিতভাবে প্রধান সড়ক অবরোধের মাধ্যমে জনজীবনে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করে, তখন পুলিশ, র্যাব এবং বিজিবি বিক্ষোভ দমনে আরও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। একই সঙ্গে তারা

ধাতব পেলেটভর্টি ষটগান ও অপেক্ষাকৃত কম-প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করতে থাকে। একাধিক ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য, যাচাই করা ছবি-ভিডিও, চিকিৎসাবিদ্যা ও অস্ত্রবিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে OHCHR কিছু বিচারবহুর্ভূত হত্যা ও বেআইনি বলপ্রয়োগের ঘটনা নথিভুক্ত করে। নিচে বর্ণিত একটি ক্ষেত্রে উত্তরায় (মির মুঞ্ফ ও অন্যান্যদের) হত্যার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে।

মামলা ৩: উত্তরায় পুলিশ, র্যাব ও বিজিবির দ্বারা আন্দোলনকারীদের বিচারবহুর্ভূত হত্যা (১৮ জুলাই)

ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে, নিরাপত্তা বাহিনী উত্তরার বিভিন্ন স্থানে (বিএনএস সেন্টার, আজিমপুর, উত্তরা ইস্ট থানার আশপাশ, মাইলস্টোন কলেজ) অত্যধিক বলপ্রয়োগ করে শিক্ষার্থী ও অন্যান্য আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। ১৮ জুলাই সকালবেলা, পুলিশ—র্যাব, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, বিজিবি, আনসার ও সশস্ত্র আওয়ামী লীগ-সমর্থকদের সহায়তায়—উত্তরার বিএনএস সেন্টারে আগে থেকেই অবস্থান নেয়, সেদিন সকালে নির্ধারিত বিক্ষোভ ঠেকাতে। আনুমানিক ১১:৩০ টার দিকে পুলিশ ও র্যাব টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এক প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনাটিকে “শব্দ ও ধোঁয়ার মিশ্রণ” বলে বর্ণনা করেন। বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, একটি সাঁজোয়া পুলিশ যান (armoured vehicle) বিক্ষোভকারীদের দিকে চালিয়ে দেওয়া হয়, আর ওই যান থেকেই পুলিশ ভিড়কে লক্ষ্য করে গুলি করে।¹⁴⁵

দুপুরের দিকে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পুলিশ ও র্যাব বিভিন্ন স্থান থেকে সামরিক রাইফেল দিয়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী গুলি চালায়।¹⁴⁶ অনেকে ও ছবি থেকে দেখা যায়—উত্তরা থানার ছাদ থেকেও পুলিশ গুলি ছুড়ছে।¹⁴⁷ শত শত বিক্ষোভকারী গুলিতে আহত হয়, এবং বেশ কয়েকজন নিহত হয়। সেদিন কাছের একটি হাসপাতালে ৯১ জন আহত রোগী ও ৬ জনের লাশ নেওয়া হয়, যাদের মধ্যে পাঁচজন শিক্ষার্থী। OHCHR-নিরীক্ষিত চিকিৎসা ও অস্ত্র-সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, ভুক্তভোগীদের পুলিশ ও র্যাবের নিয়মিত ব্যবহৃত প্রাণঘাতী গুলিতে বিন্দু করা হয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন ২৫ বছরের মির মুঞ্ফ, যিনি বিক্ষোভকারীদের পানীয় জল বিতরণ করছিলেন। বিকেলের শেষভাগে তিনি রাইফেলের গুলিতে মাথায় আঘাত পান। OHCHR যাচাই করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আনুমানিক ১৭:৫০টার দিকে রবীন্দ্র সরণি সড়কে তাকে গুলি করা হয়।

একই এলাকায়, কাছাকাছি সময়ে এক আন্দোলনকারীনেতা মাথায় গুলিবিদ্ধ হন; তিনি বেঁচে গেলেও দীর্ঘমেয়াদি গুরুতর আঘাত পান। প্রথমে তিনি সাউড গ্রেনেডের আঘাতে আহত হন, পরে মাথার পেছনে ধাতব পেলেট লাগে, এবং তারপর দুটো রাইফেলের বুলেট তাঁর মুখে বিদ্ধ হয়—একটি ভ্রতে, আরেকটি তাঁর নাকের পাশ দিয়ে চুকে মাথার পাশে বেরিয়ে যায়। এতে তাঁর ডান কানে ৯৫ শতাংশ শ্রবণশক্তি হারিয়ে যায় ও ডানদিকের অঙ্গিপিটাল অস্থিতে চিড় ধরে। স্নায়ুর ক্ষতি স্থায়ী হয়ে গেছে।¹⁴⁸

OHCHR আরো কিছু শিক্ষার্থীর সাক্ষ্য সংগ্রহ করে, যাঁদের চোখ, পেট, পিঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত লাগে।¹⁴⁹ একজন শিক্ষার্থী দুবার গুলিবিদ্ধ হন; তাঁর উর্ধ্ব পায়ে ৪২টি ধাতব পেলেটের আঘাত ছিল। এর মধ্যে একটি পেলেট গভীরভাবে ত্বকের নিচে চুকে যায় এবং তিনি OHCHR-কে সাক্ষাৎ দেওয়ার সময়ও সেটি পায়ের ভিতর ছিল। এসব ভুক্তভোগীর চিকিৎসা-নথি ফরেনসিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এ ক্ষত ও ক্ষতের দাগ ‘নম্বর ৮ ধাতব পেলেট’-বহনকারী শটগানের গুলিতে তৈরি।¹⁵⁰ আরেকজন শিক্ষার্থী উত্তরা পূর্ব থানা এলাকায় পুলিশের গুলিতে (ধাতব পেলেট) মাথায় আঘাত পেয়েছেন। তাঁর ভাষ্য, “আমি ভাবছিলাম, পুলিশ আমার মাথায় গুলি করেছে, তাই আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ভাবতেই পারিনি চোখে গুলি করেছে।”¹⁵¹ এর ফলে তাঁর রেটিনা, লেন্স ও কর্ণিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয় আরেকজন শিক্ষার্থী বিকেল আনুমানিক সাড়ে পাঁচটার দিকে থানার কাছে দুবার গুলিবিদ্ধ হন—একটি গুলি ডান হাতে, আরেকটি পেটে লাগে। তিনি শ্বাসকষ্ট ও ‘বাড়ি ফিরতে পারব না’—এই আতঙ্কের কথা জানান। OHCHR-এর ফরেনসিক চিকিৎসক তাঁর আঘাতের ছবিপত্র পর্যালোচনা করে দেখেন, হাতে থাকা আঘাতটি শক্তিশালী রাইফেলের গুলিতে হয়েছে।¹⁵²

১০৪. OHCHR আরও কিছু ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করেছে—যেগুলোতে নিরাপত্তা বাহিনী এমন বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী গুলি চালায়, যারা অবশ্যস্তাবী গুরুতর হৃমকি তৈরি করছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা বাহিনী ইতোমধ্যে আহত ও চলাফেরার অক্ষম বিক্ষোভকারীদের, এমনকি শিশুদেরও, ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করে হত্যা করে।

১০৫. সাভারে, লাঠি হাতে কিছু আন্দোলনকারী ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ মোড় অবরোধের চেষ্টা করছিল। পুলিশ, বিজিবি'র সহায়তায়, আগে থেকেই মোতায়েন ছিল—সন্তুষ্ট সড়ক বন্ধ রাখা ঠেকানোর উদ্দেশ্যে। আওয়ামী লীগের দা, লাঠি ও শটগানধারী কিছু কর্মী—যাদের মধ্যে স্থানীয় দলীয় নেতারাও ছিলেন—পুলিশের সামনেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। স্থানীয় ওই নেতা পিস্তল-ক্যালিবার সাবমেশিন গান হাতে ছিলেন—যা সাধারণত শুধু রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কাছেই থাকে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও ফাঁকা গুলি ছোড়ে; আওয়ামী লীগ

কর্মীরা পুলিশকে সহায়তা করতে বিক্ষেপকারীদের আক্রমণ করে। দুপুর গড়ালে আন্দোলনকারীরা মূল সড়ক ও আশপাশের গলিতে আবার জমায়েত হওয়ার চেষ্টা করে। ভিডিও ও একাধিক ভুক্তভোগী-প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য বলে—পুলিশ ধাতব পেলেটভর্টি শটগান থেকে গুলি চালিয়ে কোনো হৃতকৈ তৈরি না করা অনেক আন্দোলনকারীকে গুরুতর জখম করে।¹⁵⁴

১০৬. আজিমপুরে, পুলিশ সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সঙ্গে ঘোথভাবে শান্তিপূর্ণ বিক্ষেপকারীদের আক্রমণ করে; সেখানে স্থানীয় এক কর্মকর্তা নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনকারী নেতারা সহিংসতা এড়াতে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করছিলেন। তবে কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই, পুলিশ ধাতব পেলেটভর্টি শটগান ছোড়ে—যা প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য ও ভিডিও ফুটেজ দ্বারা নিশ্চিত—এতে ডজনখানেক আন্দোলনকারী আহত হয়। আহতদের মধ্যে এক ১৭ বছর বয়সি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। যখন তিনি মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিলেন, তখন পুলিশ কর্মকর্তা কাছে এসে অল্পদূর থেকে আবার গুলি চালায়, যা তার বুকে লাগে এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান। পুলিশের বাধার কারণে তার পরিবার লাশটি তিনদিন ধরে হাসপাতাল থেকে নিতে পারেনি।¹⁵⁵

১০৭. রামপুরা ও বাড়ভায়, হাজারো শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দা বিক্ষেপ করে। পুলিশ ও সশস্ত্র ছাত্রলীগ ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ-সমর্থকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ও সমন্বিত হামলা চালায়। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ সঙ্কীর্ণ ক্যাম্পাসে টিয়ার গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে—যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড লঙ্ঘন করে—আর আওয়ামী লীগ-সমর্থকেরা ভোঁতা অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। বিক্ষেপকারীরা প্রতিরোধ করলে পুলিশ ধাতব পেলেটভর্টি শটগান ও রাইফেল থেকে গুলি চালায়। আওয়ামী লীগ-সমর্থকেরা পালালে, প্রায় ৬০ জন পুলিশকর্মী ক্যাম্পাসের এক পাশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাঁরা পিছু হটে কাছাকাছি কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বিক্ষেপকারীরা ওই ভবনের নিচতলায় আগুন ধরালেও ছাদে আর ওঠেনি। পুলিশ সেই ছাদ থেকেই গুলি চালাতে থাকে, পরে র্যাবের একটি হেলিকপ্টার অভিযানে তাদের উদ্ধার করা হয়।¹⁵⁶

১০৮. ১৯ জুলাই, পল্টনের আশপাশে বায়তুল মোকাররম মসজিদের কাছে বিএনপি ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (আইএবি)-এর কিছু সদস্যসহ বেশ কিছু মানুষ বিক্ষেপে অংশ নেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা, ভিডিও ও ছবি দ্বারা নিশ্চিতভাবে জানায়—পুলিশ ও কিছু সাধারণ পোশাকধারী ব্যক্তি প্রাণঘাতী গুলি চালায়, অন্তত একজনকে হত্যা করে। অনেক বিক্ষেপকারী পালানোর বা নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করে; কেউ কেউ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে।¹⁵⁷

১০৯. ঢাকার বাইরে অনেক জায়গায়ও নিরাপত্তা বাহিনী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮ জুলাই কুমিল্লায় বিশাল একদল শিক্ষার্থী শাস্তিপূর্ণভাবে বিক্ষেপ করে। সেখানে পুলিশ বিজিবির সহায়তায় টিয়ার গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট ও প্রাণঘাতী গুলি চালায়, আর ছাত্রলীগের সশস্ত্র (ইস্পাতের রড) কর্মীরা ওত পেতে শিক্ষার্থীদের আক্রমণ করে। তাঁদের মধ্যে নারী বিক্ষেপকারীরাও ছিলেন, যাঁরা কিছু ক্ষেত্রে সশস্ত্র ছাত্রলীগ কর্মীর ঘোন নিপীড়নের শিকার হন।¹⁶⁰

১১০. এদিন (১৮ জুলাই) নরসিংদী কেন্দ্রীয় কারাগারের কাছে পুলিশের ধাতব পেলেটভর্টি শটগানের গুলিতে একদল বিক্ষেপকারী আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এদের মধ্যে ১৫ বছর বয়সি এক কিশোর ছিল; তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে পুলিশ আবার গুলি চালিয়ে তাকে হত্যা করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা OHCHR-কে জানিয়েছেন। অনেকেই গুরুতর আহত হন, যাদের মধ্যে ১৬ বছর বয়সি আরেক কিশোর ছিল। পরদিন উভেজিত জনতা নরসিংদী কারাগারে হামলা চালায় এবং ভবনে আগুন দেয়, ফলে ৮০০-র বেশি বন্দি পালিয়ে যায় এবং ৮৫টি আগ্নেয়ান্ত্র লুট হয়। পুলিশ সামরিক রাইফেল ও ধাতব পেলেটভর্টি শটগান দিয়ে নির্বিচারে গুলি চালায়—এতে হামলাকারী ও নিরীহ লোকের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। স্থানীয় হাসপাতালে এই দুই দিনে ৩০০-র বেশি আহত রোগী ভর্তি হয়।¹⁶¹

হিংসাত্মক অস্ত্রিকারণ প্রতিক্রিয়ায় আগ্নেয়ান্ত্রের অতিরিক্ত এবং নির্বিচার ব্যবহার

১১১. আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইন-বহির্ভূত বলপ্রয়োগ জনতাকে আরো উৎসে দেয়; এর ফলে জনতার কিছু অংশ প্রতিশোধমূলকভাবে পুলিশের স্থাপনা, সরকারি ভবন ও সাবেক শেখ হাসিনা সরকারের সময় গড়া আধুনিক পরিবহন অবকাঠামোতে হামলা চালায়। কিছু পরিস্থিতিতে, যদি পুলিশ বা অন্য কেউ আগনে পুড়িয়ে দেওয়া ভবনে আটকে পড়ে থাকতেন, তবে আত্মরক্ষায় বা অন্যদের রক্ষায় লক্ষ্যভিত্তিক শক্তি প্রয়োগ যৌক্তিক হতে পারত। কিন্তু অনেক ঘটনার তথ্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যে দেখা যায়, নিরাপত্তা বাহিনী সহিংসতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে অত্যধিক বা নির্বিচারে আগ্নেয়ান্ত্র ব্যবহার করেছে।

১১২. OHCHR কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করেছিল—বিক্ষেপের সময় মোতায়েন পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীকে কী ধরনের নির্দেশনা, আদেশ বা কৌশলগত পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল।¹⁶² জবাবে বাংলাদেশ পুলিশ বেশ কয়েকটি নথির রেফারেন্স নম্বর ও প্রকাশের তারিখ জানায়, তবে এ নথিগুলোর আসল বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেয়নি।¹⁶³

১১৩. সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা OHCHR-কে জানান, সম্পত্তি রক্ষার জন্য (যেখানে কম-প্রাণঘাতী অস্ত্র যথেষ্ট না হবে বলে মনে করা হয়) নিরাপত্তা বাহিনীকে আগ্নেয়াস্ত্র (প্রাণঘাতী শক্তি) ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে, সরকারি ভবন বা যে কোনো ব্যবসা/প্রতিষ্ঠান—যাকে সরকার “গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা” বলে গণ্য করেছে—তার ওপর আক্রমণ ঠেকাতে যদি প্রয়োজন হয়, তাও প্রাণহানির সরাসরি হৃষকি না থাকলেও প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে।¹⁶⁴ কিন্তু এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন; যেখানে সমাবেশে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার কেবল তখনই বৈধ, যখন জীবন বা গুরুতর আঘাতের অনিবার্য হৃষকি থাকে—কেবল সম্পত্তি রক্ষার জন্য নয়।¹⁶⁵

১১৪. OHCHR আরও দেখতে পেয়েছে—বাংলাদেশ পুলিশ, র্যাব ও বিজিবি অনেক ক্ষেত্রে আরও দূর পর্যন্ত গিয়ে মাঠপর্যায়ে নির্বিচারে ও ব্যাপকভাবে প্রাণঘাতী গুলি চালায়। কোনো কোনো দল যখন সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে, তখন নিরাপত্তা বাহিনী পুরো ভিড়ের দিকে নির্বিচারে গুলি ছেড়ে—শান্তিপূর্ণ বিক্ষেপকারী, ভাঙচুরকারী ও আসল হৃষকিদাতাদের মাঝে পার্থক্য করেনি। এ ধরনের নির্বিচার গুলিতে শিশুসহ অনেক সাধারণ মানুষও হতাহত হয়, যা আরও একবার প্রমাণ করে যে, সেখানে বাছবিচারহীনভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।¹⁶⁶

১১৫. সম্পৃক্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দেওয়া তথ্য থেকে প্রতীয়মান—১৮ জুলাই সন্ধ্যায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নিরাপত্তা সংস্থার শীর্ষ ব্যক্তিদের যে নির্দেশ দেয়, এবং ১৯ জুলাই তা আবারও জোরদার করে—তার ফলেই এই পদ্ধতিগত গুলিবর্ষণ ঘটতে থাকে।

১১৬. এ নির্দেশের তাৎক্ষণিক উদ্দীপক সম্ভবত ১৮ জুলাই বিকেল ও সন্ধ্যায় রামপুরায় বাংলাদেশ টিভি-র প্রধান কার্যালয়ে একদল সহিংস জনতার হামলা। টিভি স্টেশনে মোতায়েনকৃত পুলিশের সংখ্যার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি সংখ্যক আক্রমণকারী ভবনে ঢুকে পড়ে, যানবাহন পুড়িয়ে দেয় এবং ভবনের একটি অংশে আগুন লাগিয়ে দেয়, তখনও টিভি স্টাফরা ভবনের ভেতরে অবস্থান করছিল। কর্মীদের জীবন রক্ষা করা এবং আক্রমণকারীদের টিভি স্টেশন দখল করা থেকে বিরত রাখার বৈতন লক্ষ্যে, সরাসরি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে নির্দেশ পেয়ে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দ্বারা তা পুনর্ব্যক্ত করে, বিজিবি মোতায়েন করা হয়। শীর্ষ কর্মকর্তারা স্বীকার করেন, বিজিবিকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয় ভবনটির নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে।¹⁶⁷

১১৭. এক সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, বাংলাদেশ টিভি-তে হামলার পর থেকে বিজিবিকে ‘স্ট্রাইক ফোর্স’ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। ১৮ জুলাই রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী “কোর কমিটি” বৈঠকে

(পুলিশ, র্যাব ও বিজিবি প্রধান এবং গোয়েন্দাপ্রধানরা উপস্থিত) বিজিবি কমান্ডারকে অন্যান্য শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সামনে বলেন—আরও বেশি মাত্রায় প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করতে। বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি OHCHR-কে এমনটাই জানিয়েছেন। একইসঙ্গে, পরদিন এক বৈঠকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের বলেছিলেন আন্দোলন দমাতে আন্দোলনকারীদের হত্যা করতে এবং বিশেষভাবে নির্দেশ দেন, “আন্দোলনের নেতা, গোলমালসৃষ্টিকারীদের ধরে হত্যা করে লাশ গুম করো।”¹⁶⁸ এটি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ১৯ জুলাইয়ের “শুট অন সাইট” নির্দেশ ঘোষণার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।¹⁶⁹

১১৮. প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগের এ নির্দেশের পুনর্ব্যবহার মাঠপর্যায়ে দ্রুত প্রতিফলিত হয়:
OHCHR-এর হিসেব অনুযায়ী, ১৮ জুলাই প্রায় ১০০ জন নিহত হওয়ার পর, ১৯ জুলাই এই সংখ্যা প্রায় ৩০০-তে পৌঁছে—যা প্রায় তিনগুণ।¹⁷⁰

১১৯. বিজিবির OHCHR-তে জমা দেওয়া সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাঁর বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী ও সামরিক/নিরাপত্তা উপদেষ্টা “সর্বোচ্চ শক্তি” ব্যবহারের মৌখিক নির্দেশ দেন।¹⁷¹

১২০. বিজিবি তাদের প্রতিবেদনে আরও জানায়, কেবলমাত্র জীবনহানির পরিস্থিতিতেই তারা প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করেছে এবং মূলত ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আন্দোলনকারীদের ছেবড়ে করেছে—যার ফলে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।¹⁷² তবে এনএসআই-এর প্রতিবেদনে (যা তারা OHCHR-কে দিয়েছে) অন্তত তিনটি হত্যাকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে, যা সরাসরি বিজিবির হাতে হয়েছিল এবং আরেকটি ঘটনার কথা বলা আছে—যেটি বিজিবি অথবা পুলিশ, দু'পক্ষের যেকোনো একজন ঘটিয়ে থাকতে পারে।¹⁷³ OHCHR প্রথম-হাতে বহু সাক্ষ্য পেয়েছে, যেখানে রামপুরা ও বাড়ায়, বাংলাদেশ টিভির আশপাশে, ১৯ জুলাই বিজিবি ও পুলিশ যৌথভাবে প্রাণঘাতী গুলি চালিয়ে হত্যাকাণ্ড ও মারাত্মক আঘাতের ঘটনা ঘটায়।

মামলা ৪: রামপুরা ও বাড়ায় বিজিবি এবং পুলিশের নির্বিচারে গুলি চালানো (১৯ জুলাই)

১৯ জুলাই ২০২৪, রামপুরা এলাকায় আন্দোলনের তীব্রতা বেড়ে যায়, কারণ নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্বত বাংলাদেশ টিভি ভবনের আশপাশে যে কোনো বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করতে চাইছিল। বিজিবির

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখানে তাদের ২০০'রও কম সদস্য মোতায়েন ছিল, আর তারা নাকি ১৫,০০০-২০,০০০ “আক্রমণাত্মক” আন্দোলনকারীদের শুধুমাত্র ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ছব্বিস করে।¹⁷⁴

তবে বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য, গুলির আঘাত বিশ্লেষণ ও ছবিতে বোঝা যায়—বিজিবি ও বাংলাদেশ পুলিশ রাইফেল ও শটগান থেকে সরাসরি বিক্ষেভকারীদের দিকে প্রাণনাশী গুলি চালায়।¹⁷⁶ উদাহরণস্বরূপ, এক প্রত্যক্ষদর্শী দেখেছেন একজন পুলিশ কর্মকর্তা অন্যদের নির্দেশ দিচ্ছেন “(সামরিক) রাইফেল দিয়ে গুলি করো” এবং পুলিশ ও বিজিবি বিক্ষেভকারীদের দিকে গুলি ছুঁড়েছেন।¹⁷⁷

এক ভুক্তভোগী জানান, তিনি জুমার আগেই বাড়ায় (রামপুরা সেতুর কাছে, বাংলাদেশ টিভি স্টেশন থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে) গুলিবিদ্ধ হন। তিনি বর্ণনা করেন, বিজিবি ও পুলিশ তিনদিক থেকে বিক্ষেভকারীদের ঘিরে ধরে একযোগে গুলি চালায়। “আমাদের ওপর বৃষ্টির মতো গুলি পড়ছিল,”—তিনি আরও বলেন, একটি হেলিকপ্টার আকাশে ঘূরপাক খাচ্ছিল, যা থেকে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হচ্ছিল; হেলিকপ্টারে থাকা কিছু মানুষের হাতে আগ্নেয়ান্ত্রিক ছিল। তাঁর ভাষ্যমতে, আশপাশে প্রায় ২০ জন গুলিবিদ্ধ হয়, যাদের মধ্যে তাঁর বন্ধুরা ও এক ১৫ বছর বয়সি ছেলে ছিল। কেউ কেউ সেখানেই মারা যায়। তিনি নিজে পায়ে রাইফেলের গুলির আঘাত পান ও জ্বান হারান; স্থানীয়রা তাঁকে হাসপাতালে নেন। সেখানে চিকিৎসা চলাকালে পুলিশ এসে নাকি কর্মীদের বলে যে, বিক্ষেভে আহতদের চিকিৎসা না করতে। তাঁর রিলিজপত্রে আঘাতকে “সফট টিস্যুর আঘাত” বলে লেখা হয়, গুলির কথা উল্লেখ করা হয়নি।¹⁷⁸

আরেক ভুক্তভোগী জানান, তিনি হাত উঁচু করে পুলিশের কাছে মিনতি করেছিলেন যেন গুলি না চালায়, তবু পুলিশ শটগানের পেলেট ছুঁড়ে তাঁর বুকে ও হাতে আঘাত করে।¹⁷⁹

সহিংসতা এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে; এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন—রামপুরা থানার কাছে এক লোক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান, আরেকজন ১৪ বছর বয়সি ছেলের মাথায় মারাত্মক আঘাত লাগে।¹⁸⁰ OHCHR-এর ফরেনসিক চিকিৎসক বিশ্লেষণে দেখেছেন—ছেলেটির মাথায় উচ্চগতির রাইফেলের বুলেটের আঘাত ছিল, যা শিশুদের বিরুদ্ধেও এতটা প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের প্রমাণ।

এক ১৭ বছর বয়সি শিক্ষার্থী জানান, দুপুর ২টার দিকে রামপুরায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি থেকে পালাতে গিয়ে তিনি নিজেই গুলিবিদ্ধ হন। সহপাঠীরা তৎক্ষণাত্মে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।¹⁸¹

নিরাপত্তা বাহিনীর এই নির্বিচার গুলিতে পাশের ভবনের সাধারণ মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক দোকানদার জানান, গুলি তাঁর দোকানের দেয়াল ভেদ করে ভেতরে ঢুকে এক কিশোরের মাথায় আঘাত করে এবং ওই কিশোরের দাদিকে মেরে ফেলে। দু'জনকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও পেটে

গুলিবিদ্ধ ওই নারী মারা যান। OHCHR ওই দোকানের গর্ত ও ভাঙা জানালা পর্যবেক্ষণ করে দেখে—সেসব উচ্চগতির রাইফেলের গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা নির্বিচারে গুলি ছোড়ার অভিযোগকে সমর্থন করে। ভিডিওতেও দেখা যায়, মানুষ তখন এক গ্যারেজে আশ্রয় নিয়েছে এবং আহতদের সেবা দিচ্ছে।¹⁸²

দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ টিভি স্টেশনের কাছের বন্দী এ ব্লক এলাকাতেও গুলিবর্ষণ চলে। এক নারী দেখেন, বিজিবি ও পুলিশ রাইফেল ও শটগান ব্যবহার করছে। তিনি জানিয়েছেন, তিনি এক শিশু—যার মাথায় গুলি লেগেছিল—তার সাহায্যে এগোতেই নিজেই পায়ে রাইফেলের গুলিতে আহত হন।¹⁸³ একই ঘটনার আরেক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, নয় বছরের বেশি বয়সি নয়—এমন আরেক শিশু বুকে গুলিবিদ্ধ হয়।¹⁸⁴

এসব সাক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ওই এলাকার একটি হাসপাতালে সেদিন ৬০০-এর বেশি আহত রোগী ও ২০টি লাশ নেওয়া হয়; অন্য আরেকটি হাসপাতালে ১০ বছরের নিচের শিশুদের গুলিবিদ্ধ অবস্থা সহ বহু রোগী চিকিৎসা পায়।¹⁸⁵

OHCHR রামপুরায় পুলিশের একটি পরিকল্পিত হত্যা চেষ্টার ঘটনাও নথিভুক্ত করেছে। ১৯ জুলাই বিকেল ৩টার দিকে, একজন তরুণ রামপুরায় হাঁটছিলেন; তখন পুলিশ ও বিজিবি সড়ক বন্ধ করে রেখেছিল। পুলিশি সংঘর্ষ এড়াতে তিনি রামপুরা থানার পাশের একটি নির্মাণাধীন ভবনে ঢোকেন। ওপরতলায় গেলে পুলিশ সদস্যরা তাঁর পিছু নেয়। তিনি একটি লোহার রড ধরে ঝুলছিলেন, পরিষ্কারভাবে কোনো হৃতকি তৈরি করেননি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা ওপরতলা ও নিচতলা উভয় দিক থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। ঘটনার ভিডিও ফুটেজ OHCHR যাচাই করেছে; তাতেও কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তাকে খুব কাছ থেকে তাঁর দিকে গুলি ছুঁড়তে দেখা যায়।¹⁸⁶

সাক্ষ্যমতে, অফিসাররা তাঁকে ‘লাফ দাও’ বলে চিকার করছিল, যেন তিনি পড়ে গিয়ে মারা যান। কিন্তু তিনি পুলিশ সরে যাওয়া পর্যন্ত রডটি ধরে থাকেন; তারপর স্থানীয়রা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাঁর আঘাত বিশ্লেষণ করে OHCHR দেখে—সেগুলো সম্ভবত ৬-৯ মিমি ক্যালিবারের ফুল মেটাল জ্যাকেট বুলেটের। মোট ছয়টি বুলেটের ক্ষত ছিল তাঁর শরীরে।¹⁸⁷

১২১. OHCHR অন্যান্য প্রধান বিক্ষেপকেন্দ্রেও ব্যাপক গুলিবর্ষণের তথ্য সংগ্রহ করেছে। যাত্রাবাড়ীতে ১৭ জুলাই থেকেই ব্যাপক গুলিবর্ষণ শুরু হয়, যা আরও তীব্র হয় যখন বিক্ষেপকারীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে। OHCHR নিশ্চিত করে যে, এ অঞ্চলে মহাসড়ক খালি করতে রাষ্ট্র-নিরাপত্তা বাহিনী একটি বিশেষ সহিংস অভিযান চালায়। নিচে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো—এই অভিযান রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

সহিংসতা ঠেকাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে পুলিশের হামলা

১৬ জুলাই, যাত্রাবাড়ীতে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুঁড়ে বিক্ষেপকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও উত্পন্ন হয়ে ওঠে। পরদিন, ১৭ জুলাই, সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীরা পুলিশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর আরও আক্রমণ চালায়। এ সময় পুলিশ সামরিক রাইফেল দিয়ে গুলি চালায়, যা প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে, এবং স্থানীয় হাসপাতালগুলো আহতদের সামলাতে হিমশিম খেতে থাকে। রাতের দিকে, ক্ষুর আন্দোলনকারীদের একটি অংশ টোল প্লাজায় অন্ধিসংযোগ করে। ১৮ জুলাই, যাত্রাবাড়ী থানার কাছে—যা মহাসড়কের পাশে অবস্থিত—পুলিশ ধাতব পেলেটভর্টি শটগান দিয়ে জনতার দিকে গুলি ছোঁড়ে। ভীড়ে থাকা কেউ কেউ ইট ছোড়া ও ভাঙ্গচুরে লিপ্ত ছিল।¹⁸⁹

এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, পুলিশ একটি অ্যান্টি-রায়ট গাড়ি ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের গাড়ি চাপা দিয়ে যায় এবং একই সঙ্গে গুলি চালায়।¹⁹⁰ এক তরুণী, যিনি হাসপাতালে OHCHR-কে সাক্ষাৎ দিয়েছেন, বর্ণনা করেন—একজন অল্পবয়সি, নিরস্ত্র ও আহত তরুণকে তিনি কোলে নিয়ে ছিলেন, তখন পুলিশ শটগান দিয়ে গুলি চালিয়ে ওই তরুণকে মেরে ফেলে। এরপর ওই পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকেও দ্বিতীয়বার গুলি ছোড়েন।¹⁹¹

এই ঘটনার পর বিক্ষেপক ও সহিংসতার মাত্রা বেড়ে যায়। ১৯ জুলাই সহিংস জনতা দুইজন গোয়েন্দা পুলিশকে চিহ্নিত করে, পিটিয়ে হত্যা করে এবং তাদের একজনের মৃতদেহ রায়রবাগ ফুটওভার ব্রিজে ঝুলিয়ে রাখে। এক পুলিশ কর্মকর্তা এই ঘটনাকে “যুদ্ধকালীন” মনোভাব হিসেবে স্বীকার করেন এবং এরপর থেকেই পুলিশি সহিংসতা আরও বৃদ্ধি পায়, যা প্রত্যক্ষদর্শীরা লক্ষ্য করেন।।¹⁹² ১৭ জুলাই বিকেল থেকেই আন্দোলনকারীরা গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কটি বন্ধ করে রাখে, যেটি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঢাকায় জ্বালানি-সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম আসে। সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এটিকে

সরকারের জন্য বড় উদ্বেগ বলে বর্ণনা করেন। এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে নিরাপত্তা প্রধানদের সঙ্গে কথা বলেন কীভাবে এই অবরোধ ভাঙা যায়। “কোর কমিটি” বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়; সেখানে পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী, গোয়েন্দাপ্রধান ও পরে সেনাবাহিনীর এক জেনারেল থাকেন।¹⁹³

২০ জুলাই, সরকার পুলিশের সঙ্গে র্যাব, সেনাবাহিনী এবং কোনো কোনো এলাকায় বিজিবি-র যৌথ অভিযান শুরু করে যাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবমুক্ত করা যায়। এ অভিযানে পুলিশ ও র্যাব একটানা প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করে। অভিযানে নেতৃত্বে থাকা পুলিশ কমান্ডারদের “যে কোনো মূল্যে” মহাসড়ক খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশে স্পষ্টই বোৰা যায়—সড়ক খালি করতে রাইফেল ও প্রাণঘাতী শটগানের ব্যবহার অনুমোদিত। মধ্য-নিচু স্তরের পুলিশ সদস্যদেরও একই নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হয়। এক অফিসারকে তো সরাসরি বলা হয়—যেসব আন্দোলনকারী লাঠি বা দা নিয়ে আছে বা ইট ছুঁড়ছে, তাদের “ডিসপ্যাচ” করে দিতে (অর্থাৎ জেনে-বুঝে হত্যা করতে)। প্রায় দুই দিনের অভিযানে বাংলাদেশ পুলিশ ও র্যাব মহাসড়কের আশপাশ ও সংলগ্ন রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়, বিক্ষেপকারীদের খুঁজে গুলি করে; সেনাবাহিনী পেছন থেকে সুরক্ষা দেয় যাতে পাল্টা আক্রমণ না হয়। অভিযানে সরাসরি যুক্ত কর্মকর্তা, প্রত্যক্ষদর্শী, ছবি ও ভিডিওর সঙ্গে সাক্ষ্য মিলিয়ে OHCHR এটি নিশ্চিত করেছে।¹⁹⁴

২০ জুলাই মহাসড়ক ক্লিয়ারিং অভিযানে, পুলিশের একটি দল কাজলা ফুটব্রিজের কাছে অবস্থান নিয়ে নিরন্তর বিক্ষেপকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে—তাদের কেউ একজন পার্শ্ববর্তী একটি চায়ের দোকানে আশ্রয় নেয়। পুলিশ তাদের দোকান থেকে টেনে বের করে, বন্দুক তাক করে ১৯ বছর বয়সি এক তরুণকে দৌড়ে পালাতে বলে, পালাতে গিয়ে সেই তরুণকে বুকে গুলি করা হয়। তিনি মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিলেন; তখন এক অফিসার খুব কাছ থেকে (point blank range) তাঁর বুকে শটগানের গুলি ছোঁড়ে এবং তাঁকে হত্যা করে। আরেকজন নিরন্তর আন্দোলনকারী পিঠে চারটি গুলি খেয়েও কোনোরকমে পালিয়ে বেঁচে যান।¹⁹⁵

১৭ থেকে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে এলাকাটির একটি হাসপাতালে ধীরে ধীরে রোগীর সংখ্যা বাঢ়তে থাকে; প্রায় ১,২০০ জন আহত ভর্তি হয়, যাদের মধ্যে অনেকেই গুলিবিদ্ধ।¹⁹⁶ ২০ বা ২১ জুলাইয়ের দিকে, তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশ মহাপরিদর্শক ও ঢাকা মেট্রোপলিটন কমিশনার মিলে যাত্রাবাড়ী পরিদর্শন করেন। সে সময় ধারণ করা একটি ভিডিওতে (যা দুজন সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যাচাই করেছেন) এক স্থানীয় পুলিশ কমান্ডার মন্ত্রী ও পুলিশ প্রধানদের জানায়, “গুলি

করি, মরে একটা, আহত হয় একটা। একটাই যায় স্যার, বাকিডি যায় না। এইটা হলো স্যার সবচেয়ে বড় আতঙ্কের এবং দুশ্চিন্তার বিষয়।”

২২ জুলাই, সেনাপ্রধান—পুলিশ মহাপরিদর্শক ও র্যাবের মহাপরিচালকের সঙ্গে—ব্যক্তিগতভাবে যাত্রাবাড়ী যান, যৌথ অভিযানের ফলে মহাসড়ক অবরোধ সরেছে কি না দেখতে।¹⁹⁹

এদিকে সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য মতে, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং প্রতিবছর নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর (ডিজিএফআই, এনএসআই, পুলিশের বিশেষ শাখা) সরাসরি রিপোর্ট পেতেন; ২১ জুলাই অন্তত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, নিরাপত্তা বাহিনীর “অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ” করা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।²⁰⁰

বিক্ষেপের চূড়ান্ত পর্যায়ে বেআইনি বলপ্রয়োগ

১২২. আগস্টের শুরুর দিকে আন্দোলন ফের শুরু হলে, পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী আবার বেআইনি বলপ্রয়োগ ব্যবহার করে, আরও বেশি আগ্রেয়ান্ত্রের দিকে ঝুঁকে। উদাহরণস্বরূপ, ৩ আগস্ট রংপুরে পুলিশ বিক্ষেপকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়—যাতে ৭ জন নিহত ও অন্তত ১৫ জন আহত হয়। গুলির আগে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ মানুষকে সাবধান করে দেয় যে, “আবার বিক্ষেপ করলে পুলিশ শক্তি প্রয়োগ করবে।”²⁰¹ এছাড়াও মোহাম্মদপুর ও পার্শ্ববর্তী ফার্মগেট এলাকায় কয়েক দিন ধরে বিক্ষেপকারী ও দাঙ্গাকারীদের ওপরে নিরাপত্তা বাহিনী গুলি চালায়—যাতে ১৭ বছর বয়সি এক কিশোর বুকে গুলিবিন্দু হয়ে মারা যায়। পুলিশে থাকা ওই গুলিবর্ষণকারীকে শনাক্ত করা গেলেও সে এখনো অধরা।²⁰²

১২৩. ৫ আগস্ট, আন্দোলনের চূড়ান্ত দিনে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ ‘মার্চ অন ঢাকা’ কর্মসূচিতে যোগ দেয়, সেদিন নিহতের সংখ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে—OHCHR-এর হিসেব মতে প্রায় ৪০০ জন নিহত হয়।²⁰³ অনেক হত্যাকাণ্ডই রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের পরিকল্পনার অংশ, যা আন্দোলনকারীদের ঢাকায় প্রবেশ রোধে করা হয়।

কেস ৬: "লং মার্চ টু ঢাকা" (৫ আগস্ট) দমনের জন্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

আন্দোলনের নেতাদের প্রকাশ্য ঘোষণাসহ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রাপ্ত তথ্য থেকে বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্ব জানতে পারে যে, ৫ আগস্ট ঢাকার কেন্দ্রের দিকে একটি বড় আন্দোলনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ৪ আগস্ট সকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন; এতে সেনা, বিমান, নৌ, বিজিবি, ডিজিএফআই, এনএসআই, পুলিশ ও তার বিশেষ শাখা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন বলে অংশগ্রহণকারীরা জানান। তারা ঢাকামুখী পদ্যাত্মা ঠেকাতে ফের কারফিউ জারি ও প্রয়োগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।²⁰⁴ বৈঠকের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয় যে, অনিদিষ্টকালের জন্য কঠোর কারফিউ বহাল থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী এক বিবৃতিতে আন্দোলনকারীদের “সন্ত্রাসী” বলে অভিহিত করে দেশবাসীকে “শক্ত হাতে এদের দমন করতে” আহ্বান জানান।²⁰⁵ একই রাতের শেষভাগে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আরেকটি বৈঠক হয়; সেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেনাপ্রধান, পুলিশ, ব্যাব, বিজিবি, আনসার/ভিডিপি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রধান স্টাফ অফিসার, সেনাবাহিনীর কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেলসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষ্যমতে, সেনাপ্রধান ও অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দেন—ঢাকাকে সুরক্ষিত রাখা যাবে। পরিকল্পনা হয়—যদি প্রয়োজন পড়ে, সেনাবাহিনী ও বিজিবি পুলিশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ঢাকায় প্রবেশপথ বন্ধ করতে এবং বলপ্রয়োগে বিক্ষোভকারীদের ঠেকাবে।²⁰⁶

সাক্ষ্য অনুযায়ী, ৫ আগস্ট রাত ১২:৫৫ মিনিটে প্রাক্তন স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের মহাপরিচালক (শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনী) বিজিবি প্রধানকে দুটি পরপর হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠান। OHCHR প্রাপ্ত প্রিন্টআউটে দেখা যায়, প্রথম মেসেজে ছাত্রনেতাদের নির্দেশনা সংবলিত একটি বার্তা ফরোয়ার্ড করা হয়েছে—যাতে কেন্দ্রীয় ঢাকার দিকে মার্চ করার রুটের কথা বলা আছে। দ্বিতীয় মেসেজে একটি ভিডিও ছিল—যাতে ‘ব্যাটল অর্ডার’ ব্যাখ্যা করা হয়: প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ডিফেন্স, তৃতীয় লম্বা-পাল্লার ইউনিট, রিজার্ভ ও পেছনের সুরক্ষা, এবং কীভাবে এগুলো পাশ কাটানো যায় তার পরামর্শ।²⁰⁷

৫ আগস্ট সকালবেলা, সেনাবাহিনী ও বিজিবি তাদের ঠিক করা ভূমিকা পালন করেনি—এই মর্মে বেশ কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান। একজন বলেছেন, সেনাবাহিনী কথা দিয়েও তত বাহিনী নামায়নি, আরেকজন বলেছেন যে, বিজিবি ঘন্টায় ১০-১৫ হাজার আন্দোলনকারীকে প্রবেশ করতে দেয়। তৃতীয়জন জানান, তিনি সিসিটিভিতে দেখেন ৫০০-৬০০ আন্দোলনকারী উত্তরা থেকে কেন্দ্রীয় ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু সেনাবাহিনী তাদের থামাচ্ছে না। আরেকজন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে জানান যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুই হচ্ছে না।²⁰⁸ তারপরও পুলিশ

বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে প্রাণঘাতী গুলি চালায়—যাতে “মার্চ টু ঢাকা” থামানো যায় এবং শহরের কেন্দ্রে পৌঁছাতে না পারে। এক পুলিশ কমান্ডার ব্যাখ্যা করেন, “সেদিন সকাল থেকেই সেনাবাহিনী বুঝে গিয়েছিল শেখ হাসিনা পড়ে গেছেন, কিন্তু পুলিশ জানত না। তাই আমরা এখনো সরকারের রক্ষায় গুলি চালাচ্ছিলাম।”²⁰⁹ OHCHR একাধিক এলাকার গুলিবর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত করে, সবার ধরন প্রায় একই। উদাহরণস্বরূপ, চাঁনখারপুলে সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়ন ও অন্যান্য পুলিশ রাইফেল দিয়ে প্রাণঘাতী গুলি ও কম-প্রাণঘাতী অন্তর্ব্যবহার করে শাহবাগমুখী আন্দোলনকারীদের থামায়; একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, “পুলিশ যাকেই দেখছিল, তাকেই গুলি করছিল।”²¹⁰ পুলিশ রামপুরা ব্রিজ অতিক্রম করে বাড়ায় ঢোকার চেষ্টায় থাকা আন্দোলনকারীদের ধাতব পেলেট ও টিয়ার গ্যাস ছুড়ে; অনেক শিক্ষার্থী হাসপাতালে ভর্তি হয়।²¹¹ আজিমপুরে এক ১২ বছর বয়সি ছেলেকে গুলি করে পুলিশ; সে বলে, “পুলিশ যেন বঢ়ি নামার মতো গুলি চালাচ্ছিল,” এবং সে অন্তত ডজনখানেক লাশ দেখেছে।²¹² আশুলিয়ায় পুলিশ শুরুতে চেকপোস্ট বসিয়ে আন্দোলনকারীদের আটকে রাখার চেষ্টা করে; পরে যখন বেশি মানুষ জড়ে হয়, তারা প্রথমে অপেক্ষাকৃত কম-প্রাণঘাতী অন্তর্ব্যবহার করলেও পরে ধাতব পেলেটভর্তি শটগান ছোড়ে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, তিনি অন্য আহতদের সহায়তা করতে গেলে নিজেই গুলিবিদ্ধ হন; আওয়ামী লীগ কর্মীরাও আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে।²¹³ সাভার বাসস্ট্যান্ডের আশপাশে পুলিশ বহু মানুষের ওপর গুলি চালায়; অনেকেই নিহত ও আহত হন। এক সাংবাদিক স্থানীয় কয়েকজন পুলিশ সদস্যের সঙ্গে কথা বলেন—তাঁরা জানান, উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নামতে বাধ্য করেছেন, কিন্তু সাধারণ পুলিশ আর গণহত্যা চায়নি। আরেক প্রত্যক্ষদর্শী সেদিন নিহত এক শিশুর কথা বর্ণনা করেন: “৫ আগস্ট আমাদের জন্য সবচেয়ে আনন্দের দিন ছিল, কিন্তু ওই ছেলেটির মায়ের জন্য সবচেয়ে দুঃখের।”²¹⁴

৫ আগস্ট সকালে যাত্রাবাড়ী থানায় পুলিশ ও আনসার বাহিনী থানাকে রক্ষা ও থানার কর্মকর্তাদের নিরাপত্তায় আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ পায়। তারা থানার ভেতর ও আশপাশ থেকে রাইফেল ও শটগানের প্রাণঘাতী গুলি ছোড়ে, যেখানে অনেক মানুষ “লং মার্চ টু ঢাকা” সমাবেশে যোগ দিতে জড়ে হয়েছিল। কেউ কেউ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়েছিল বলে কর্মকর্তারা জানান। এতে বেশ কয়েকজন নিহত ও বহু আহত হয়। ভুক্তভোগীদের মধ্যে একজন অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, যিনি দুইটি বুলেটে বিদ্ধ হন। দুপুরের দিকে সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনে; পরে সরে গেলে পুলিশ আবারও সংঘাত বাধায়—স্টেশন গেটের সামনে সাউন্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে, তারপর সারিবদ্ধভাবে বেরিয়ে এসে রাইফেল ও শটগান থেকে গুলি চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য ও ভিডিও অনুযায়ী, পুলিশ সেসময় নিরন্ত্র, পালাতে থাকা আন্দোলনকারীদের খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে, পাশাপাশি ভীড়ের দিকে নির্বিচারে গুলি ও চালায়।²¹⁵

৫ আগস্ট বিকেলে, শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবরে জনতার মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে পড়লে, তখনো পুলিশ প্রাণঘাতী গুলি চালাচ্ছিল। এতে বহু শিশু হতাহত হয়। উত্তরায়, ছয় বছর বয়সি এক শিশুকে গুলি করে হত্যা করা হয়—সে সময় তার বাবা-মা ‘বিজয় মিছিল’ নিয়ে এসেছিলেন বলে প্রত্যক্ষদর্শী ও চিকিৎসা-নথি নিশ্চিত করে। ভিডিও ও ছবিতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবর শুনে লোকজন আনন্দ-উল্লাস করছিলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাতে গ্রেনেড ও গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তখন ছেলেটি উরুতে গুলিবিদ্ধ হয় এবং পরে হাসপাতালে মারা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পাননি কে গুলি করেছে, তবে সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি আওয়ামী লীগ-সমর্থকদের মতো পোশাক পরা লোকজন সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করছিল। ঘটনাস্থলের কাছেই আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের একটি ক্যাম্প ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তারা দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম—তিনি দিক থেকে অবস্থান নিয়েছিল। তারা আরও দেখেন, অন্য অনেক মানুষও গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে যাচ্ছিল, যার মধ্যে মাথায় গুলিবিদ্ধ আরও এক শিশু ছিল।²¹⁷ মিরপুরে, নিরাপত্তা বাহিনী এক উদযাপনমূলক মিছিলে গুলি চালালে ১২ বছর বয়সি আরেক শিশু মারা যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শী ও চিকিৎসা-তথ্যে দেখা গেছে।²¹⁸

৫ আগস্ট বিকেলে গাজীপুরে, প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার মানুষের একটি বেশিরভাগই শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশ নেওয়ার সময় ১৪ বছর বয়সি এক ছেলেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অঙ্গহানি করা হয়—ডান হাতে গুলি চালিয়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আন্দোলনকারীরা নিরস্ত্র ছিল এবং গুরুতর কোনো ভূমকি তৈরি করেনি। কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই নিরাপত্তা বাহিনী গুলি চালালে ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ফরেনসিক প্রমাণে দেখা যায়, এই কিশোরকে কাছ থেকে শটগানের পেলেট দিয়ে গুলি করা হয়। গুলি চালানোর সময় শুটার বলেন, “তুমি আর কখনো এই হাতে ইট ছুড়তে পারবে না।” ওই কিশোরের ডান হাতে ৪০টির বেশি পেলেট বিদ্ধ হয়, হাড় ও টিস্যুর মারাত্মক ক্ষতি হয়।²¹⁹

গাজীপুরের আরেক ঘটনায়, পুলিশ জনসমক্ষে এক নিরস্ত্র রিকশাচালককে আটক করে কাছ থেকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। পরে পুলিশ তার দেহ সরিয়ে নিয়ে যায়, আর লাশটি আর পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়া হয়নি—ফলে পরিবার দাফন বা শোকপালনও করতে পারেনি। সেপ্টেম্বরে ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হলেও, এক আঞ্চলিক OHCHR-কে অনুরোধ করে বলেন, “আমি ন্যায়বিচার চাই, স্বাধীন তদন্ত চাই, আর লাশটি ফেরত চাই।”²²⁰

আশুলিয়ায় বিকেলের দিকে বিক্ষোভকারীরা আশুলিয়া থানাকে ঘিরে ফেলে। বিশাল একদল ভীড় থানাটি ঘিরে ধরে; পুলিশ পিছু হটতে চাইলেও বিক্ষোভকারীরা ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। পুলিশ তখন সামরিক রাইফেলে প্রাণঘাতী গুলি ছুঁড়ে নির্বিচারে। পুলিশ পালিয়ে যাওয়ার পথ সুরক্ষিত করতে চাইলেও এ নির্বিচার গুলি ভীড়কে ভয় দেখানো বা আতঙ্ক তৈরির উদ্দেশ্যে চালানো হয় বলে মনে হয়। এতে বিক্ষোভকারী ও সাধারণ পথচারী উভয়ই হতাহতের শিকার হয়। ১৬ বছর

বয়সি এক শিক্ষার্থী মেরুদণ্ডে গুলি লেগে পঙ্কু হয়। পরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে নিহতদের লাশ একটি গাড়িতে তুলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, যেন এটা প্রমাণ হয় যে বিক্ষোভকারীরাই তাদের মেরেছে বলে ধারণা দেয়।²²¹

১২৪. OHCHR ঢাকার বাইরে ৫ আগস্টে বিজিবি কর্তৃক হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত আরও দু'টি ঘটনার সাক্ষ্য পেয়েছে, যা আরও তদন্তের দাবি রাখে।

১২৫. সিলেটের গোয়াইনঘাটে, বিজিবি তাদের ক্যাম্প থেকে সামরিক রাইফেল দিয়ে প্রাণঘাতী গুলি ছোড়ে কয়েকশে মানুষের ওপর—যারা শেখ হাসিনার বিদায় উদয়াপনের উদ্দেশ্যে ক্যাম্পের কাছে জমায়েত হয়েছিল, এদের কেউ কেউ হাতে লাঠি ধরেছিল। অন্তত ৫ জন নিহত হয়, যাদের মধ্যে ১২ ও ১৫ বছর বয়সি দুই কিশোর ছিল; অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হয়। বিজিবির তরফে বলা হয়—তারা ক্যাম্পে অবস্থান নেওয়া পরিবারের সুরক্ষায় এই গুলি চালিয়েছে, কারণ অন্য জায়গায়ও নাকি নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু কোন বাস্তব প্রাণঘাতী হৃতকি ছিল, তা তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বিজিবির রিপোর্টে দেখা যায়, এ ঘটনায় কোন বিজিবি সদস্য আহত হয়নি।²²³

১২৬. গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে, আন্দোলনকারীরা নাকি বিজিবি অফিসারদের বহনকারী বাস থামিয়ে ঘিরে ফেলে, কিছু বাসের চাকায় তালা দেয় এবং তাতে আগুন ধরানোর চেষ্টা করে, ভিতরে বিজিবি সদস্যরা থাকা সত্ত্বেও। এতে এক বিজিবি কর্মকর্তা পিটিয়ে মারা যায় বলে জানা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিজিবি রাইফেল দিয়ে প্রাণঘাতী গুলি ছোড়ে, এতে গণমাধ্যমের খবরে ৬ জন নিহত ও ৫০ জনের বেশি আহত হয়—পুলিশের গুলিবিদ্ধ মৃত্যুর তালিকায়ও এর মিল রয়েছে। OHCHR নিশ্চিত করে, অন্তত একজন লোক গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছিল—যে নাকি দোকান থেকে ফেরার পথে ঘটনাস্থল অতিক্রম করেছিল। এ ছাড়া এনএসআই জানায়, শ্রীপুর এলাকায় এক মাদ্রাসাছাত্রীকে ৫ আগস্ট বিজিবির গুলিতে হত্যা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য প্রথমিক তথ্যের অভাবে OHCHR নিশ্চিত করতে পারেনি, কতটা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গুলি চালানো হয় বা কতটা মাত্রাতিরিক্ত শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে।²²⁴

৩. সেনাবাহিনীর শক্তি ব্যবহারের লঙ্ঘনে সম্পত্তি

১২৭. কিছু সেনা কর্মকর্তা যারা বিজিবি বা অন্যান্য বাহিনীতে প্রেৰণে ছিলেন, তাঁরা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছেন বলে বিজিবির নিজস্ব প্রতিবেদনে স্বীকার করা আছে।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রত্তি নির্ণয় করতে OHCHR সক্ষম হয়নি। সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা লিখিত তথ্যের অনুরোধ পূরণ করা হয়নি। তাছাড়া, সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে অনেকেই ভয় পাচ্ছিলেন।

১২৮. তবু OHCHR তিনটি ঘটনার তথ্য পেয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে সামরিক রাইফেল দিয়ে প্রাণঘাতী গুলি চালায়।

১২৯. ২০ জুলাই দুপুরের দিকে মোহাম্মদপুরে, পুলিশ একদল আন্দোলনকারীকে পিছু হটতে বাধ্য করতে গেলে আন্দোলনকারীরা ইট ছেঁড়ে। তখনে তেমন প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল না, কিন্তু কয়েকজন সেনাসদস্য শুটিং পজিশন নেন। প্রত্যক্ষদর্শী, ছবি ও ভিডিওর ভাষ্যমতে, ওই সৈন্যদের কমান্ডিং অফিসার এবং সঙ্গে থাকা একজন বেসামরিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে, সৈন্যরা একাধিকবার প্রাণঘাতী গুলি চালায়।¹²⁶

১৩০. সেই একই দিনে, সেনাসদস্যরা কিছু সাঁজোয়া যান (কিছু সাদা রঙ করা, সম্ভবত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের প্রস্তুতির অংশ) নিয়ে রামপুরায় বাংলাদেশ টিভি স্টেশনের আশপাশে মোতায়েন হয়—যেখানে আগের দিন থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক গুলিবর্ষণ করে আসছিল। দুপুরের দিকে রামপুরা বাজারের কাছে, সৈন্যরা লাউডস্পিকারে ঘোষণা করে ‘এলাকা ছেঁড়ে যেতে’, না গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হৃষকি দেয়। এক প্রত্যক্ষদর্শী দেখেন, এক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈন্যদের আদেশ দেন, “দুই-তিনটি লাশ নিশ্চিত করার জন্য গুলি করো।” শুরুতে সৈন্যরা সতর্কতামূলক গুলি ছেঁড়ে, পরে লক্ষ্যভেদী গুলি চালায়, যা OHCHR হাতে পাওয়া কিছু ছবিতে দেখা যায়।¹²⁷

১৩১.৫ আগস্ট সকালে, বহু স্থানে সেনাবাহিনী “লং মার্চ টু ঢাকা” আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কিছু এলাকায়, সেনা ইউনিট পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মাঝে দাঁড়িয়ে সহিংসতা কমানোর চেষ্টা করে।¹²⁸ তবে যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে সেনা ইউনিটগুলো বিক্ষেপকারীদের ওপর প্রাণঘাতী গুলি চালায় এবং স্পষ্টতই তাদের হত্যার উদ্দেশ্য দেখা যায়।

মামলা ৭: যমুনা ফিউচার পার্কে বিক্ষেপকারীদের উপর সেনাবাহিনীর গুলি চালানো (৫ আগস্ট)

৫ আগস্ট সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে, প্রগতি সরণি রোডে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা প্রধান ফটকের কাছে যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে কয়েকশো আন্দোলনকারী জমায়েত হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সেনা ইউনিট ইতোমধ্যে সেখানে অবস্থান নিচ্ছিল। আনুমানিক বিশজন সেনাসদস্য ৩০-৪০ মিটার দূরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলে জানা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, বিক্ষেপ তখন শান্তিপূর্ণ ছিল। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, “সেনাবাহিনী আগেই বলেছিল ওরা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে যাবে না,”—এ কারণে তিনি আশ্চর্ষ অনুভব করছিলেন। আরেকজন বলেন, “আন্দোলনকারীরা বেশ উচ্ছ্বসিত ছিল,” ধারণা ছিল—সেনাবাহিনী তাদের রক্ষায় এসেছেন। তখন আন্দোলনকারীরা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় এবং সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়।

এক পর্যায়ে, আনুমানিক ১১:৩০টায়, প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখেন সেনাসদস্যরা আন্দোলনকারীদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, সৈন্যরা প্রথমে ওপরে তাক করে গুলি করে; এরপর হঠাতে একজন সৈন্য এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে মাথায় গুলি চালায়, যাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অন্য প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সৈন্যরা সামনের দিকে এগোতে এগোতে প্রায় ২০-২৫ রাউন্ড গুলি চালায়। এ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক ভিডিও OHCHR সংগ্রহ করে যাচাই করেছে। মেটাডেটা তারিখ, সময় ও স্থান-সংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে মিল রেখেছে, এবং OHCHR নিজেও ভিডিওর ভৌগোলিক অবস্থান মিলিয়ে দেখেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য বা ভিডিও—কোনো কিছুতেই দেখা যায়নি যে আন্দোলনকারীরা তখন সেনা সদস্যদের প্রতি অবশ্যিকভাবী হৃষকি তৈরি করেছিল।

গুলি চালানোর পর, ভিডিও-প্রমাণে দেখা যায় সেনাসদস্যরা আন্দোলনকারীদের দিকে এগিয়ে আসে এবং পুরুষ-নারী উভয়কে লাঠি দিয়ে আঘাত করে, যার ফলে আন্দোলনকারীরা ছ্বত্বস্থ হয়ে যায়। এসময় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকা ভুক্তভোগী সেই অবস্থানেই রক্তকরণ নিয়ে নিথর ছিলেন; তাঁর মাথার ঠিক সামনে রক্তের বড় একটি গর্ত দেখা যায়। দুজন লোক তাঁকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলে সেনাসদস্যরা তাদের মারধর করে; ঘটনাটি ভিডিও বা ছবি তুলছে এমন ব্যক্তিদের দিকেও সৈন্যরা হৃষকিমূলক অঙ্গভঙ্গি করে।²²⁹ ভিডিও বিশ্লেষণ অনুযায়ী, OHCHR মনে করে ওই সৈন্য সর্বোচ্চ ৫০ মিটার দূর থেকে গুলি চালায়—যেখানে মাটিতে লুটিয়ে পড়া ব্যক্তিকে দেখা যায়। সৈন্যদের হাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আদর্শিক রাইফেল বিডি-০৮ ছিল—যা ৭.৬২X৩৯ মিমি ক্যালিবারের চীনা টাইপ ৮১ অ্যাসলট রাইফেলের বাংলাদেশি লাইসেন্স সংস্করণ। এ ধরনের

গুলি ৬০০ মিটারেরও বেশি দূরত্বে প্রাণঘাতী হতে পারে। সুতরাং OHCHR-এর ধারণা, এ ঘটনা ছিল বিচারবহুভূত হত্যাকাণ্ডের স্পষ্ট নির্দেশন।

১৩২. অন্য আরও কিছু পরিস্থিতি ও অভিযানে, সেনা ইউনিটগুলো অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে “সুরক্ষা-বলয়” দেয়—ফলে তারা নির্বিশে গুলি ছুঁড়ে আন্দোলনকারীদের হত্যা করতে পারে। এক সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্যাখ্যা করে বলেন, সেনাবাহিনীর প্রধান ভূমিকা ছিল “পুলিশের মতো সামনের সারির বাহিনীর সাহস বাড়িয়ে তোলা।”²³¹

১৩৩. OHCHR কয়েকটি ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করেছে, যেখানে সেনাসদস্যরা কাছে দাঁড়িয়ে থেকেও পুলিশ যখন বেআইনি বলপ্রয়োগে আন্দোলনকারীদের আক্রমণ করছিল, তখন কোনো হস্তক্ষেপ করেনি; বরং বিক্ষোভকারীরা পাল্টা সহিংস হলেই সেনা সদস্যরা তাতে জড়িয়ে পড়ে। আগেই বলা হয়েছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সাফ করার যৌথ অভিযানে (সেনাবাহিনী, পুলিশ, র্যাব, বিজিবি) সেনা ইউনিটের উপস্থিতি পুলিশ ও র্যাবকে প্রতিশোধমূলক হামলা থেকে সুরক্ষা দিচ্ছিল—যেখানে তারা ভীড়কে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালায়।

১৩৪. অসংখ্য ঘটনায় সেনাসদস্যরা গুলি ছুঁড়েছে আকাশের দিকে, সম্ভবত আন্দোলনকারীদের ভয় দেখাতে ও ছত্রভঙ্গ করতে—যা ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকার মতো জায়গায় মানুষের জীবনে ঝুঁকি তৈরি করে। OHCHR এমন কিছু ঘটনার কথা পেয়েছে, যেখানে মানুষ ওপর থেকে আসা বুলেটের আঘাতে নিহত বা আহত হয়েছে, কিংবা উঁচু ভবনে থাকা কাউকে গুলি আঘাত করেছে, যা নির্দেশ করে—ঐসব গুলি আকাশে ছোড়া হয়েছিল বা কোনোভাবে ছিটকে এসে (ricochet) ভুক্তভোগীদের আঘাত করেছিল।²³²

১৩৫. সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে OHCHR-এর সরাসরি সাক্ষাৎ বা লিখিত তথ্য আদানপ্রদানের সুযোগ না হওয়ায় স্পষ্ট জানা যায়নি, কী পরিমাণে সেনাবাহিনীকে প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং কী নিয়মকানুন মেনে মাঠপর্যায়ে সৈন্যদের তা জানানো হয়েছিল। তবে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী—এমনকি দায়িত্বরত সেনা কর্মকর্তারা—জানিয়েছেন, ২০ জুলাই সেনাবাহিনীর মোতায়েনের শুরু থেকেই অনেক জুনিয়র ও মধ্য-স্তরের কর্মকর্তা আন্দোলনকারীদের দিকে গুলি চালাতে অনাগ্রহী ছিলেন। যদিও ঢাকায় অবস্থিত কোনো কোনো ইউনিটের অফিসারেরা, যারা মনে হয় আওয়ামী লীগের প্রতি অনুগত, কঠোর অবস্থান নিয়েছিল।

১৩৬. বিক্ষোভ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের মধ্যে গুলি চালানো সম্পর্কে মৌন অনীহা (tacit resistance) বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, এক মধ্য-স্তরের সেনা কমান্ডার তাঁর অধীনস্থদের বলেন,

“শুধু ‘শিবির’ দেখলেই গুলি করো,”—যে ভাষা অধঃস্তনদের কাছে যথেষ্ট অস্পষ্ট ছিল, ফলে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে গুলির নিয়ম আরও সীমিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। ৩ আগস্ট সেনাপ্রধান আর্মি হেডকোয়ার্টারের প্রধান অডিটোরিয়ামে (এবং অনলাইনে) এক বৈঠকে অফিসারদের আমন্ত্রণ জানান। অংশগ্রহণকারীরা জানান, সেনাপ্রধান সেখানে বোৰানোর চেষ্টা করেন—প্রধানমন্ত্রী তাকে কতটা কঠিন অবস্থায় ফেলেছেন। কয়েকজন কর্মকর্তা কথা বলার সুযোগ পান ও স্পষ্ট করেন, তারা নাগরিকদের বিরুদ্ধে গুলি চালাতে চান না।²³³

১৩৭. মানবাধিকার লঙ্ঘনে সম্পত্তি হলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা বাদ পড়তে পারেন—এমন আশঙ্কা, যা জাতিসংঘ বিক্ষেপকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল,²³⁴ এটিও অফিসারদের বিক্ষেপকারীদের ওপর গুলি চালানোর বিষয়ে অনিচ্ছুক করে তোলে।²³⁵ জাতিসংঘের নীতি অনুযায়ী, যারা মানবাধিকার লঙ্ঘনে যুক্ত থাকার যুক্তিযুক্ত আশঙ্কা আছে, তাদের শান্তিরক্ষা বা জাতিসংঘের অন্য কোনো দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয় না।²³⁶

৪. হেলিকপ্টার ব্যবহার করে ভীতি প্রদর্শন এবং সম্ভবত বেআইনি শক্তি প্রয়োগ

১৩৮. র্যাব, পুলিশ এবং সম্ভবত সেনাবাহিনীর এভিয়েশন ইউনিটও আন্দোলন চলাকালে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে। বিশেষ করে র্যাবের কালো রঙের হেলিকপ্টার বিক্ষেপকারীদের ভয় দেখাতে ও তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।²³⁷ উর্ধ্বরতন কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, র্যাব যেভাবে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের আতঙ্কিত করেছিল, সে রকম আরও হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে হবে; আর সেনা কর্মকর্তারাও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি হেলিকপ্টার মোতায়েন সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলেছেন।²³⁸

১৩৯. OHCHR-কে দেওয়া প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য দেখা যায়, র্যাব বা পুলিশের হেলিকপ্টার থেকে একাধিকবার টিয়ার গ্যাস ছোড়া হয়—১৮ জুলাই মিরপুর, মোহাখালী, ধানমন্ডি, ১৯ জুলাই বাড়ডা, মোহাম্মদপুর, রামপুরা, শাহবাগ, বসুন্ধরা; ২ ও ৩ আগস্ট বসুন্ধরা; ২০ জুলাই গাজীপুর; ২০ ও ২১ জুলাই যাত্রাবাড়ী—এমন নানা সময় ও স্থানে, পাশাপাশি রামপুরায় (১৮ জুলাই) সাউড গ্রেনেডও ফেলা হয়।²³⁹

১৪০. কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ১৯-২১ জুলাইর মধ্যে বাড়ডা, বসুন্ধরা, গাজীপুর, যাত্রাবাড়ী, মিরপুর, মোহাখালী, মোহাম্মদপুর, রামপুরা—এসব এলাকায় হেলিকপ্টার থেকে রাইফেল বা ধাতব পেলেটভর্টি শটগানের গুলিও চালানো হয়।²⁴⁰ ৫ আগস্ট যমুনা পার্ক এলাকায় এক ব্যক্তির শরীরে

আর্মার-পিয়ার্সিং বুলেটের একটি টুকরো লাগে—OHCHR তা পরীক্ষা করেছে। ভুক্তভোগীর দাবি, তাঁকে জলপাই-সবুজ রঙের এক হেলিকপ্টার থেকে গুলি করা হয়।²⁴²

১৪১. হেলিকপ্টার থেকে সমাবেশে গুলি চালানো স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বিচার (indiscriminate) এবং মানবাধিকার মানদণ্ডের স্পষ্ট লঙ্ঘন, কেননা (একজন সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও স্বীকার করেন)²⁴³) লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে এমন কারও ওপরই গুলি চালানো যায় না, যারা জীবন বা গুরুতর আঘাতের হৃষকি তৈরি করছে।

১৪২. পুলিশ মহাপরিদর্শক ও র্যাবের মহাপরিচালক দুজনেই স্বীকার করেছেন যে র্যাবের হেলিকপ্টার থেকে টিয়ার গ্যাস ও সাউড গ্রেনেড ফেলা হয়েছিল, তবে তারা সেখান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ছোঁড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেননি।²⁴⁴ র্যাব OHCHR-কে জানিয়েছে, ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪ সময়কালে হেলিকপ্টার থেকে ৭৩৮টি টিয়ার গ্যাস, ১৯০টি সাউড গ্রেনেড ও ৫৫৭টি স্টান গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু রাইফেল বা শটগান থেকে একবারও গুলি চালানো হয়নি।²⁴⁵

১৪৩. OHCHR কয়েকটি ভিডিও পরীক্ষা করেছে, যাতে র্যাব ও পুলিশের হেলিকপ্টার থেকে টিয়ার গ্যাস লঞ্চার দিয়ে ছোঁড়া দৃশ্য দেখা গেছে।²⁴⁶ দূর থেকে এগুলো রাইফেল বা শটগানের মতো লাগতে পারে, তবে টিয়ার গ্যাসের ক্ষেত্রে গুলি ছোঁড়ার পর সাদা ধোঁয়া দেখা যায়। হেলিকপ্টার থেকে রাইফেল বা শটগানের গুলি ছোঁড়ার স্পষ্ট প্রমাণ থাকা কোনো ভিডিও OHCHR পায়নি। তবে এসব অভিযোগের সময়ই সরকার মোবাইল ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পুরো বন্ধ করে রেখেছিল, ফলে ভিডিও বা ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

১৪৪. OHCHR-এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, হেলিকপ্টার থেকে রাইফেল বা শটগানের গুলি চালানো হয়েছে কি না, তা পুরোপুরি নিশ্চিত বা খারিজ করা যাচ্ছে না। কিছু ভুক্তভোগী যাঁরা ‘উপরে থেকে গুলি’ লেগেছে বলে জানান, তাঁদের ক্ষেত্রে সম্ভবত উঁচু কোনো জায়গা থেকে রাইফেল ছোড় হয়েছিল, বা আকাশে ছোড়া গুলি ফিরে এসে (ricochet) তাঁদের আহত করেছে। এ বিষয়ে আরও তদন্ত প্রয়োজন, র্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পূর্ণ সহযোগিতায়—বিশেষ করে হেলিকপ্টারে যাঁরা মোতায়েন ছিলেন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ জরুরি।

৫. চিকিৎসা সেবায় বাধা দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নথি প্রদান অস্বীকৃতি

১৪৫. যেখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে শক্তি ব্যবহারের আশঙ্কা থাকে, কিংবা সহিংসতার সন্তান থাকে, সেক্ষেত্রে যথেষ্ট চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত যে কারো দ্রুতম সময়ে চিকিৎসা সাহায্য পাওয়ার অধিকার আছে—শক্তি প্রয়োগটি বৈধ হোক বা বেআইনি।²⁴⁷

১৪৬. বিক্ষোভ চলাকালে, বেশিরভাগ সরকারি হাসপাতাল আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়; মেডিকেল স্টাফ দীর্ঘকণ্ঠ ডিউটি করে বিপুল আহত বিক্ষোভকারী ও সাধারণ মানুষের শ্রেত সামলাতে চেষ্টা করেন।²⁴⁸

১৪৭. বিজিবির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তারা স্ব উদ্যোগে ৩২ জন আহত বিক্ষোভকারীর চিকিৎসা নিশ্চিত করেছে।²⁴⁹ তবে এটি OHCHR-এর নথিভুক্ত সামগ্রিক চিত্র থেকে ব্যতিক্রম: সাধারণভাবে দেখা যায়, পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী আহত বিক্ষোভকারী ও সাধারণ মানুষকে (যারা তাদের গুলিতে আহত হয়েছে) প্রাথমিক চিকিৎসা, অ্যাস্টুলেন্স বা অন্য সহায়তা দিতেন না। বরং অন্য বিক্ষোভকারী ও স্থানীয় নাগরিক—রিকশাচালকসহ—ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন। এই ঘটাতি বা অবহেলার কারণে অনেক আহত ব্যক্তির মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা যায়নি বলে আশঙ্কা করা হয়।

১৪৮. ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ (ভিডিও ও ছবি দ্বারা সমর্থিত) ইঙ্গিত করে, পুলিশ প্রায়ই তড়িৎ চিকিৎসা-সহায়তা দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দিয়েছে, যেমনটা শাইখ আশহাবুল ইয়ামিনের মৃত্যুর ঘটনায় দেখা যায়।

মামলা ৮: পুলিশ গুলিতে আহত শাইখ আশহাবুল ইয়ামিনের চিকিৎসায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

১৮ জুলাই সাভারে, পুলিশ সদস্যরা শাইখ আশহাবুল ইয়ামিন নামের এক নিরন্তর তরুণকে একাধিকবার ধাতব পেলেটভর্টি শটগান দিয়ে গুলি করে, যখন তিনি একটি নীল রঙের সাঁজোয়া পুলিশ গাড়ির (APC) ওপর উঠে পড়েন।²⁵⁰ এক প্রত্যক্ষদর্শী দেখেন তিনি সড়ক পার হয়ে গাড়িটির ওপর ওঠেন; গাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ সময় সতর্কতামূলক ফাঁকা গুলি ও

চিকার করে বলেন তিনি বোমা বহন করতে পারেন।²⁵¹ আরেকজন জানান, ইয়ামিন গাড়ির ছাঁদ
বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন।²⁵²

OHCHR যাচাই করা ভিডিওতে দেখা যায়—APC গাড়িটি ১৩:৫৭টায় পুরনো ওভারব্রিজের নিচে
পৌঁছায়। ২০ মিনিট ধরে সেটি মূল সড়কে সামনে-পেছনে চলাচল করে ও কয়েকবার টিয়ার গ্যাস
ছেঁড়ে। ১৪:১৮টায় ইয়ামিন সড়কের ডিভাইডার পেরিয়ে APC-র ছাঁদে ওঠেন; তখন একজন লাল
শার্ট ও বুলেটপ্রফ ভেস্ট পরা ব্যক্তি শটগান দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। চার সেকেন্ড পর,
দাঙ্গা দমনের পোশাক পরা এক পুলিশ সদস্য আরেকটি শটগান থেকে আরও তিনবার গুলি করেন।
তিনি গাড়ির ওপর লুটিয়ে পড়েন; প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ গুলিতে ধোঁয়া দেখা যায়।

OHCHR যাচাই করা আরও ভিডিও ও ছবি থেকে দেখা যায়—APC তখনও চলতে থাকে, ওই
আহত ব্যক্তিকে ছাঁদে রেখে, যিনি তখনো বেঁচে ছিলেন। ভিডিওতে শোনা যায়, কেউ বলছে,
“ফটাফট মেরে ফেলো, পিস্তল দিয়ে শুট করো, ও বেঁচে থাকতে পারবে না।” তবে ওই পর্যায়ে
আর গুলি চালাতে দেখা যায়নি। যদিও ভীষণভাবে আহত ঐ ব্যক্তিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে,
পুলিশ বরং তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দেয়; মাথা সড়কের ওপর জোরে আঘাত পায়। পরে দুজন
দাঙ্গা-প্রতিরোধের পোশাক পরা অফিসার গাড়ি থেকে নেমে আসেন, লাশের দিকে তাকান এবং
এক লাল শার্টওয়ালার সহায়তায় তাকে সড়কের অন্যদিকে টেনে নিয়ে যান। মুহূর্ত পর APC সরে
যায়; বাকি অফিসাররাও এলাকা ত্যাগ করে, লাশটিকে ব্যারিকেডের কাছে ফেলে যায়। বিদায়
নেওয়ার আগে এক অফিসার লাশের খুব কাছেই আরেকটি টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে, ধোঁয়ার মধ্যে
ফেলে দেয়। এসময় ভিডিওতেও দেখা যায়, পুলিশ ১৫০ মিটার উত্তরের আন্দলনকারীদের লক্ষ্য
করে গুলি ছুঁড়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী একজন বলেন, পুলিশ বিভিন্ন দিক থেকে গুলি চালানো অব্যাহত
রাখে। ধোঁয়া কাটতে শুরু করলে, তিনি দেখেন ইয়ামিন তখনো শ্বাস নিচ্ছিলেন। কিন্তু কোনো
পুলিশ সদস্যের তাঁকে চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়নি।

অন্য বিক্ষোভকারীরা তাঁকে দুটি হাসপাতালে নিয়ে যান; দ্বিতীয়টিতে ১৪:৪৫টায় তিনি মারা যান।
OHCHR-এর ফরেনসিক ও অন্তর্বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইয়ামিন কাছ থেকে ধাতব
পেলেটভর্টি শটগানের গুলিতে আহত হন। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তিনি সন্তুষ্ট মারাত্মক
হাইপোভালেমিক শকে (রক্তক্ষরণজনিত) ছিলেন। OHCHR-এর ফরেনসিক চিকিৎসক মনে
করেন, বাম বক্ষে পেলেটের ক্ষতচিহ্ন, সঙ্গে টিয়ার গ্যাসের রাসায়নিকের শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রভাব—এই
দুইয়ে মিলেই তার মৃত্যুর প্রধান কারণ।²⁵³

পুলিশ সদস্যরা হয়তো প্রথমে মনে করেছিলেন, ওই ব্যক্তি গাড়ির ওপর ওঠায় মারাত্মক ছমকি তৈরি হচ্ছিল; কিন্তু গুলি খেয়ে আচল হয়ে পড়ার পর তাঁর চিকিৎসা দেওয়ার কথা ছিল। বরং পুলিশ তাঁকে গাড়ি থেকে ফেলে দেয়, রাস্তা পেরিয়ে টেনে নিয়ে যায়, টিয়ার গ্যাস ছোড়ে—যাতে তাঁর আঘাত আরও খারাপ হয় এবং অন্য বিক্ষেপকারীদেরও তাঁকে দ্রুত সাহায্য করা ব্যাহত হয়। এভাবে হাসপাতালে নেওয়া বিলম্বিত হওয়ায় তাঁর জীবনের অধিকার লঙ্ঘিত হয়।

১৪৯. ইয়ামিনের ঘটনা দুর্ভাকিছু নয়। OHCHR আরও বেশ কয়েকটি উদাহরণ পেয়েছে, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী সক্রিয়ভাবে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত করেছে। ১৯ জুলাই, এক হেলিকপ্টার থেকে একটি হাসপাতালের সামনে টিয়ার গ্যাস ফেলা হয়, যাতে আহতদের হাসপাতালে যাওয়া বাধাগ্রস্ত হয়।²⁵⁶ একই দিনে, টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয় এমন একটি গ্যারেজে, যা পুলিশ ভালো করেই জানত—আহত বিক্ষেপকারীদের অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।²⁵⁷

১৫০. ৪ আগস্ট, পুলিশ ফার্মগেট এলাকায় ১৭ বছর বয়সি এক কিশোরকে গুলি করে আহত করেন। পরে পুলিশ কর্মকর্তা ওই আহত কিশোরকে একটি রিঞ্জায় তুলে “দূরে নিয়ে যাও” বলে চালককে নির্দেশ দেয়। অন্য পুলিশ সদস্যরা রিঞ্জাটিকে কাছের হাসপাতালে যেতে বাধা দেয়। এক অফিসার বলেন, “তাকে ড্রেনে ফেলে দাও,” যদিও শেষমেশ তাকে যেতে দেওয়া হয়। তবে ততক্ষণে ওই কিশোর হাসপাতালে পোঁচানোর আগেই মারা যায়।²⁵⁸

১৫১. ৫ আগস্ট, যাত্রাবাড়ী থানার আশপাশে পুলিশ যখন নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছিল, তখন এক স্থানীয় ব্যক্তি আহত বিক্ষেপকারীদের সাহায্য করেছিলেন। পুলিশ তাকে ধরে বলে, সে “শক্রদের” সহায়তা করছে; তাই তাকে চারটি গুলি করা হবে এবং কোথায় গুলি করবে জানতে চায়। ওই ব্যক্তি কাকুতি-মিনতি করলে একজন পুলিশ তার পায়ে (অত্যন্ত কাছ থেকে) গুলি চালায়। পরে তাকে একটি নর্দমায় ফেলে রেখে যায়।²⁵⁹

১৫২. ডিজিএফআই, এনএসআই, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ও অন্যান্য সংস্থাও হাসপাতালে নজরদারিতে অংশ নেয়, গুলিবিদ্ধ রোগীদের সনাত্ত করে, চিকিৎসাকর্মী ও আহতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাদের আঙুলের ছাপ নেয়। বিক্ষেপকারীদের সনাত্ত ও নিরাপত্তা বাহিনীর সহিংসতার প্রমাণ লুকাতে তারা চিকিৎসা-নথি ও অনেক হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করে, কোনো আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই।²⁶⁰

১৫৩. চিকিৎসাকর্মীদের চাপ দেওয়া হয় আহত বিক্ষেপকারীদের যথাযথ চিকিৎসা না দিতে, তাদের আঘাতের কারণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করতে। একাধিক সাক্ষে জানা যায়—এটি

উর্ধ্বতন মহলের থেকে নির্দেশে করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে হাসপাতাল পরিদর্শনে আসা উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা। একই ধরনের বাধা, যা বিভিন্ন নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা বিভিন্ন হাসপাতালে প্রয়োগ করেছে, এটি নির্দেশ করে যে ওপরতলা থেকে সবখানে একই কৌশল নিয়োজিত করা হয়েছিল। কোনো এক হাসপাতালে, গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মৃত্যুকে “দুর্ঘটনা” হিসেবে রেকর্ড করতে বলা হয়; নির্দেশ না মানলে চিকিৎসাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। আরেক হাসপাতালে, পুলিশের নির্দেশ ছিল গুলিবিদ্ধ কাউকে ভর্তি না নেওয়ার। অন্য একটি হাসপাতালে আওয়ামী লীগের একজন সংসদ সদস্য সরাসরি চিকিৎসকদের হুমকি দিয়ে আহত বিক্ষোভকারীদের চিকিৎসা বন্ধ করতে বলে; দুজন চিকিৎসক তা না মানায় ডিটেকটিভ ভাষ্টও তাদের গ্রেপ্তার করে, অন্যরা আতঙ্কে লুকিয়ে থাকে। আরেক হাসপাতালে ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর সদস্যরা আহত বিক্ষোভকারীদের চিকিৎসা করা চিকিৎসকদের জেরা করে, নাম-ঠিকানা টুকে রাখে। পঞ্চম আরেকটি হাসপাতাল—যেখানে অনেক বিক্ষোভকারী চিকিৎসা নিচ্ছিল—১৮ জুলাই একটি গোপন ফোন কলে বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি পায়; ২০ জুলাই থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী আর কোনো রোগী নিতে দেয়নি।²⁶¹

১৫৪. ছাত্রলীগ ও অন্য আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা অনেক হাসপাতালে প্রবেশপথে উপস্থিত ছিল; অ্যাসুলেন্স, ব্যক্তিগত গাড়ি ও রিক্সা আটকে দিতে তারা পুলিশকেও সহায়তা করে।²⁶² তীব্র চাপের মধ্যে কোনো কোনো আন্দোলনকারীও কখনো কখনো চিকিৎসাকর্মীদের প্রতি আগ্রাসী আচরণ দেখায়, যার ফলে সময়মতো চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হয়।²⁶³

১৫৫. অনেক আহত বিক্ষোভকারী, বিশেষ করে যারা গুলিবিদ্ধ, বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের চাপ ও ভয়ের কারণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাননি। অন্য দিকে, অনেক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী ব্যক্তি রুক্ষ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে, বিনা খরচে আহতদের সেবা দিয়েছেন।

১৫৬. প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ১৮ জুলাইয়ের পর থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যথাযথ ময়নাতদন্ত হয়নি, বা একেবারেই হয়নি—যা জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের পরিপন্থী।²⁶⁵ পুলিশ অনেক জায়গায় মর্গে গিয়ে লাশ সংগ্রহ বা ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়া শুরুই করেনি। এক বৃহৎ হাসপাতালে সরকারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়, “ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করো।” কেউ কেউ দেখেন, পরিবার দাফনে দেরি করছে—কারণ পুলিশ ময়নাতদন্ত করছিল না, আবার ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশও নিচ্ছে না।²⁶⁶

৬. ভিত্তিহীন গণগ্রেফতার, যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই আটক রাখা, এবং নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ

১৫৭. OHCHR দেখতে পেয়েছে, ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশ, অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা মানুষকে নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটকে রেখেছে—যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (liberty) ও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার (due process) অধিকার লঙ্ঘন। পুলিশ ও ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ পুরুষ ও নারী উভয়ের ওপর নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ করে। ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), এর ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ও কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট, র্যাব এবং ডিজিএফআই নির্বিচারে গ্রেপ্তার-আটক করেছে বলে OHCHR নথিভুক্ত করেছে। এ ছাড়া দেশের অন্য এলাকায়ও এমন ঘটনার তথ্য পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে ছিলেন শাস্তিপূর্ণ আন্দোলকারী ও তাঁদের নেতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের শিক্ষার্থী, পথচারী, শিক্ষক ও দিনমজুর (যেমন রিকশাচালক) এবং শিশুরাও।²⁶⁷ এক জাতীয় পত্রিকার সমীক্ষায় দেখা গেছে, ওই গণগ্রেপ্তারের সময় গ্রেপ্তারদের ৮৫ শতাংশই ছিল শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ, ১৫ শতাংশ ছিল বিরোধী দলের সঙ্গে যুক্ত।²⁶⁸

১৫৮. অনেক ক্ষেত্রে, লোকজনকে শুধু বিক্ষোভ-এলাকায় উপস্থিত থাকার অপরাধে বা মোবাইল বিক্ষোভের ছবি-ভিডিও রাখার জন্য, বা হাসপাতালে যাওয়ার সময়, কিংবা বয়স কম—এমন কারণে ধরে নিয়ে গেছে। বহুজনকে কোনো কারণ না জানিয়েই হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে তোলা হয়েছে। কেউ হয়তো হাসপাতালে যাওয়ার পথে, কেউ বাড়ি ফেরার সময় আটকে গেছে।²⁶⁹ একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ১৬ বছর বয়সি এক ছেলেকে শুধু “একটি লাঠি তুলেছিল”—এই অপরাধে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।²⁷⁰

১৫৯. দীর্ঘদিনের প্রচলিত অনিয়ম অনুযায়ী, পুলিশ প্রায়ই কোনো ঘটনার প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে (FIR) অসংখ্য ‘নামহীন’ আসামি যুক্ত করে—যা সাধারণত কল্পিত কিংবা প্রমাণ-সংকেতে ব্যর্থ। নির্বিচারে গ্রেপ্তার হওয়া কাউকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত করা বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখানো হয়নি। সংখ্যালঘু মানুষকে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে তোলা হয়েছিল—যা সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদের অধিকার। এক শিক্ষার্থীকে বাসা থেকে তুলে তিন দিন কোনো খবর না দিয়ে জেরা করা হয়; এরপর আদালতে হাজির করা হয়।²⁷¹ OHCHR এমন কোনো ঘটনাই পায়নি, যেখানে বিচারক গ্রেপ্তার-রিমান্ড আবেদন খারিজ করেছেন, যদিও এসব আবেদন ছিল ব্যাপক গণ-মামলা আকারে করা, যেখানে নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই বহু মানুষকে যুক্ত করা হয়েছে।²⁷² এক সাবেক উর্ধ্বতন

কর্মকর্তা বলেন, “কাউকে সামান্য যোগসূত্র থাকলেই রিমান্ড মঞ্জুর করে বিচারক—কারণ বিচারকেরা স্বাধীন নন এবং ন্যায়সঙ্গত রায় দিতে পারেন না।”²⁷³

১৬০. বাংলাদেশ পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত পুলিশ ১০,৫২৫ জন পুরুষ ও ২৫ জন নারীকে গ্রেপ্তার করেছে, যার মধ্যে ৬৩ জন শিশু। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা (৩,০৮৩ জন পুরুষ, যার মধ্যে ২৪ জন কিশোর) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।²⁷⁵ র্যাব আরও ১,১১৮ জন পুরুষ ও ৩৪ জন নারীকে গ্রেপ্তারের কথা জানায়।²⁷⁶ ডিজিএফআই, এনএসআই, আনসার/ডিডিপি ও বিজিবি জানায়, তারা বিক্ষোভ-সম্পর্কিত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি, যদিও বিজিবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে “প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তার” করতে মৌখিক আদেশ পেয়েছিল।²⁷⁷ পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, এসব গ্রেপ্তার দণ্ডবিধি ও অন্যান্য আইনের (বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, সন্ত্বাসবিবেচী আইন ২০০৯, অন্ত্র আইন ১৮৭৮, বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ১৯০৮) অধীনে করা হয়।²⁷⁸

১৬১. কারফিউ ও ইন্টারনেট শাটডাউনের কারণে গণমাধ্যম ও এনজিওগুলো এই গ্রেপ্তার-আটকের পূর্ণাঙ্গ চিত্র সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। তবে OHCHR বহুজনকে আইনি ভিত্তি ছাড়াই গ্রেপ্তার ও আটক করার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে এবং একটিও ঘটনা পায়নি, যেখানে পুরোপুরি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে। এর ফলে কর্তৃপক্ষের ঘোষিত ১১,৭০২টি গ্রেপ্তারের বড় অংশই যে নির্বিচারে ছিল, সে ধারণা জোরালো হয়।

ঝুক রেইড এবং ব্যাপক ধরপাকড়

১৬২. বিশেষ করে ১৯ জুলাই রাত থেকে কারফিউ জারির পর থেকে জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত, পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনী মিলে “ঝুক রেইড” চালায়—যেখানে কোনো একটি আবাসিক ঝুক বা এলাকাকে ঘিরে রেখে ছায়াছবির মতো অভিযান পরিচালনা করা হয়। এটি ছিল গণগ্রেপ্তারের প্রধান হাতিয়ার, যাতে বিক্ষোভ ও সরকারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনের চেষ্টাগুলো ভেঙে দেওয়া যায়। সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে, ঢাকার গুলশান, বারিধারা, সাভার, যাত্রাবাড়ী, বাড়া, শনিরআখড়া, বসুন্ধরা, শাহীনবাগ, মিরপুর, মোহাম্মদপুর—এমনকি ঢাকার বাইরেও রংপুরে—এ ধরনের অভিযান চালানো হয়। পুলিশ ও র্যাব প্রায়ই এসব অভিযানে অংশ নেয়, সেনাবাহিনীর ইউনিট তাদের ঘিরে রেখে নিরাপত্তা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, জুলাইয়ের শেষ দিকে মোহাম্মদপুরে পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর প্লাটুন-স্টেশনের ইউনিট মিলে কয়েকটি ঝুক রেইড চালায়।²⁸⁰

১৬৩. এই ব্লক রেইড মূলত সেসব এলাকা ও বাড়িগুলোর লক্ষ্য করে চালানো হয়, যেখানে সরকারের ধারণা—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বিরোধীদলের কর্মী ও সন্তান্য বিক্ষেপকারী থাকতে পারে—বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অঞ্চলে। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসেও এ ধরনের অভিযান হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা আতঙ্কে লুকিয়ে বেড়ায়। অভিযানগুলো সাধারণত রাতের বেলা করা হয়; পুলিশ ও র্যাব অনেক ক্ষেত্রেই জোরপূর্বক দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে, আসবাব ও সম্পদ ধ্বংস করে।²⁸¹ এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, প্রায় ৭০ জন কর্মকর্তা তার আবাসিক ব্লকে তুকে ভয় দেখাতে গুলিবর্ষণ করে, দরজা ভেঙে ফেলে, টিভি ও আসবাব ভেঙে ফেলে। যাকে খুঁজছিল, তাকে না পেয়ে তারা পাঁচজন অন্য বাসিন্দাকে ধরে নিয়ে যায়—“নিজেদের সুনাম রক্ষা করতে কাউকে না কাউকে গ্রেপ্তার করতেই হবে”—বলে।²⁸² আরেক ভুক্তভোগী জানান, ২৩ জুলাই ২০ জনের মতো পুলিশ সদস্যের ব্লক রেইডে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ তাকে গ্রেপ্তার করেন। তিনি দোকান থেকে ফিরছিলেন; তখন একটি বিলাসবহুল এসইউভি ও মাইক্রোবাস কাছে এসে দাঁড়ায়, আমেয়ান্ত্রধারীরা তাকে নাম ধরে ডাকে—যদিও নামটি ভুল ছিল—এবং মাথায় চেপে গাড়িতে তোলে।²⁸³ মোহাম্মদপুরে ২২ জুলাই পুলিশ ও র্যাব মিলে আরেক ব্লক রেইড চালায়, সেনাবাহিনী “পেরিমিটার সিকিউরিটি” দেয়।²⁸⁴

১৬৪. কয়েকটি ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতা ও ছাত্রলীগ কর্মীরা অভিযানে সহযোগিতা করে—কোন বাড়িতে আন্দোলনকারী বা আহতরা আছে, তাদের দেখিয়ে দেয় ও আঙুলের ছাপ নিয়ে নেয়।²⁸⁵

১৬৫. ব্লক রেইডে গ্রেপ্তারকৃতদের বেশিরভাগই পুরুষ হলেও, কিছু নারীও আটক হন। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, তার এলাকার অধিকাংশ পুরুষ আগেই পালিয়ে গিয়েছিল; তাই ২৩ জুলাই ২০২৪ থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নারীদেরও ধরে নিয়ে যেতে থাকে। তার পাড়ার বেশ কয়েকজন নারী গ্রেপ্তার হন।²⁸⁶

১৬৬. এই গণগ্রেপ্তারকাণ্ড উর্ধ্বতন সরকার ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের জ্ঞাতসারে, অনুমোদনে ও তত্ত্বাবধানে হয়েছে—“কোর কমিটি” বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে বলে সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান।²⁸⁷ তাছাড়া বাংলাদেশ পুলিশ OHCHR-কে ১৩৮ জন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তার নাম ও পদবি দিয়েছে—যাদের পুলিশ মনে করে ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪ সময়কালে গণগ্রেপ্তার/বেআইনি গ্রেপ্তার ও আটকে নির্দেশ দিয়েছেন।²⁸⁸

১৬৭. সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্বীকার করেন, এসব ব্লক রেইডে বেশিরভাগ মানুষকে সামান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ধরা হয়, নির্দিষ্ট অপরাধ-সংক্রান্ত প্রমাণ ছাড়াই। যেমন—বয়স কম,

চাকরি নেই, ঢাকায় নতুন, পরিচয়পত্র না থাকা—ইত্যাদি কারণে মানুষকে ধরা হয়; বা আগে স্থানীয়ভাবে পুলিশ ‘অপরাধী’ মনে করেছে বলেই ধরে ফেলে। এক সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অনুমান করেন, গ্রেপ্তারের ৭০ শতাংশ এ ধরনের সাধারণ ভিত্তিতে হয়; বাকি ৩০ শতাংশ হচ্ছে “গুণগত গ্রেপ্তার”—যেখানে সত্যিকারের প্রমাণ আছে। আরেকজন জানান, ডিজিএফআই, এনএসআই, পুলিশের বিশেষ শাখা, ডিএমপি স্পেশাল অ্যানালাইসিস ডিভিশন ও এনটিএমসি’র ইলেকট্রনিক নজরদারি তথ্যের ভিত্তিতেও লক্ষ্যবস্তুকেন্দ্রিক গ্রেপ্তার হয়।²⁸⁹

১৬৮. সাধারণ ও লক্ষ্যবস্তুকেন্দ্রিক উভয় ধরনের গ্রেপ্তারই বিভিন্ন চেকপয়েন্ট ও আকস্মিক তল্লাশিতে ঘটে। গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তারা আটককৃতদের ফোন আনলক করিয়ে আন্দোলন-সম্পর্কিত ছবি-ভিডিও মুছে ফেলে, বিশেষ করে নিরাপত্তা বাহিনী বা আওয়ামী লীগের সহিংসতার প্রমাণ থাকলে। সন্দেহ হলেই কোনো কারণ না জানিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। যেমন, জুলাইয়ের শেষ দিকে ঢাকার কেন্দ্রে এক দম্পত্তিকে পুলিশ থামায়; স্বামীকে মোবাইল আনলক করতে বাধ্য করে ও বিক্ষোভের ছবি মুছে ফেলতে বলে। তার ভাষ্যমতে, বয়স বেশি বলে তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছেন।²⁹⁰ অন্য ঘটনায়, এক সাংবাদিককে ঢাকায় চেকপয়েন্টে সেনা কর্মকর্তা ধরে রাখে; তিনি সাংবাদিক পরিচয় দিলে কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ চলে।²⁹¹ ২১ জুলাই রামপুরায় এক শ্রমিককে পুলিশ আটকে ফেলে—দুইদিন আগে বিজিবির নির্বিচারে গুলিতে তিনি পায়ে আহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ তাকে জিজ্ঞাসাবাদে ধরে; এক গোয়েন্দা বলেন, “তোমার পায়ে একটা গুলি আছে, মাথায় আরেকটা দিয়ে দেব।”²⁹² জুলাইয়ের শেষদিকে পুলিশের সিটিটিসি ইউনিট কয়েকজন তরুণকে রাস্তায় ধরে এনে নানা অভিযোগে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করে।²⁹³

১৬৯. ঢাকার বাইরে অন্য স্থানেও গণগ্রেপ্তার হয়। যেমন রংপুরে পুলিশ আবু সাঈদের পুলিশি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সাজানো মামলার ভিত্তিতে শত শত লোককে গ্রেপ্তার করেন—এমনকি যারা শুধু বিক্ষোভের পক্ষে ছিল বলে সন্দেহ করা হয় তাদেরকে গ্রেফতার করেন।²⁹⁴

আহত ব্যক্তিদের নির্বিচারে আটক করা

১৭০. পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা অনেক সময় হাসপাতালে বা চিকিৎসাকেন্দ্রে বা চিকিৎসার পথে আহত ব্যক্তিদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করে; অ্যাস্ফলেন্স থামিয়ে তল্লাশি করে, বা পরে তাদের খুঁজে বের করেন। অনেকে শুধু আহত হওয়ার কারণে—যা নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির শিকার হওয়ার ইঙ্গিত—গ্রেপ্তার হয়। যেমন, জুলাইয়ের শেষ দিকে এক শ্রমিককে পুলিশ তার ঠিকানা পেয়ে গ্রেপ্তার করে, কারণ তিনি পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে মেডিকেল সেন্টারে গিয়েছিলেন।²⁹⁵

এরপর তাকে তিন দিন ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের মিন্টে রোড অফিসে নির্যাতন করা হয়—বিদ্যুৎ-শক, আগের ক্ষতের ওপর মারধর ও আঙুল ভেঙে দেওয়া হয়।²⁹⁶

১৭১. কয়েকটি হাসপাতালে ব্যাপক ধরপাকড় হয়। যেমন, জুলাইয়ের মাঝামাঝি ঢাকার এক হাসপাতালে পোশাকবিহীন ও পোশাকধারী মিলিয়ে ডজনখানেক নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালিয়ে কর্মীদের ভয় দেখায়।²⁹⁷ জুলাইয়ের শেষ দিকে আরেক হাসপাতালে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ও অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা তল্লাশি করে, সেখানে ভর্তি সকল রোগীর আঙুলের ছাপ নেয়, বেশ কয়েকজন চিকিৎসক ও রোগীকে গ্রেপ্তার করে, রোগীদের গালিগালাজ করে এবং বলে—“গুলিবিদ্ধরা মরেই যাওয়া উচিত।”²⁹⁸ আগস্টের শুরুর দিকে ঢাকার এক হাসপাতালে বিজিবির ছোট একটি দল চুকে আইসিইউ পর্যন্ত তল্লাশি চালায়—গুলিবিদ্ধ আন্দোলনকারী আছে কিনা দেখতে।²⁹⁹

১৭২. কিছু সাক্ষ্যের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে, গ্রেপ্তার-ভয়ের কারণে কেউ কেউ গুরুতর আহত হয়েও হাসপাতালে যাননি, বা চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখেই চলে গিয়েছেন—ফলে তাদের আঘাত অবহেলিত থেকে যায়, অপ্রয়োজনীয় কষ্ট বাড়ে।

শিক্ষার্থী এবং বিরোধী দলীয় নেতাদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে আটক

১৭৩. OHCHR নিশ্চিত হয়েছে, ডিজিএফআই ও ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ মিলিতভাবে ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ এর ছয়জন শীর্ষ নেতাকে বেআইনিভাবে আটক করেন—তাদের প্রভাবশালী ভূমিকা স্থিমিত ও আন্দোলন দমন করার জন্য। এরা হলেন নুসরাত তাবাসসুম, নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ, আবু বকর মজুমদার, সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহ। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, ডিজিএফআই ১৫ জুলাই থেকেই ছাত্রনেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেন। ১৮-১৯ জুলাই রাতে ডিজিএফআই তিনজন ছাত্রনেতাকে মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে নেয়। কিছু পরে তারা আরও দুজনকে বাড়ি থেকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যান।³⁰⁰ এদের কাউকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখানো হয়নি, কোনো বিচারকের সামনে হাজির করা হয়নি।

১৭৪. বিশেষত, নাহিদ ইসলাম—যিনি এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সদস্য—তিনি গোপন পোশাকে আসা সরকারি এজেন্টদের হাতে অপহত হয়ে ডিজিএফআই-এর কুখ্যাত ‘আয়নাঘর’ গোপন আটককেন্দ্রে নির্যাতনের শিকার হন বলে বিশন্ত তথ্য পেয়েছে OHCHR। প্রথমবার মুক্তি পাওয়ার পর তাকে পুর্বাচলে একটি সেতুর নিচে ফেলে যায়; সেখান থেকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। ২৬ জুলাই ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ পরিচয় দেওয়া আরেকদল সদস্য আবার তাকে ও আরেক

শিক্ষানেতাকে (যিনি নির্যাতনে আহত ছিলেন) গনস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে গ্রেপ্তার করেন। সঙ্গে থাকা এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বন্দুক দেখিয়ে এক হাসপাতালকর্মীকে ভয় দেখায়। ২৭ ও ২৮ জুলাই আরও চারজন ছাত্রনেতাকে গোপনে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।³⁰¹

১৭৫. কর্তৃপক্ষ গোপন নজরদারি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে এদের গ্রেপ্তার করেন। OHCHR-এর সাক্ষাৎ ও অন্যান্য তথ্য থেকে জানা যায়, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) ফোনে ব্যক্তিগত কথোপকথন শুনে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশে এসব তথ্য সরবরাহ করেন।³⁰²

১৭৬. বাংলাদেশ পুলিশ OHCHR-কে সরকারি তথ্যে জানিয়েছে, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ওই ছয় ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করেন।³⁰³ সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেন, ডিজিএফআই মূলত এই অভিযান পরিচালনা করেছে—যদিও তাদের গ্রেপ্তারের ক্ষমতা নেই। একজন সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরামর্শ দেন যে, এটি “নেতিবাচক প্রচার” হতে পারে বলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী জোর দেন ডিজিএফআই-এর সম্পৃক্ততা ঢাকতে; তাই ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের “প্রটেক্টিভ কাস্টডি” নাটক সাজানো হয়।³⁰⁴ এই সময় ছাত্রনেতাদের জোর করে ক্যামেরার সামনে স্বীকারোক্তি পড়তে বাধ্য করা হয়; ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের প্রধান সেই ভিডিও প্রকাশ করেন এবং একটি গণ-অসন্তোষ তৈরি করেন। আরেকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, ২৯ জুলাই মন্ত্রিসভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়; ওই বাধ্যতামূলক স্বীকারোক্তির ভিডিওর কারণে নেতিবাচক প্রচার হলে প্রধানমন্ত্রী ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের প্রধানকে সরিয়ে দেন, তবে বেআইনি গ্রেপ্তার বা নির্যাতনের বিষয়ে কোনো তদন্তের নির্দেশ দেননি।³⁰⁵ আইনজীবীরা গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তির জন্য আদালতে আবেদন করলেও কোনো সুরাহা মেলেনি। ১ আগস্ট ছয়জন ছাত্রনেতাকে ছাড়া হয়।

১৭৭. ১৯ জুলাই থেকে, পুলিশ, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ও র্যাব মিলে সমন্বিতভাবে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের আটক শুরু করে। ঢাকায় গ্রেপ্তার হওয়া অনেককে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের প্রধান কার্যালয়ে রাখা হয়; সেখানেই তাদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতন করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সরাসরি যুক্ত ছিলেন। যেমন, ২৩ জুলাই এক বিএনপি নেতাকে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের অভিযানে গ্রেপ্তার করে আনা হয়; সেখানকার প্রধান কার্যালয়ে আরও শত শত আটক ছিলেন, যাদের মধ্যে বিএনপির অনেক সিনিয়র নেতা ছিল। বিচারক রিমান্ড মঞ্চের করলে, পরবর্তী পাঁচ দিন তাকে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে প্রচণ্ড নির্যাতন করা হয়—মিথ্যা স্বীকারোক্তিতে সই নিতে। তিনি হাঁটতে অক্ষম হলেও আবার রিমান্ড মঞ্চের হয়; তাঁকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।³⁰⁷

গ্রেপ্তারের পর নির্যাতন, অমানবিক আচরণ এবং অমানবিক অবস্থায় রাখা

১৭৮. OHCHR ঢাকার বিভিন্ন থানায় ও জেলায়, দেশের অন্যত্রও, নির্যাতন, অমানবিক আচরণ ও অমানবিক আবাসিক অবস্থার শিকার ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎ নিয়েছে। এদের মধ্যে শিক্ষার্থী, ছাত্রনেতা, শ্রমিক, বিরোধী দলের কর্মী—এমনকি শিশু ছিল।³⁰⁸ প্রায়ই তাদেরকে মারাত্মকভাবে প্রহার করা হয়েছে—পুরনো আঘাতের জায়গায় ইচ্ছাকৃতভাবে মার, বিদ্যুৎ-শক, আঙুল ভেঙে দেওয়া। একজন প্রত্যক্ষদর্শী দেখেছেন, ঢাকার ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের প্রধান কার্যালয়ে চোখ বেঁধে জেরা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়; তিন-চার ঘণ্টা পর নির্যাতিত অবস্থায় কানাকাটি ও ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। অনেককে তীব্র আঘাত সত্ত্বেও জরুরি চিকিৎসা দেওয়া হয়নি; আবার কাউকে কয়েক দিন না খাইয়ে রাখা হয়েছে; কেউবা ‘ক্রসফায়ার’-এ মারার হুমকি পেয়েছে।³⁰⁹

১৭৯. ঢাকার মিন্টু রোডে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের প্রধান কার্যালয়ে (যেখানে বহু গ্রেপ্তারকৃতকে রাখা হয়) জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়, তথ্য নেওয়া বা ভয় দেখানোর লক্ষ্যে নিয়মিত নির্যাতন করা হয়।³¹⁰ সাধারণ থানা হাজতেও এমন ঘটনা ঘটে।³¹¹ শিশুসহ পুরুষ ও নারী উভয় বন্দিকে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে।³¹² এক ঘটনায়, পাঁচজন নারীকে বিক্ষেপে যোগ দিতে চাওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করে লাঠিপেটা করা হয়; কারো কারো গুঁড়ি ও নিতম্বে রক্তপাত ও ফোলা জখম হয়। এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মজা করে এক ভুক্তভোগীর নিতম্বে লাঠি মারেন, অন্যদেরও সেখানে আঘাত করতে বলেন। আরেক নারী কাকুতি-মিনতি করলে, এক পুলিশ অফিসার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে মেরে ফেলার হুমকি দেয়, তার ব্লাউজ টেনে ধরে উরু, হাত ও কবজিতে আঘাত করেন।³¹³

১৮০. পুলিশ (ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ও সিটিটিসি) ও ডিজিএফআই কর্মকর্তা বন্দিদের অন্ত-ভাঙচুর, রাস্তীয় ভবনে হামলা ইত্যাদি বিষয়ে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি সই করাতে চেয়েছে বা ক্যামেরায় বলিয়েছে। কোনো কোনো ভুক্তভোগী জানান, তাদেরকে কেবল এই শর্তে ছাড়া হয় যে, ভবিষ্যতে আর আন্দোলনে যাবে না বলে অঙ্গীকারনামা সই করতে হয়। আরেকজন ভুক্তভোগীকে তার প্রতিবাদে জড়িত থাকার কথা লিখে স্বীকার করতে এবং তাতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়।³¹⁴

১৮১. অসংখ্য ভুক্তভোগী জানিয়েছেন, বন্দি রাখার জায়গায় অমানবিক অবস্থা—ভীড়ে ঠাসা, নিরাপদ পানি বা বিশ্রামের ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসা নেই।³¹⁵ মিডিয়া বা নাগরিক সমাজ থেকে নির্যাতনের অভিযোগ এলেও, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মিন্টু রোড সদর দপ্তর পরিদর্শন করলেও উর্ধ্বতনরা কোনো তদন্তের নির্দেশ দেননি।³¹⁶

১৮২. ২০ জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অস্থায়ী আদেশে বলা হয়, বন্দিদের আদালতে আর হাজির করা যাবে না; ২১ জুলাই সব ধরনের আঞ্চীয় ও আইনজীবীর সাক্ষাৎ বন্ধ করা হয়—ফলে বহু বন্দি কার্যত নির্জন কারাবাসে চলে যায়, নির্যাতনের আশঙ্কা বেড়ে যায়। যদিও নতুন নিয়মটি পুলিশ হেফাজতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না, বাস্তবে আইনজীবী ও পরিবার সেখানেও দেখা করতে পারেনি।³¹⁷ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা এর প্রতিবাদে রিট করেন; ১৪ আগস্ট (বিক্ষোভ শেষ হওয়ার পর) হাইকোর্ট ওই আদেশ স্থগিত করে এবং সরকারকে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে বলে।³¹⁸

৭. সাংবাদিকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হামলা

১৮৩. ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত, অন্তত ছয়জন সাংবাদিক ঢাকা, সিলেট ও সিরাজগঞ্জে বিক্ষোভস্থলে বা তার আশপাশে নিহত হন।³¹⁹ প্রায় ২০০ জন সাংবাদিক আহত হন বলে একটি বিশস্ত নাগরিক সংগঠনের তথ্য।³²⁰ OHCHR প্রথমিক সাক্ষ্য পেয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা নিরাপত্তা বাহিনীর নির্বিচারে গুলির শিকার হন; অন্য ক্ষেত্রে তাঁদের সরাসরি লক্ষ্য করে সহিংসতা করা হয়—কখনো সরকারি বাহিনী, কখনো বিক্ষোভকারীদের তরফে। বিশেষ করে ফটোসাংবাদিকরা দুইপক্ষের আক্রেশে পড়েছেন—অনেকে চাননি ঘটনাবলি নথিভুক্ত হোক।

১৮৪. ১৮ জুলাই যাত্রাবাড়ীতে বিক্ষোভ কাভার করার সময় এক সাংবাদিককে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে।³²¹ ১৯ জুলাই সিলেটে পুলিশ বিএনপির একটি সমাবেশে ধাতব পেলেটভর্টি শটগান দিয়ে গুলি ছোঁড়ে; কিছু বিক্ষোভকারী পাল্টা পতাকার লাঠি ও ইট ব্যবহার করে প্রতিরোধ করেন। এ সময় ছবি তুলতে থাকা এক সাংবাদিককে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেন।³²² ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বর্তমান পুলিশ মহাপরিদর্শক স্বীকার করেন যে, ওই সাংবাদিককে পুলিশ হত্যা করেছে, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন যে, তারা তদন্ত করবে।³²³

১৮৫. একই দিনে (১৯ জুলাই) ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডের কাছে পুলিশ এক ফটোসাংবাদিককে হৃদকি দেয়, “আর ছবি তুললে গুলি করা হবে।” কিছুক্ষণ পর, ওই এলাকায় আরেক সাংবাদিক—যার হাতে একটি মাইক ছিল—তাকেও ধাতব পেলেট ছোঁড়ে পুলিশ; তার ঘাড় ও অঙ্গহানি ঘটে।³²⁴

১৮৬. পল্টন এলাকায় ওইদিন পুলিশের বিনা সতর্কবার্তায় গুলি ছেঁড়ায় আরেক সাংবাদিক ধাতব পেলেটের আঘাত পান।³²⁵ একই সময়ে, বিক্ষোভকারীরা আরেক সাংবাদিককে মারধর করেন—তাদের অভিযোগ, স্থানীয় গণমাধ্যমে বিক্ষোভকারীদের হত্যার খবর যথেষ্ট কাভার হয়নি।³²⁶ আরেক জায়গায় এক সাংবাদিককেও বিক্ষোভকারীরা মারধর করে, তবে তিনি বিদেশি গণমাধ্যমে কাজ করেন জানালে ছেড়ে দেয়।³²⁷ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সাংবাদিককে পুলিশ গুলি করে, আরেকজনকে ছাত্রলীগের কর্মীরা আক্রমণ করে।³²⁸

১৮৭. ২ আগস্ট ২০২৪, সিলেটে পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড ও রাবার বুলেট ছুঁড়ে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। কেউ কেউ ইট-পাটকেল ছুড়লে পুলিশ ধাতব পেলেটভর্তি শটগান চালায়; এই ঘটনাটি কাভার করছিলেন এমন এক সাংবাদিক বুকে, মুখে ও মাথায় আঘাত পান।³²⁹

১৮৮. ৪ আগস্ট, আওয়ামী লীগ-সমর্থকেরা কিছু সাংবাদিকের দিকে গুলি ছোড়ে—যারা একসঙ্গে ছিল ও নিজেদের পরিচয় সাংবাদিক হিসেবে দিয়েছিল।³³⁰ একই দিনে, ফার্মগেট এলাকায় বিক্ষোভকারীরা এক ফটোসাংবাদিককে আক্রমণ করেন।³³¹ আরেকবার, শাহবাগে আন্দোলন কাভার করার সময় দুই নারী সাংবাদিককে আওয়ামী লীগ-সমর্থকেরা সহিংসতার হমকি দেয়।³³²

১৮৯. সরকারের পক্ষ থেকেও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ভয়ভীতি ও গ্রেপ্তার-নির্যাতন চালিয়ে মতপ্রকাশের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়। কোনো কোনো সাংবাদিক জানান, আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মালিকরা তাদের স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে দেননি; বরং রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ কিংবা আন্দোলন দমনের খবর তুলতে বাধা দেন। বিপরীতে কিছু গণমাধ্যমে গোয়েন্দা ও সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্ভাবিত ভুয়া খবর প্রকাশ করা হয়। তথ্যমন্ত্রণালয় ও ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর সদস্যরা (বিশেষ করে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ডিজিএফআই-এর সিনিয়র অফিসার) সম্পাদক ও সাংবাদিকদের ফোনে, অফিসে বা বাড়িতে গিয়ে রিপোর্ট পরিবর্তন/সম্পাদনার চাপ দেয়।³³³ এক ঘটনায়, র্যাব একটি গণমাধ্যম কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে কর্মীদের আক্রমণ করে এবং বন্দুকের মুখে এক সাংবাদিকের পরিচয় জানার চেষ্টা করে, যিনি সামরিক কর্মকর্তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। এনএসআই ওই সংবাদমাধ্যমকে হমকি দেয় যেন সেই খবর প্রকাশ না করে।³³⁴

৮. ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়া ছাড়াই অন্যায় ইন্টারনেট বন্ধ

১৯০. ইন্টারনেট শাটডাউন (গতিসীমা কমানো, সাইট/অ্যাপ ব্লক করা, পুরো বা আংশিক ইন্টারনেট ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া) ব্যাপক মানুষদের নাগরিক ও রাজনৈতিক

অধিকার—বিশেষ করে মতপ্রকাশ, তথ্যপ্রাপ্তি ও শাস্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার—মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারও ব্যাহত হয়। পূর্ণস্বত্ত্বে ইন্টারনেট বন্ধ করলে অগণিত ক্ষতি হয়, যা কখনোই যুক্তিযুক্ত নয়। অতি-বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া আংশিক বা লক্ষ্যবস্তু নিষেধাজ্ঞাও সাধারণত অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রতিরঙ্গক (disproportionate) হতে পারে।³³⁵

১৯১. ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট, সরকার কোনো পূর্ব ঘোষণা বা আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই ইন্টারনেট বন্ধ করে—যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন। সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বরতন কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎ ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো সরকারি আদেশের (internal communications) ভিত্তিতে OHCHR মনে করে, এই সিদ্ধান্ত মন্ত্রীপর্যায়ে গৃহীত হয়; পরে এন্টিএমসি ও বিটিআরসি তা বাস্তবায়ন করেন।³³⁶ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক বিশদ তদন্তও একই ফল দেখিয়েছে।³³⁷

১৯২. ১৪-১৫ জুলাই রাতের দিকে, মধ্যরাত পেরোনোর পর বিটিআরসি মোবাইল অপারেটরদের হোয়ার্টসঅ্যাপ বার্তা পাঠিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। ১৫-১৬ জুলাই রাতে ৫৯টি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশ যায়। ১৭ জুলাই রাত ১১:৩০টায় এন্টিএমসি অপারেটরদের ফেসবুক ও ইউটিউব ব্লক করতে বলে; ঠিক মধ্যরাতে মোবাইল অপারেটরদের ৪জি বন্ধ ও সরকারি উদ্যোগে মোবাইল ইন্টারনেট পুরো ব্লক করা হয়। ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় বিটিআরসি কেবল ও ইন্টারনেট গেটওয়ে প্রোভাইডারদের ব্রডব্যান্ড বন্ধ করতে বলে।³³⁸

১৯৩. টানা পাঁচদিন দেশব্যাপী ইন্টারনেট বন্ধ ছিল। মানুষ ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য অনলাইন সেবায় প্রবেশ করতে পারেনি; সংকটময় সময়ে প্রিয়জনের খোঁজও নিতে পারেনি। এতে দেশের নাজুক অর্থনীতিতে বিশাল ক্ষতি হয়—একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী অনুমান করেছে ১০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি।³³⁹ ২২ জুলাই ব্যবসায়ীরা তখনকার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এ ক্ষতির কথা জানায়।³⁴⁰

১৯৪. পরদিন কোনো কোনো এলাকায় ধীরে ধীরে ব্রডব্যান্ড চালু হয়; তবে ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়ার্টসঅ্যাপ, টিকটক বন্ধ থাকে। ২৮ জুলাই বিকেলে মোবাইল ইন্টারনেট আংশিক চালু হয়, তবে ফেসবুক ও টিকটক তখনো বন্ধ। ২ আগস্ট টেলিগ্রাম ও মেসেঞ্জার ব্লক করে এন্টিএমসি। ৪ আগস্ট রাত ৮টার দিকে এন্টিএমসি মোবাইল ইন্টারনেট ২জি ব্যতীত সব স্তর বন্ধ করতে বলে। ৫

আগস্ট সকাল ১০:৩০টায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পুরো বন্ধ করে দেওয়া হয়; সেদিন শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর তা আবার চালু হয়।³⁴¹

১৯৫. সরকার এসব শাটডাউনের কোনো আইনি ব্যাখ্যা বা যুক্তি দেয়নি। তবে তৎকালীন ঢাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিমন্ত্রী জনসম্মুখে নানা বিরোধী ব্যাখ্যা দিয়েছেন—যেমন, “সহিংস বিক্ষেপকারীরা ঢাকায় ডেটা সেন্টার পুড়িয়ে দিয়েছে,” যা টেলিকম কোম্পানিগুলোকে দিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করা হয়।³⁴² কিন্তু এটি সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের সাক্ষ্য এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী ভুল প্রমাণিত।³⁴³ ওএইচসিএইচআর কর্তৃক প্রাপ্ত প্রযুক্তিগত উপাত্ত ও বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ তথাকথিত ‘পোড়ানো’ এলাকাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনাগুলো তখনও ইন্টারনেট সংযোগ বজায় রেখেছিল।

১৯৬. অন্য সময়ে, সাবেক প্রতিমন্ত্রী বলেছিলেন, ভুল তথ্য ঠেকাতে ইন্টারনেট বন্ধ রাখা প্রয়োজন; কিন্তু আরেক সাবেক কর্মকর্তা OHCHR-কে জানান, উল্টো এ শাটডাউন আসল তথ্য না পৌঁছাতে ভূমিকা রেখেছে।³⁴⁴

১৯৭. বাস্তবে ভুল তথ্য না ছড়িয়ে বরং সরকার আন্দোলন দমনে সহিংসতার সত্যতা প্রকাশ না হওয়ায় ইন্টারনেট বন্ধ রাখার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সময় ও ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে এ বন্ধের মিল পাওয়া যায়—১৪-১৭ জুলাই যখন বিক্ষেপক শান্তিপূর্ণ ছিল, তখনই প্রথমবার বন্ধ করা, বা ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় পুরো দেশব্যাপী ইন্টারনেট বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীকে আরও প্রাণঘাতী গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বার পুরো ইন্টারনেট বন্ধ করা হয় ৫ আগস্ট সকাল, যখন সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশকে “লং মার্চ টু ঢাকা” ঠেকানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে স্পষ্টত, এ শাটডাউন মূলত সরকারের সহিংস দমনের খবর ছড়ানো রোধ করতেই করা হয়েছে।

১৯৮. এছাড়া ইন্টারনেট বন্ধ রাখায় আন্দোলনকারীরা সামাজিক মাধ্যমে সংগঠিত হতে পারেনি। প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য অনুযায়ী, ইন্টারনেট-ভিত্তিক সেবা বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থী ও বিরোধী দলীয় কর্মীদের টেলিফোনে যোগাযোগ করতে হয়, যা এনটিএমসি ও অন্য গোয়েন্দাদের জন্য নজরদারি সহজ করে দেয়।³⁴⁵

৯. প্রতিবাদকারী নারী ও মেয়েদের লক্ষ্য করে সংঘটিত লঙ্ঘন ও নির্যাতন

১৯৯. শুরুর দিকে আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা নিলেও পুরুষ-নেতৃত্বাধীন কাঠামোর কারণে সময় গড়ালে এবং সরকারি দমনমূলক কার্যক্রম বাড়লে নারীদের প্রভাব কমতে থাকে। ৫ আগস্ট পরও একই প্রবণতা বজায় থাকে।³⁴⁶

২০০. নারী আন্দোলনকারীরাও নিরাপত্তা বাহিনী ও সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীদের হামলা থেকে রেহাই পাননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজে নারীদের ওপর হামলার পাশাপাশি,³⁴⁷ যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, ধানমন্ডি, মিরপুর ও ঢাকা-ছাড়াও কুমিল্লা, সাভার, সিলেট ও রংপুরে নারী বিক্ষেপকারীদের ওপর হামলার খবর পেয়েছে OHCHR।³⁴⁸ অনুরূপভাবে, তাদেরও নির্বিচারে গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও অন্যান্য নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে।³⁴⁹

২০১. নারী বিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে হওয়া সহিংসতা প্রায়ই লিঙ্গভিত্তিক উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির বহিঃপ্রকাশ—এতে নারীদের জন্য আলাদা হমকি বা অপমানের মাত্রা থাকে। সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, নারীদের বিক্ষেপে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এটি করা হয়। শারীরিক নির্যাতনে মুখ, বক্ষ, পেলভিস, নিতম্ব ইত্যাদি লক্ষ্য করে আঘাত করা হয়—ব্যথা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের লিঙ্গ পরিচয়ের কারণে লাঞ্ছিত করাই উদ্দেশ্য। শারীরিক সহিংসতার পাশাপাশি নারী বিক্ষেপকারীদের “বেশ্যা,” “পতিতা,” “পাইকারি মেয়ে” ইত্যাদি গালমন্দ করা হয়। পুলিশ ও আওয়ামী লীগ/ছাত্রলীগ কর্মীরা ধর্ষণ, উলঙ্গ করে দেওয়া ও অন্যান্য যৌন সহিংসতার হমকি দেয়।³⁵⁰

২০২. OHCHR বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পেয়েছে—আওয়ামী লীগ কর্মীদের হাতে নারীদের উপর শারীরিক যৌন সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এক ঘটনায় (আগস্টের প্রথম দিকে ঢাকায়), বাঁশের লাঠি হাতে কয়েকজন পুরুষ এক মহিলাকে আটকায়; আন্দোলনকারী কি না জানতে চায়। তাঁর ব্যাগ ও ফোন পরীক্ষা করে একটি বাংলাদেশি পতাকা পেয়ে তার চুল টেনে ধরে, পোশাক ছিঁড়ে ফেলে, বক্ষ ও নিতম্ব চাপ দিয়ে ধরে রাখে এবং অশ্লীল গালিগালাজ করে। আরেক ঘটনায় (জুলাইয়ে ঢাকায়) দুই ছাত্রলীগ কর্মী এক নারী বিক্ষেপকারী ও তার পরিবারের নারীদের ধর্ষণের হমকি দেয়; তাঁকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে, বক্ষ ও গোপনাঙ্গে হাত দেয়, অশ্লীল মন্তব্য করে। পরে ওই

ভুক্তভোগীকে ফোন করে আবারও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান যে, কুমিল্লায় ছাত্রলীগের সমর্থকরা বেশ কয়েকজন নারীকে আক্রমণ করেছিল, যার মধ্যে দুইজন ছাত্রী ছিল। তাদের প্রথমে আটক করা হয়, শারীরিকভাবে হয়রানি করা হয়, এবং এরপর পুলিশে হস্তান্তর করা হয়।³⁵²

২০৩. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে, সামাজিক কলঙ্ক ও আইনি প্রতিকারহীনতার কারণে ঘোন সহিংসতার শিকার অনেকেই তা জানান না—বিশেষ করে যদি অভিযুক্তরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। ভুক্তভোগীরা প্রায়ই পর্যাপ্ত চিকিৎসা, মানসিক সহায়তা ও আইনি সহায়তা পান না; এমনকি অভিযোগ দায়ের করলেও যথেষ্ট সুরক্ষা, সন্মান ও স্বাধীনতা পান না। এসব কারণে আসল সংখ্যা OHCHR-এর হাতে আসা তথ্যের চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে বলে অনুমান করা হয়। তাই ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত ও লিঙ্গসংবেদনশীল দৃষ্টিকোণ থেকে তদন্ত প্রয়োজন।³⁵³

১০. শিশুদের প্রতি সংঘটিত সহিংসতা ও নির্যাতন

২০৫. বহু কিশোর বয়সী শিশু এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, যাদের মধ্যে কলেজের উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ধর্মীয় মাদ্রাসার শিক্ষার্থী এবং অল্পবয়সী শ্রমিকও ছিল। আবার কেউ কেউ কৌতুহলবশত রাস্তার বিক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করেছিল। পথশিশু এবং অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল পটভূমি থেকে আসা অন্যরা (স্থানীয়ভাবে ‘টোকাই’ নামে পরিচিত) আওয়ামী লীগ-সমর্থকদের দলে এবং বিক্ষেপকারীদের মাঝেও দেখা গেছে। ওএইচসিএইচআর (OHCHR)-এর কাছে অভিযোগ এসেছে যে আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলের—উভয় পক্ষই এই শিশুদের সহিংসতায় জড়িতে অর্থ দিয়েছে ও নিয়োগ করেছে।³⁵⁴ তবে ওএইচসিএইচআর সরাসরি কোনো সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে পারেনি বলে এর সত্যতা নিরূপণে আরও তদন্ত প্রয়োজন।

২০৬. ওএইচসিএইচআর ঢাকার আজিমপুর, বাড়ো, ধানমন্ডি, ফার্মগেট, যাত্রাবাড়ী, মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও রামপুরা এলাকাসহ গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর ও সিলেট অঞ্চলে শিশুদের নিহত হওয়া বা গুরুতরভাবে আহত হওয়ার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে।

২০৭. উপরে উল্লিখিত লক্ষ্যবস্তু হত্যাকাণ্ড ছাড়াও³⁵⁵ নিরাপত্তা বাহিনী নির্বিচারভাবে রাইফেল ও শটগানের প্রাণঘাতী গুলি ব্যবহার করে শিশু বিক্ষেপকারীদের হত্যা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, মোহাম্মদপুরে পুলিশ শাস্তিপূর্ণ বিক্ষেপকারী ও সহিংস দাঙ্গাবাজদের মিশ্র জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে ১৭ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থী মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ১৯ জুলাই নিহত হয়; সে সময় তার কাছ থেকে কোনো হুমকি ছিল না।³⁵⁶ ১৮ জুলাই ধানমন্ডিতে বিক্ষেপকারীদের ওপর

পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে ১৭ বছর বয়সী আরেক শিক্ষার্থী নিহত হয়।³⁵⁷ ধানমন্ডিতেই আরেক ১২ বছর বয়সী শিশু বিক্ষেভকারী ২০০-র মতো ধাতব গুলি/পেলেট শরীরে বিদ্ধ হয়ে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে মারা যায়। আরও অনেক শিশু আজীবনের জন্য পঙ্খুত্ববরণ করেছে বা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এক ১৬ বছর বয়সী কিশোরের পায়ে গুলি ও ধাতব গুলি লাগায় শেষ পর্যন্ত তার পা কেটে ফেলতে হয়; ঘটনাটি ঘটে আওয়ামী লীগ-সমর্থকদের গুলিতে।³⁵⁸ আরেক ১৭ বছর বয়সী কিশোর উভয় চোখে অঙ্গ হয়ে যায়, যখন পুলিশ বিক্ষেভকারীদের লক্ষ করে ধাতব গুলি চালায়।³⁵⁹

২০৮. নিহতদের মধ্যে খুব অল্পবয়সী শিশুও ছিল, যাদের কেউ কেউ বাবা-মায়ের সঙ্গে বিক্ষেভন্ত্বলে গিয়েছিল বা আশেপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। নারায়ণগঞ্জে ছয় বছর বয়সী এক মেয়ে বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে সহিংস বিক্ষেভ দেখছিল; গুলিবিদ্ধ হয়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যায়।³⁶⁰

২০৯. শিশুদের যেন-তেন গ্রেপ্তার করে প্রায়ই থানায়, ডিটেকটিভ ব্রাংশ কার্যালয়ে কিংবা কারাগারে, প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে একই সঙ্গে আটক রাখা হত। সেখানে অন্যান্য ধরণের নির্যাতন, অপদস্ত করা, স্বীকারোক্তি আদায়ের লক্ষ্যে জবরদস্তি ইত্যাদির শিকারও হয়েছে তারা।³⁶¹ বেশ কয়েকজন কিশোর ছেলেকে বড়দের সঙ্গে একইসঙ্গে পুলিশ সদর দপ্তরের কাউন্টার টেরেরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) শাখায় আটক রাখা হয়েছিল।³⁶² রংপুরে ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরকে বিনা বিচারে ১৩ দিন আটকে রাখা হয়। ওই কিশোরসহ আরও কয়েকজন শিশুকে শত শত মানুষসহ গ্রেপ্তার করা হয়, অথচ মূল মামলার মিথ্যা অভিযোগটি দাঁড় করানো হয়েছিল পুলিশ নিজেই আবু সাঈদকে হত্যার ঘটনা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য।³⁶³

২১০. ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরকে যাত্রাবাড়ী থানায় দু'দিন ধরে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন করা হয় একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যার দায় স্বীকার করানোর জন্য। তারপর তাকে ডিটেকটিভ ব্রাংশ কার্যালয়ে নিয়ে গিয়ে আবার নির্যাতন করা হয়। আটকের তিন দিন পর তাকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক আরও সাত দিনের রিমান্ডে (যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক বন্দিদের সঙ্গে রাখা হবে) রাখার নির্দেশ দেন, যদিও আইনজীবী আদালতের কাছে বলেছিলেন যে ভুক্তভোগী আসলে শিশু। ঘটনাটি গণমাধ্যমে প্রচার পাওয়ার পর আরেক বিচারক তার জন্য বিশেষ শিশু হেফাজত কেন্দ্রের নির্দেশ দেন; সেখানে সে ৬ আগস্ট পর্যন্ত আটক ছিল।³⁶⁴

VII. আন্দোলন-পরবর্তী সময়কালের লঙ্ঘন ও নির্যাতন

২১১. ১লা আগস্টের পর থেকে পুলিশের ওপর ও আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের ওপর প্রতিশোধমূলক সহিংসতার ঘটনা ঘটে; সহিংস দলসমূহ পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সদস্যদের লক্ষ্য করে গুরুতর প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ডে জড়ায়, যার মধ্যে হত্যাকাণ্ডও রয়েছে। একই সঙ্গে হিন্দু, আহমদিয়া মুসলিম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন—যেমন বসতবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলার মতো ঘটনা ঘটে, এর পেছনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য কাজ করে। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিশৃঙ্খল অবস্থার কারণে এসব ক্ষেত্রে সময়মতো কার্যকর প্রতিরোধ বা সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি।³⁶⁵

৪৩ ও ৪৪ নম্বর ছবি, ৬ আগস্ট ঢাকায় তোলা, যেখানে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের পরিণাম প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবি: অনুমতির প্রমাণ সংরক্ষিত।³⁶⁶

১. পুলিশ, আওয়ামী লীগ এবং গণমাধ্যমকে লক্ষ্য করে প্রতিশোধমূলক নির্যাতন

২১২. বিক্ষোভ চলাকালীন সময়ে, জনতার কিছু অংশ পুলিশ ও আওয়ামী লীগ কর্মকর্তা/সমর্থকদের ওপর আত্মপক্ষীয় বা প্রতিশোধমূলক সহিংসতা চালায়; অনেক সময় এটি হয় সরাসরি পুলিশের অবৈধ সহিংসতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯ জুলাই উত্তরায় আগের গাজীপুরের মেয়ার ও তার সঙ্গীদের মারাত্মকভাবে পিটিয়ে আহত করা হয় এবং তার সহযোগীদের একজনকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়, কারণ অভিযোগ অনুযায়ী তারা আগ্নেয়ান্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছিল।³⁶⁷ সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা ঘটে ৪ আগস্টের পর থেকে। সরকার ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল, ফলে প্রতিহিংসামূলক সহিংসতা বাড়ে। সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জে, লাঠি ও ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত একদল লোক—যারা স্থানীয় আন্দোলনকারীদের তুলনায় আলাদা বেশভূষায় ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়—আওয়ামী লীগের স্থানীয় কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। তারা পাঁচজন স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মকর্তা ও একজন স্থানীয় সাংবাদিককে হত্যা করে। হত্যার আগে তাদের একজনকে লাশ্বিত করে কান ধরে ওঠবস করানো হয়।³⁶⁸ একই দিনে, এই জেলার এনায়েতপুর স্টেশনেও একদল তরুণ হামলা চালায়। পুলিশের তথ্যমতে, সেখানে হামলায় ১৫ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়।³⁶⁹ ৫ আগস্ট ফেনী জেলায় তিনটি থানায় আগুন ধরিয়ে দেয়া ও লুটতরাজ চালানো হয়, এবং ১৬ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে লাশ্বিত করা

হয়। এর কারণ হিসেবে পুলিশ জানায় যে তার আগের দিন (৪ আগস্ট) ফেনীতে প্রায় ৩০০-৪০০ আওয়ামী লীগ সমর্থক আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে শিক্ষার্থী বিক্ষেপকারীদের ওপর হামলা চালিয়ে ৮ জনকে হত্যা ও ৭৯ জনকে গুরুতর আহত করে।³⁷⁰

২১৩. রংপুরে আওয়ামী লীগের এক সিটি কাউন্সিলরসহ দলীয় সমর্থকেরা বিক্ষেপকারীদের ওপর গুলি চালায়। উত্তেজিত জনতা সেই কাউন্সিলর ও তার এক সঙ্গীকে পিটিয়ে হত্যা করে এবং কাউন্সিলরের মরদেহ রাস্তায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়।³⁷¹ নরসিংদীতে একদল মানুষ ছয়জন আওয়ামী লীগ সমর্থককে তাড়া করে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করে; অভিযোগ অনুযায়ী নিহতরা বিক্ষেপকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল।³⁷²

২১৪. শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর প্রতিহিংসামূলক সহিংসতা তীব্রতর হয়। সহিংস দলগুলো পুলিশ স্টেশনগুলোতে হামলা চালিয়ে সেগুলো পুড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশ পুলিশের তথ্যমতে, দেশের ৬৩৯টি থানার মধ্যে ৪৫০টি থানায় আক্রমণ বা ক্ষতি সাধিত হয়।³⁷³ বহু ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসাররা পালিয়ে যায় বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্থান ত্যাগ করে। অন্যত্র কিছু পুলিশ কর্মকর্তাকে গণপিটুনি বা অন্য পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়।

২১৫. ৫ আগস্ট সাভার থানা আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের শিকার হলে পুলিশ গুলি ছুড়ে থানা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়।³⁷⁴ সিলেটে বেশ কয়েকটি থানায় হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এক থানায় আটকে থাকা পুলিশ কর্মকর্তারা স্থানীয় এক মসজিদে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন।³⁷⁵ রামপুরায়, স্থানীয় এক ইমাম পুলিশ সদস্যদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান।³⁷⁶

২১৬. ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় এলাকাটির বিকুল মানুষ থানায় পেট্রোলবোমা ছুড়ে, পরে থানায় প্রবেশ করে হামলা এবং লুটতরাজ চালায়। তারা আনসার/ভিডিপি এবং পুলিশ সদস্যদের ওপর চড়াও হয়। সেই হামলায় দুইজন র্যাব কর্মকর্তা ও অন্তত চারজন পুলিশ/আনসার সদস্য নিহত হয় বলে জানা যায়। বাকিরা আহত অবস্থায় পালাতে সক্ষম হয় এবং স্থানীয় জনগণের সহায়তায় রক্ষা পান।³⁷⁷ উত্তরা পূর্ব থানা পুলিশ যখন নির্বিচারে গুলি চালায়, এরপর সহিংস জনতা থানা দখল করে ফেলে এবং চারজন পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করে।³⁷⁸ আশুলিয়ায়ও ক্ষুরু জনতা পুলিশের হাতে নিহত কয়েকজন আন্দোলনকারীর মরদেহ পোড়ানোর প্রতিশোধ নিতে কমপক্ষে তিনজন পুলিশকে পিটিয়ে হত্যা করে।³⁷⁹ তিনটি ক্ষেত্রেই নিহত পুলিশ সদস্যদের মৃতদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় জনসমক্ষে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

২১৭. ৫ আগস্ট থেকে রাগান্তির জনতা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও দলীয় কার্যালয়গুলোতেও হামলা শুরু করে। ওএইচসিএইচআরকে দেয়া প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে, এসব হামলায় বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীদের সম্পৃক্ততা ছিল। বিএনপি নিজেই স্বীকার করে যে তাদের স্থানীয় পর্যায়ের কিছু নেতা ও কর্মী—বিশেষত বিএনপি'র ছাত্র ও যুব সংগঠন—প্রতিহিংসামূলক সহিংসতায় লিপ্ত হয়েছিল। ১০ আগস্ট বিএনপি জানায় যে তারা ৪৪ জন স্থানীয় নেতা-কর্মীকে দল থেকে বহিস্কার করেছে।³⁸⁰

২১৮. ঢাকার ধানমন্ডি সড়কের পাশে অবস্থিত আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান কার্যালয় ৪ আগস্ট পর্যন্ত একাধিকবার আক্রমণের শিকার হয়; তবে পুলিশ, সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মী ও পরবর্তীতে ডাকা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর সহায়তায় এই আক্রমণগুলো প্রতিহত হয়। ৫ আগস্ট সব কর্মী কার্যালয় ছেড়ে যাওয়ার পর, একদল লোক সেখানে দুকে আগুন ধরিয়ে দেয়।³⁸¹ একই দিনে, যাত্রাবাড়ীতে আওয়ামী লীগের এক সমর্থককে বিএনপি সদস্য বলে পরিচিত একদল মানুষ ছুরিকাঘাতে হত্যা করে বলে ওই ভুক্তভোগীর পরিবার দাবি করেছে।³⁸²

২১৯. সহিংস দলগুলো সরকারি কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগ নেতা বা তাদের পরিবারের মালিকানাধীন বাসভবন, সরকারি বাসা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেও লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালায়।³⁸³ বিএনপি সমর্থকেরা একজন শীর্ষস্থানীয় যুবলীগ নেতার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে জিম্মি করে অর্থ আদায় করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।³⁸⁴ অন্য এক ঘটনায়, যশোরে এক আওয়ামী লীগ নেতার মালিকানাধীন হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়, যেখানে প্রায় ২৪ জনের মৃত্যু ঘটে।³⁸⁵ শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবনেও একদল সহিংস ব্যক্তি হামলা চালায়; বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, যা শেখ হাসিনার পিতার (বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা) স্মরণে প্রতিষ্ঠিত, সেটিও লুটপাট ও পেট্রোলবোমা হামলার শিকার হয়।³⁸⁶

২২০. ওএইচসিএইচআর নথিভুক্ত একটি ঘটনায় প্রতিশোধমূলক সহিংসতার রূপ ছিল যৌন সহিংসতা। আগস্ট মাসে একজন নারীকে রাস্তায় দুইজন ব্যক্তি আটকায়, যারা তার পোশাক ও বয়স দেখে ছাত্র বিক্ষেপকারীদের থেকে ভিন্ন বলে মনে হচ্ছিল। তারা ঐ নারীকে ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে চিনতে পেরে কটুক্তি করে, চড় মারে এবং শারীরিক নির্যাতন করে। কয়েকদিন পর দ্বিতীয়বারের মতো আরও গুরুতর হামলায় তারা ঐ নারীকে ঘিরে ধরে, জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে, স্পর্শকাতর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আক্রমণ করে এবং শেষ পর্যন্ত ধর্ষণ করে। ওই নারীর রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে তাকে হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়।³⁸⁷ এছাড়া আরও কিছু মহিলা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীকে ধর্ষণের হুমকি—মৌখিক বা সামাজিক মাধ্যমে—দেওয়া হয়েছে।³⁸⁸ উপরে বর্ণিত বিভিন্ন কারণে, ওএইচসিএইচআর অনুমান করছে যে

যৌন সহিংসতার প্রকৃত সংখ্যা নথিভুক্ত ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে।³⁸⁹ প্রতিবাদ-পরবর্তী সময়ে অনেক নারী, যারা আগে বিভিন্ন নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা বা দৃশ্যমান অবস্থানে ছিলেন, তারা হুমকি বা প্রতিশোধের আশঙ্কায় মুখ ও চুল ঢেকে চলাফেরা করতে বাধ্য হয়েছেন।³⁹⁰

২২১. শেখ হাসিনার পতনের পর কয়েকদিন পুলিশ খুবই আতঙ্কে ছিল, অনেকে থানায় ডিউটি টে আসেনি বা আসতে পারেনি। আইনের শাসনের অনুপস্থিতিতে সহিংসতা, প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড ও সুযোগসন্ধানী অপরাধ বেড়ে যায়। সবচেয়ে বেশি সহিংস ঘটনা ঘটে ৫ আগস্ট ও তার একটু পরের সময়ে। যদিও ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের শপথের পর থেকে সহিংসতার মাত্রা কিছুটা কমেছে, তবুও ওএইচসিএইচআর এখনো আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর গুরুতর হামলার খবর পাচ্ছে। ১৫ আগস্ট যেমন, আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা ১৯৭৫ সালে নিহত সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করতে গেলে বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা আক্রমণ করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়; অনেক নারীসহ বহুজন আহত হয় এবং একজন আওয়ামী লীগ নেতা দুস্প্রাহ পর সেই আঘাতের কারণে মারা যান।³⁹¹ ১৪ আগস্ট, একজন স্থানীয় বিএনপি সমর্থকের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ জনের একটি দল আওয়ামী লীগের এক বিশিষ্ট সমর্থকের কারখানায় হামলা করে, শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে মালিকের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা করে। পরে তারা কারখানায় আগুন দেয়। এসময় পুলিশকে ফোন করা হলেও তারা সাড়া দেয়নি এবং ঘটনার পুঞ্জানুপুঞ্জ তদন্ত করেনি।³⁹²

২২২. ওএইচসিএইচআর প্রতিশোধমূলক সহিংসতায় ঠিক কর্তজন নিহত হয়েছে সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো পরিসংখ্যান দিতে পারেনি। আওয়ামী লীগ ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী নিহত হওয়ার একটি বিস্তারিত তালিকা দিয়েছে, যাতে দেখা যায় মোট ১৪৪ জন মারা গেছে—এর মধ্যে ৩৫ জন শুধু ৪ আগস্ট, ৬৮ জন ৫ আগস্ট, আর বাকি ২৩ ও ১৮ জন যথাক্রমে ১-৩ আগস্ট এবং ৬-১৫ আগস্ট সময়কালে।³⁹³ এসব তথ্য ওএইচসিএইচআর স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি।

২২৩. বাংলাদেশ পুলিশের তথ্যমতে, ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট সময়কালে ৪৪ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত ও ২,৩০৮ জন আহত হয়েছে।³⁹⁴ বিজিবি (BGB) জানিয়েছে তাদের ৩ জন নিহত ও ১২৯ জন আহত হয়েছে।³⁹⁵ আনসার/ভিডিপি (Ansar/VDP)-র মধ্যে ৩ জন নিহত ও ৬৩ জন আহত হয়েছে।³⁹⁶ র্যাবের (RAB) ২ জন কর্মকর্তা নিহত ও ৩০৭ জন আহত হয়েছে।³⁹⁷

২২৪. বিভিন্ন সুত্রে প্রতিশোধমূলক সহিংসতার ঘটনা চলমান থাকার তথ্য পাওয়া যায়। যদিও ১৫ আগস্টের পরের ঘটনা এই প্রতিবেদনের সীমানার বাইরে, ওএইচসিএইচআর জোর দিয়ে বলছে যে

এ ধরনের প্রতিটি অভিযোগের বিষয়ে দ্রুত ও স্বাধীন তদন্ত করা জরুরি। সঠিক ব্যবস্থা না নিলে এসব ঘটনা ভবিষ্যতে দেশের সামাজিক বন্ধন, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও ঐক্যের জন্য বিরাট হমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

২২৫. প্রতিশোধমূলক সহিংসতার লক্ষ্য সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীরাও আক্রমণের শিকার হয়েছে, যাদের আওয়ামী লীগঘৰ্ষণ বা আগের সরকারের অনুগত বলে গণ্য করা হয়েছে। ৫ আগস্ট, শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগ করার অল্প পরেই সহিংস দলগুলো বিভিন্ন টিভি স্টেশনে হামলা চালিয়ে সেগুলোকে পুড়িয়ে দেয় বা ভাঙচুর করে। এর মধ্যে ৩ আগস্ট একদফা আক্রমণের শিকার হওয়া একান্তর টিভি (Ekattor TV)-তে ৫ আগস্ট পুনরায় কয়েকশো মানুষ লাঠি, পাথর প্রভৃতি দিয়ে হামলা চালায়। তারা স্টেশনে তুকে লুটপাটের পর আগ্নিসংযোগ করে। সময় টিভিতে (Somoy TV) স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষার্থীদের মিশ্রণে গঠিত একদল মানুষ হামলা চালায়। এটিএন নিউজ টিভিতে (ATN News) হামলাকারীরা দু'জন সাংবাদিকসহ চারজনকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করে, স্টেশন ভাঙচুর করে ও লুটপাট চালায়। একই দিন এটিএন বাংলা, ডিবিসি নিউজ, মাই টিভি, বিজয় টিভি এবং গাজী টিভিতেও হামলা হয়। ৭ আগস্ট, প্রায় ২০০ জনের একটি দল—যারা একাধিক আগ্নেয়ান্ত্র সঙ্গে নিয়ে বিএনপি-স্লোগান দিতে দিতে এগোচিল—মোহনা টিভিতে (Mohona TV) তুকে এক সিনিয়র সাংবাদিককে মারধর করে এবং স্টেশন পুড়িয়ে না দেবার জন্য চাঁদা আদায় করে।³⁹⁸

২২৬. বেশ কিছু সাংবাদিককে হত্যা, হত্যা-প্রচেষ্টা ও সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা দেয়া হয়েছে।³⁹⁹ সন্দেহ করা হচ্ছে—আইনি প্রক্রিয়াকে অপব্যবহার করে হয়তো এধরনের ‘মামলা-হয়রানি’ ঘটছে। অক্টোবর মাসে সরকার ‘কমিটি ফর মনিটরিং হারাসমেন্ট কেসেস অ্যাগেইন্সট জার্নালিস্টস ওয়ার্কিং ইন মাস মিডিয়া’ গঠন করেছে।⁴⁰⁰ ২১ নভেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা স্বীকার করেন যে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হত্যা মামলাগুলোর প্রসেস “আগের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে তড়িঘড়ি করা হয়েছে।”⁴⁰¹ বাংলাদেশের সরকারের ভাষ্যমতে, ভুক্তভোগীরা প্রচলিত আইনের অধীনে নিজ থেকেই মামলা দায়ের করেছেন এবং সরকার এতে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। সরকার আশ্বস্ত করেছে যে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধী চিহ্নিত করা হবে।

২২৭. ৫ আগস্টের পর অনেক সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি “উল্টা হমকি”-এর শিকার বলে মনে করছেন। তারা আওয়ামী লীগের পক্ষে কিছু বা বিরোধী দল সম্পর্কে নেতৃত্বাচক কিছু লিখতে-বলতে আতঙ্কিত বোধ করেন।⁴⁰²

২. ধর্মীয় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতি নির্যাতন

২২৮. বাংলাদেশে ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগতভাবে বহুবৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালি সুনি মুসলিম হলেও অন্যান্য সম্প্রদায়, যেমন হিন্দু, আদিবাসী ও অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠী, প্রায়শই বৈষম্যের শিকার হয়। দেশের সংবিধানে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ‘বাঙালি’ ও ‘ইসলাম’ পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে ঐসব জনগোষ্ঠী প্রাণ্তিক হয়ে পড়েছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে অনেক সময় এগুলোকে ‘বলির পাঁঠা’ বানিয়ে নানা ধরনের ঘৃণাজনিত অপরাধ করা হয়। তাদের প্রকৃত উদ্বেগসুন্দর তথ্য অনেক সময় গুজব, অপপ্রচার বা বিকৃতির শিকার হয় এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে ব্যবহৃত হয়।

২২৯. ওএইচসিএইচআর এই সময়কালে বিভিন্ন ধর্মীয় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা-নির্যাতনের বিষয়ে ৩৪টি সাক্ষাৎকার নিয়েছে; এর মধ্যে ১২ জন সরাসরি নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি বা পরিবার। এছাড়া স্থানীয় সম্প্রদায়, নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার ও সংখ্যালঘু অধিকারকর্মী, ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছে। কিছু অভিযোগ এখনো যাচাইযোগ্য না বা আরও অনুসন্ধান দরকার। দূরবর্তী অঞ্চলের ঘটনা যাচাই করার ক্ষেত্রে সময় ও সংস্থার অভাব ছিল। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবেদন, সংবাদের ভাষ্য ও স্থানীয় সাংবাদিকদের তথ্য তুলনা করে দেখা গেছে যে কিছু ক্ষেত্রে অমিল বা দ্বন্দ্ব রয়েছে।

২৩০. তারপরও মূলধারায় পাওয়া তথ্যে স্পষ্ট হয় যে, ধর্মীয় ও জাতিগত পক্ষপাতের কারণে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। কখনো স্থানীয় বিবাদ বা জমি-সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের কথাও উঠে এসেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় শূন্যতা থাকায় এই সম্প্রদায়গুলো আরও বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে, বিশেষ করে হিন্দু, চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও আহমদিয়া মুসলিমদের ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, প্রতিশেধ, পুরনো শক্রতা এমনকি ধর্মীয় বিদ্বেষের সংমিশ্রণে এই আক্রমণগুলো হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।⁴⁰³

২৩১. সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, ওএইচসিএইচআর সাক্ষাৎকার থেকে যে চিত্র পাচ্ছে, তা হলো ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও ধর্মীয় স্থাপনায় ভাঙ্চুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, তাদের পরিচয়কে সঙ্কুচিত করার চেষ্টা হয়েছে। পুলিশ স্টেশনগুলো দখল বা ধ্বংস হওয়ায়, এদের সুরক্ষা আরও কমে গেছে।

৩. হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, ব্যবসা ও উপাসনালয়ে হামলা এবং বাস্তুচূড়তি

২৩২. সাবেক সরকারের পতনের পরপরই, বিশেষ করে গ্রামীণ ও ঐতিহাসিকভাবে উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চলে, যেমন ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট ও দিনাজপুর, এবং অন্যান্য স্থানে, যেমন সিলেট, খুলনা ও রংপুর, হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ের ওপর ব্যাপক হামলার খবর পাওয়া যায়। এসব ধ্বংসযজ্ঞ মূলত সেইসব এলাকায় বেশি সংঘটিত হয়, যেগুলোকে আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মনে করা হয়, কারণ হিন্দুদের প্রায়ই আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।⁴⁰⁴

২৩৩. ওএইচসিএইচআর-এর সাক্ষাৎকারে ওই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু মালিকরা জানান যে তাদের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থানগুলোতে আক্রমণ করা হয়েছে। ফলাফল হিসেবে এদের আর্থিক ক্ষতি ও নিরাপত্তাহীনতার মাত্রা বেড়েছে। সহিংসতার ধরন ছিল সম্পত্তি ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ ও শারীরিক হৃষকি, যেখানে পুলিশের অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া এই সহিংসতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়, যা সিস্টেমিক দায়মুক্তি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, একজন সাক্ষাৎকারদাতা জানিয়েছেন যে ঠাকুরগাঁওয়ে হিন্দুদের শ্শশান ও মন্দির ভাঙ্চুর করা হয়েছে। অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন যে তাদের সম্পত্তির ওপর হামলার পর প্রায় ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ হিন্দু, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার আশঙ্কায়, ভারতের সীমান্তের দিকে পালিয়ে যান, কিন্তু ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (BSF) তাদের ফিরিয়ে দেয়।⁴⁰⁵ আক্রান্ত পরিবারগুলো নিরাপত্তাহীনতা ও ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যেখানে অনেকেই তাদের মূল্যবান সম্পদ, গবাদি পশু এবং পুরো ব্যবসা হারিয়েছেন।⁴⁰⁶

২৩৪. প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, অনেক হামলাকারী আগের সরকারের পতন উদ্যাপনকারী ‘বিজয় মিছিল’-এর অংশ ছিল।⁴⁰⁷ হামলাকারীরা সবসময় একই রাজনৈতিক দলের ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা বিএনপি বা জামায়াতের স্থানীয় সমর্থক বলে পরিচিত হলেও, আবার বিএনপি ও জামায়াতের পক্ষ থেকেও এমন হামলার নিন্দা জানানো হয়েছে। ৬ আগস্টের পর কোথাও কোথাও বিএনপি, জামায়াত বা অন্যান্য সামাজিক সংগঠন হিন্দুদের বাড়িঘর ও উপাসনালয় রক্ষায় চেষ্টা করেছে। বিএনপি, জামায়াত এবং ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ দলের নেতৃত্বে সহ অন্তর্ভুক্ত সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এ ধরণের সহিংসতার নিন্দা জানান।⁴⁰⁸

২৩৫. একাধিক অভিযোগে শোনা গেছে যে, হিন্দু প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে।⁴⁰⁹

২৩৬. অন্তর্ভূতি সরকারের কাছ থেকে ওএইচসিএইচআর প্রাপ্ত জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) তথ্যসূত্রে জানা যায়, ৫ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে ৩৭টি সহিংস হামলা হয়। যশোর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, নাটোর, দিনাজপুর, চাঁদপুর, শরীয়তপুর, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, মেহেরপুর, বরগুনা, বরিশাল, রাজবাড়ী, ঠাকুরগাঁও, ফরিদপুর, পিরোজপুর ও নেত্রকোনায় হামলাগুলো সংঘটিত হয়। বেশিরভাগ ঘটনায় বাড়িঘর বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ভাংচুর, লুটপাট বা আগুন দেয়া হয়। চারটি হামলায় মন্দির ছিল লক্ষ্যবস্তু। কিছু ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়, যার মধ্যে এক নারীর গলা কেটে হত্যা করা হয় এবং এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। ৯ জন ভুক্তভোগী আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ৫টি হামলায় বিএনপি সমর্থক জড়িত ছিল বলে এনএসআই-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।⁴¹⁰ ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ পুলিশ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যাতে ৪-২০ আগস্ট সময়কালে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এক্য পরিষদ (বিএইচবিসিইউসি) উল্লেখিত ১,৭৬৯টি হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। পুলিশের অনুসন্ধান অনুযায়ী, এসব ঘটনার ১,২৩৪টি ছিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ২০টি ছিল সাম্প্রদায়িক মোটিভে এবং ১৬১টি ছিল “ভিত্তিহীন দাবি”।⁴¹¹

আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ

২৩৭. আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদেরকে বৃহত্তর মুসলিম সমাজের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে, কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে বৈরী আচরণের মুখোমুখি হয়। আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে ৫ থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর ৭টি আক্রমণের খবর পাওয়া যায়।⁴¹² ৫ আগস্ট পঞ্চগড় জেলায় কিছু ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে এক দল লোক আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করে, ১১৭টি বাড়িঘর ও একটি মসজিদ ধ্বংস করে। ওএইচসিএইচআর একটি ১৬ বছর বয়সী কিশোরের ঘটনার বর্ণনা পায়, যাকে ওই দিনে মাথায় গুরুতর আঘাত করা হয়; পরে তার মাস্তিক্ষে অঙ্গোপচার হলেও অবস্থা স্থিতিশীল না হয়ে মারা যায়।⁴¹³ ওএইচসিএইচআর জানে না যে এ ঘটনায় দোষীদের বিচারে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে (CHT) আদিবাসীদের ওপর নির্বাতন

২৩৮. পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি বিরোধ এবং সমতল থেকে বাঙালিদের স্থানান্তর, প্রায়ই সামরিক পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছে, যার জেরে স্থানীয় আদিবাসীরা বহুদিন ধরে কোণঠাসা। এদেরকে জাতিসংঘের বিভিন্ন মানবাধিকার মেকানিজম “আদিবাসী” হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও সরকার সাংবিধানিকভাবে “জাতিগত সংখ্যালঘু” বলে।⁴¹⁴ ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তি এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি এবং সেখানে সামরিক উপস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। বিক্ষেভকালে ৫ আগস্টের পর পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অনেকেই নানা হয়রানির শিকার হয়েছে; তাদের আগের সরকারের পক্ষে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে কোটা সংস্কার ইস্যু, পাশাপাশি মিথ্যা প্রচারণা (“একজন বাঙালি শিক্ষার্থীকে স্থানীয় আদিবাসীর কারণে ভর্তি হতে দেয়া হয়নি”—যদিও শেষপর্যন্ত দেখা গেছে উভয়েই ভর্তি হয়েছে) পরিস্থিতি ঘোলাটে করে। এ ধরনের গুজব ঘণ্টা ও উভেজনা বাড়ায়; সামরিক বাহিনী ও স্থানীয় বাঙালি গোষ্ঠীর কিছু সদস্য এতেই আদিবাসীদের আন্দোলন দমন করে।⁴¹⁵

২৩৯. বিক্ষেভ চলাকালে পাহাড়ে স্থানীয় বিষয়, যেমন সামরিক উপস্থিতি প্রত্যাহার, ভূমি অধিকার ইত্যাদি নিয়ে পোস্টার-লিফলেট ও ক্ষুদ্র পরিসরে প্রতিবাদ দেখা গেলেও সামরিক বাহিনীর কড়া নজরদারি ও ধরপাকড়ের ভয়ে বড় ধরনের আন্দোলন হতে পারেনি।⁴¹⁶ সুত্র অনুযায়ী, ৫ আগস্ট বান্দরবানে আদিবাসী ও বাঙালি গ্রন্থের বিক্ষেভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়; কিছু সশন্ত বাঙালি গ্রন্থ ট্রাকে করে এসে স্থানীয় সংসদ সদস্যের বাসায় হামলা চালায় ও এক আদিবাসী ব্যক্তিকে প্রহার করে।⁴¹⁷

মন্দির, মসজিদ, ধর্মীয় স্থাপনা ও উপাসনালয়ে হামলা

২৪০. ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশে মন্দির ও মাজারের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।⁴¹⁸ এই প্রতিবেদনকালের মধ্যে (৫ থেকে ১৫ আগস্ট) বিভিন্ন গণমাধ্যম ও স্থানীয় সূত্রে হিন্দু, আহমদিয়া, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থাপনায় হামলার খবর পাওয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলো রাজনৈতিক প্রতিশোধ, আবার কোথাও ব্যক্তিগত শক্রতা বা ধর্মীয় বিদ্রে—কারণ বহুমুখী।⁴¹⁹

২৪১. ওএইচসিএইচআর স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানাচ্ছে যে আন্দোলন-পরবর্তী

আইনের শাসনের শূন্যতার কারণে সংখ্যালঘু বা আঞ্চলিক জাতিগত জনগোষ্ঠী আরও বেশি সহিংসতার ঝুঁকিতে পড়ে। নিম্নীভূতের অন্তরায় হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রান্তরা পুলিশে অভিযোগ দিতে ভয় পায় বা দিলেও পুলিশ ব্যবস্থা নেয় না। অন্তর্ভুক্তি সরকার জানায় যে ৪ আগস্টের পর ঘটে যাওয়া ১১৫টি ঘটনায় ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।⁴²²

১৪২. ওএইচসিএইচআর ১৫ আগস্টের পরেও এরকম সহিংসতার খবর পেয়েছে, যা এই প্রতিবেদনের সময়সীমার বাইরে। তবু ওএইচসিএইচআর জোর দিয়ে বলছে, এ ধরনের সব অভিযোগ দ্রুত ও স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করা উচিত।

VII. জবাবদিহিমূলক পদক্ষেপ

১৪৩. অন্তর্ভুক্তি সরকারের সঙ্গে ওএইচসিএইচআর এর চুক্তিবদ্ধ কার্যপরিধির অংশ হিসেবে, বিক্ষোভ-পরবর্তী সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের জন্য গৃহীত বিভিন্ন জবাবদিহিমূলক উদ্যোগ কেমন চলছে সেটিও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

১৪৪. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে, বাংলাদেশের ওপর দায়িত্ব বর্তায়—রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের (যেমন বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, নির্যাতন ইত্যাদি) জন্য কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করা, অপরাধীদের যথাযথ বিচার করা, ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ পুনরুত্থান সাধন (reparation) নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড যেন আর না ঘটে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১. ৫ আগস্ট পর্যন্ত কোনো প্রকৃত জবাবদিহিমূলক উদ্যোগ ছিল না

১৪৫. ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে, নিরাপত্তা বাহিনী বা আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা সংঘটিত গুরুতর লঙ্ঘনের বিষয়ে তৎকালীন সরকারের তরফে কোনো উল্লেখযোগ্য তদন্ত বা বিচার-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বলে ওএইচসিএইচআর কোনো প্রমাণ পায়নি।

১৪৬. বাংলাদেশ আইনের আওতায়ও নিরাপত্তা বাহিনীর আগ্নেয়ান্ত্র ব্যবহারের তদন্ত করা আবশ্যিক ছিল। তবুও তৎকালীন জ্যৈষ্ঠ কর্মকর্তারা ওএইচসিএইচআরকে বলেছেন যে এসময় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিবর্ষণের বিষয়ে তদন্ত করা দূরে থাক, নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে কোনো অনুসন্ধানই শুরু হয়নি। যুক্তি হিসেবে তারা বিক্ষোভের কারণে জটিল পরিস্থিতি ও ভুক্তভোগী কর্তৃক কোনো

অভিযোগ না পাওয়ার কথা বললেও, গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থার বারবার করা অভিযোগ স্বতঃপ্রগোদ্ধিত তদন্ত শুরুর জন্য যথেষ্ট ছিল।⁴²⁷

২৪৭. ১৭ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ‘বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি’ গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন, যেখানে তিনজন বিচারক ছিলেন। কিন্তু এর ম্যাণ্ডেট ছিল “কোটা সংস্কার আন্দোলনে সৃষ্ট মৃত্যু, সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি” তদন্ত, যা মূলত বিক্ষেপকারীদের কর্মকাণ্ডের ওপরই দৃষ্টি দেয়। নিরাপত্তা বাহিনীর সহিংসতার প্রসঙ্গ যেন উপেক্ষিত ছিল। একজন সাবেক শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তা ও আরেকজন কর্মকর্তা ওএইচসিএইচআরকে নিশ্চিত করেন যে এই কমিটি কোনো অন্তর্বর্তী বা চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ না করেই ৫ আগস্ট বন্ধ হয়ে যায়।⁴²⁸

২৪৮. প্রকৃতপক্ষে সরকারকে লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহির আওতায় আনতে না গিয়ে বরং উল্টো ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। ডিজিএফআই, এনএসআই, ডিটেকচিভ ব্রাথও অন্যান্য পুলিশের সদস্যরা বিভিন্ন হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণে রাখতেন এবং সেখানকার ডকুমেন্ট জরু করতেন যা সাক্ষ্য হিসেবে প্রয়োজনীয় ছিল।⁴²⁹ অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ মরদেহ আঞ্চীয়দের কাছ থেকে নিয়ে যায় বা গোপনে পুড়িয়ে ফেলে।⁴³⁰ কোথাও কোথাও ভুক্তভোগীর শরীর থেকে গুলি বের করে পুলিশকে হস্তান্তর করা হলেও কোনো লিখিত রেকর্ড রাখা হয়নি।⁴³¹

২৪৯. পুলিশ ও অন্যান্য সংস্থা ভুক্তভোগী, তাদের পরিবার, আইনজীবী, সাংবাদিক ও অন্যদের ভয় দেখিয়ে রাখত, যাতে তারা নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে হতাহতদের বিষয়ে কোনও বিচারিক দাবি উত্থাপন করতে না পারে। বিশেষ করে কিছু সাড়া জাগানো হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে ডিজিএফআইয়ের সদস্যরা পরিবার ও আইনজীবীদের হৃষকি দিয়েছে।⁴³⁴

২৫০. কর্তৃপক্ষ নিজেদের অপরাধ আড়াল করতে ভুল তথ্য প্রচার করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আবু সাঈদ হত্যার ক্ষেত্রে, ব্যাপক ভিডিও ফুটেজ ছিল যে পুলিশই তাকে হত্যা করেছে, তবু শত শত মানুষকে ভুলভাবে অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়।⁴³⁵ আবার অন্যান্য অনেক স্পষ্ট নিরাপত্তা বাহিনীর দায় থাকা হত্যাকাণ্ডকেও বিএনপি বা জামায়াতের উপর দায় চাপানো হয়।⁴³⁶

২৫১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও (এনএইচআরসি) কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। ৩০ জুলাই একবার “মানবাধিকার লঙ্ঘন” বলে উল্লেখ করে বিবৃতি দিলেও সেই পর্যন্তই; কোনো স্বাধীন তদন্ত বা কার্যকর হস্তক্ষেপ করেনি।

২. অন্তর্বর্তী সরকারের চলমান জবাবদিহিমূলক উদ্যোগ

২৫২. অন্তর্বর্তী সরকার গুরুতর লঙ্ঘনের বিচার ও জবাবদিহি নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মূলত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি)-এ দ্রুত মামলা করাকে তারা অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই ট্রাইব্যুনাল ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন অপরাধ বিচারের জন্য ২০০৯ সালে গঠিত হয় এবং ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের আওতায় পরিচালিত হয়, যা ২০২৪ সালের নভেম্বরে সংশোধন করা হয়। আগেও জামায়াতের কয়েকজন নেতাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল, যদিও ওএইচসিএইচআর ও জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা তখনকার বিচারের প্রক্রিয়ায় গুরুতর ত্রুটি ও মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করেছিল।⁴³⁸

২৫৩. ৭ সেপ্টেম্বর, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বেশ কয়েকজন সাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনজীবীকে নতুন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (ICT) প্রধান প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দেয়। এরপর অক্টোবরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার মন্ত্রিসভার ৪৬ জন সাবেক সদস্য, আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও ১৭ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা—সকলকে ‘মানবতাবিরোধী অপরাধে’ অভিযুক্ত করে বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। এদের মধ্যে ২০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে, বাকি গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারি হয়েছে।⁴³⁹

২৫৪. আইসিটি'র বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অতীতের বিচারগুলোতে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার অভাব ছিল বলে সমালোচনা রয়েছে। বর্তমান সরকার সেগুলোর আইনি কাঠামো সংশোধন করলেও কিছু গভীর সমস্যা থেকে গেছে। অনেকে ভাবছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) রাষ্ট্রীয়ভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে অন্তত নিরপেক্ষতা বজায় থাকত।⁴⁴⁰

২৫৫. আগের সমালোচনার প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকার আইসিটি আইন সংশোধন করলেও কিছু সমস্যা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। যেমন, আসামিকে না জানিয়েই যেকোনো পর্যায়ে তাকে জেরা করা অথবা তার ‘চুপ থাকা’ থেকে নেতৃত্বাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিধান এখনো আছে, যা আইসিসিপিআর-এর (ICCP) ১৪(৩) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।⁴⁴¹ অনুপস্থিত আসামির বিচার (trial in absentia) এর বিধানও বহাল রয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ড বিধানও থেকে গেছে।⁴⁴² ওএইচসিএইচআর জাতিসংঘের সাধারণ নীতির আলোকে মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে না; এছাড়া সুষ্ঠু বিচারের মানদণ্ড পূরণে আরও সংশোধন দরকার বলেও তারা মনে করে।⁴⁴³

২৫৬. সাবেক পুলিশ প্রধান, ঢাকার ডিটেকটিভ ব্রাথের প্রধান ও এনটিএমসি'র (NTMC) সাবেক মহাপরিচালকসহ পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ ফৌজদারি আদালতে একাধিক মামলা চলছে।

সেনাবাহিনী, ডিজিএফআই বা এনএসআই-এর কেউ এ ধরনের মামলায় অভিযুক্ত হয়েছে বলে এখনো খবর পাওয়া যায়নি। ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ বাংলাদেশ পুলিশ ও এইচসিএইচআরকে জানায় যে ১,১৮১টি চলমান মামলায় ৪৫৮ জন পুলিশ সদস্যকে অভিযুক্ত করা হয়েছে; এদের মধ্যে ২৫৯ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। ৩৫ জনকে ঢাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, ১৬৩ জন সাময়িক বরখাস্ত হয়েছে।⁴⁴⁴ বিজিবি জানিয়েছে, তাদের গুলিবর্ষণের ঘটনাগুলো বিভাগীয় তদন্তের অধীনে “আইনি ব্যবস্থা চলমান,” তবে বিস্তারিত দেয়নি। দু’জন মধ্যম পর্যায়ের অফিসারকে অপসারণ করেছে বলে জানায় বিজিবি। র্যাব (RAB) জানায়, আটজন র্যাব অফিসারকে প্রত্যাবর্তন করানো হয়েছে তাদের মূল সংস্থায়, যদিও র্যাব “কোনো অবৈধ বা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়নি” বলে দাবী করে।⁴⁴⁶ ডিজিএফআই, আনসার/ভিডিপি বা এনএসআই—কেউই তদন্ত বা জবাবদিহির কোনো পদক্ষেপের কথা জানায়নি।⁴⁴⁷

২৫৭. আইনজীবীরা জানান, মামলাগুলোর অগ্রগতি ধীরগতির। পুরোনো অপপ্রয়োগের মতোই, ভুক্তভোগীদের (রাজনৈতিক চাপে) ‘গণহারে’ মামলা করতে বাধ্য করা হয়েছে বা পুলিশও গণহারে আসামি করেছে। পুলিশের তথ্যমতে, ১,১৮১ মামলায় আসামির সংখ্যা ৯৮, ১৩৭ জন, যাদের মধ্যে ২৫, ০৩৩ জন রাজনৈতিক নেতা।⁴⁴⁸ গড়ে প্রতিটি মামলায় প্রায় ৮৪ জন আসামি, এর মধ্যে ২১ জন রাজনৈতিক নেতা। এতে প্রকৃত অপরাধী খুঁজে বিচারের দিকে যাওয়ার বদলে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া জটিল হচ্ছে।⁴⁴⁹ ওএইচসিএইচআর যে কয়েকটি স্পষ্ট পুলিশের গুলিবর্ষণজনিত হত্যাকাণ্ডের কথা জানে, সেখানে দোষী ব্যক্তিদের প্রায়ই গ্রেপ্তার করা হয়নি বা দেরিতে করা হয়েছে।

২৫৮. পুলিশের বিরুদ্ধে পুলিশের তদন্তে স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ। বাংলাদেশে স্বাধীন কোনো তদন্ত সংস্থা না থাকায় আসামিরা প্রভাব খাটাতে পারে, আর তদন্ত নথি সংগ্রহে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বিষ্ণিত হয়।⁴⁵⁰ আইসিটি'র তদন্ত দলও মূলত সাবেক ও বর্তমান পুলিশ সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল।

২৫৯. অনেক মধ্যম-স্তরের নিরাপত্তা কর্মকর্তা, যারা সরাসরি অপরাধে জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়, এখনো পদে বহাল রয়েছে। ওএইচসিএইচআর জানতে পেরেছে যে কেউ কেউ প্রমাণ লোপাট ও ভুক্তভোগী-সাক্ষীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।⁴⁵¹ নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতন কেন্দ্রের অস্তিত্ব গোপন করতে কেউ কেউ আলামত নষ্ট করার চেষ্টায় আছে বলে জানা যায়।⁴⁵² বিক্ষেপে নিহতদের পরিবার ও আইনজীবীদের এখনো হৃষকি দেয়া হচ্ছে।⁴⁵³ আরেক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গোয়েন্দা শাখার সদস্যরা নিহতের বাড়িতে গিয়ে হৃষকি দেয়।⁴⁵⁴ সাক্ষী-সুরক্ষা প্রক্রিয়ার অভাবেও সাক্ষী ও ভুক্তভোগীরা আতঙ্কে আছে।⁴⁵⁵

২৬০. আসামিপক্ষের আইনজীবীদের ওপরও চাপ আছে। তাদের কেউ কেউ আদালতে চুকতে পারেননি, কেউ শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন বা মামলার কাগজপত্র দেখতে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ আছে।⁴⁵⁶

২৬১. তেমনি সরকারি দায়িত্ব অনুযায়ী, অন্তর্বর্তী সরকারকে আওয়ামী লীগ সমর্থক, পুলিশ বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর প্রতিশোধমূলক হামলার ঘটনাগুলোও তদন্ত করতে হবে। সরকার জানিয়েছে যে তারা অন্তত ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, যেসব মামলা ‘সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার’ সঙ্গে জড়িত।⁴⁵⁷ তবে আওয়ামী লীগ বা পুলিশের ওপর প্রতিশোধমূলক হামলার মামলার মোট পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি।

২৬২. অনেক অপরাধী এখনো ধরাচোয়ার বাইরে রয়ে গেছে। অন্তর্বর্তী সরকার ১৪ অক্টোবর ২০২৪ “জারি করা এক আদেশে” বলেছে যে “১৫ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত যারা এই ‘অভ্যুত্থানকে’ সফল করতে ভূমিকা রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো বিচার, গ্রেপ্তার বা হয়রানি হবে না।”⁴⁵⁸ সরকার ব্যাখ্যা দিয়েছে যে এ ঘটনাগুলো “প্রধানত চরম আত্মরক্ষামূলক বা চরম উসকানির প্রতিক্রিয়ায় ঘটেছে,” যা অনেকাংশে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে বলে তাদের দাবি।⁴⁵⁹ কিন্তু ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড, যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, গুরুতর আক্রমণ, বাসস্থানসমূহে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির মতো অপরাধকে যদি সাধারণ ক্ষমা বা বিরতিতে ফেলা হয়, তবে তা মানুষের জীবন, নিরাপত্তা ও বৈষম্যমুক্তির অধিকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলবে। ভুক্তভোগীদের দেওয়ানি মামলা ও ক্ষতিপূরণ দাবির অধিকারও বজায় রাখা উচিত।⁴⁶⁰

২৬৩. গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকারদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনও অত্যন্ত জরুরি। অনেক পরিবার উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়েছে, কেউ আজীবন পঙ্কত্ববরণ করেছে। এক অন্ধ ব্যক্তি বলেছেন, “আমরা ভিক্ষা চাই না, আমরা সরকারের কাছে চাকরি চাই, কেননা তারা আমাদের চোখ কেড়ে নিয়েছে, আমরা আর কাজ করতে পারি না।”⁴⁶¹ ১৭ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা দেয় যে আহতদের চিকিৎসার ব্যয়ভার তারা বহন করবে, যদিও বাস্তবে তা প্রয়োগে নানা সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে।⁴⁶² সেপ্টেম্বর ২০২৪, অন্তর্বর্তী সরকার ‘জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন’ গঠন করে, যারা হতাহতদের পরিবারকে সহায়তা দিচ্ছে। বছরের শেষে ৪৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে বলে জানায় সরকার; ২০২৫-এর জানুয়ারিতে আরও ৬৩৮ কোটি টাকা বিতরণের ঘোষণা আসে।⁴⁶³

২৬৪. অন্তর্ভূতী সরকার আরও কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন শহিদদের স্মরণে খেলার মাঠ বা স্টেডিয়ামগুলোর নামকরণ ও “উদ্বোধন অধিদপ্তর” (Uprising Directorate) গঠন করে বিক্ষেপের ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্যোগ। নাগরিক উদ্যোগে চিরকর্ম ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যাপারেও সরকার ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। ভুক্তভোগী ও নাগরিক সমাজ “হিলিং সার্কেল” গঠন করে মানসিক সহায়তারও চেষ্টা চালাচ্ছে।

২৬৫. এ ছাড়া ২০২৪ সালের সময়কালে অন্তর্ভূতী সরকার অতীতের বহুদিনের দীর্ঘস্থায়ী দায়মুক্তির চক্র ভাঙার প্রচেষ্টাও শুরু করেছে। বিশেষ করে গুম-ফিরিয়ে না দেওয়ার আন্তর্জাতিক সনদে অনুসমর্থন, ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে গুমকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং গুম তদন্তে একটি কমিশন গঠন করা ইত্যাদি পদক্ষেপ। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ ঐ কমিশন জানায়, তাদের অন্তর্ভূতী প্রতিবেদনে প্রাথমিকভাবে ৭৫৮টি গুমের ঘটনা নিশ্চিত হয়েছে, যেখানে র্যাব, গোয়েন্দা শাখা (ডিবি), সিটিটিসি ও ডিজিএফআই-এর সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। তারা র্যাব বিলুপ্ত করার সুপারিশ করে।⁴⁶⁶

VIII. আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়-দায়িত্বসংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

২৬৬. উপর্যুক্ত তথ্য ও বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত তৎকালীন সরকার ও তার নিরাপত্তা-গোয়েন্দা বাহিনী, আওয়ামী লীগের সহিংস অংশের যৌথ পরিকল্পনায় ধারাবাহিকভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতন সংঘটিত হয়েছে। এসব লঙ্ঘন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শীর্ষ নিরাপত্তা-কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ জানা ও নির্দেশে সংঘটিত হয়েছিল।

২৬৭. তৎকালীন সরকারের আওতায় সংঘটিত লঙ্ঘনগুলো জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, নির্যাতনমুক্ত থাকার অধিকার, বন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণ, সুবিচারের অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার, বৈষম্যহীনতার অধিকার, সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্যের অধিকার, শিশুদের অধিকার এবং কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার লঙ্ঘন করেছে।

২৬৮. বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী’র স্থানীয় কিছু সদস্য ও সমর্থক পাল্টা প্রতিহিংসামূলক সহিংসতা চালিয়েছে। এসময়ে হিন্দুদের ওপরও সহিংসতা আরোপিত হয়েছে, যার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় পরিলক্ষিত হয়।

২৬৯. অন্তর্ভুক্তি সরকারের দায়িত্ব হলো এসব গুরুতর লঙ্ঘন ও প্রতিহিংসামূলক নির্যাতনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা—অর্থাৎ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদঘাটন করা, অভিযুক্তদের আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বিচারের সম্মুখীন করা, ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দান, এবং এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১. তৎকালীন সরকার ও আওয়ামী লীগ

২৭০. ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনী ও আওয়ামী লীগ-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি পরিকল্পিতভাবে বিক্ষেপ দমনে যে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, তা ক্ষমতায় ঢিকে থাকার প্রয়াস থেকেই সংঘটিত হয়েছে। জুলাইয়ের শুরুতে সরকার ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রকাশ্যে ও গোপনে ইঙ্গিত দিয়েছিল যে বিক্ষেপ কঠোর হাতে দমন করা হবে, এবং আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে ‘রাজাকার’ ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করেছিল। জনপ্রিয়তা হারানো সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে এক বড় ভূমকি বলে তারা ভেবেছিল।

২৭১. আওয়ামী লীগ ও তৎকালীন সরকার সশস্ত্র কর্মী ও বাহিনীগুলোকে ধারাবাহিকভাবে কাজে লাগায়, সহিংসতার মাত্রা বাড়তে থাকে, ফলে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, গুরুতর আহত হওয়া, নির্বিচার গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও অপদস্তার ঘটনা ঘটে।

ছাত্রলীগ ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ সমর্থক

২৭২. প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থীদের ওপর অমানবিক হামলা চালায়, যারা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষেপ করছিল। শেখ হাসিনার উসকানিমূলক মতব্যের পর আওয়ামী লীগের বহু নেতা-মন্ত্রী এটিকে আরও উসকে দেন। ছাত্রলীগ সভাপতি ঘোষণা করে যে কোনো ‘রাজাকার’কে ১৫ জুলাইয়ের পর রাস্তায় দেখতে দেবে না, এবং সে ছাত্রলীগ ও অন্যদেরকে তাদের মতো ব্যবস্থা নিতে বলে। আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তি ও মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরও প্রকাশ্যে একইরকম উসকানিমূলক বক্তব্য দেন। আরও তিনজন মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের ‘দেশদ্রোহী’ ও ‘রাজাকার’ আখ্যা দিয়ে তাদের ওপর আক্রমণের আহ্বান জানান।⁴⁶⁷

২৭৩. বিক্ষেপ অব্যাহত থাকার পর, সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীরা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মিলেই আরও সহিংস আক্রমণ চালায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছে।⁴⁶⁸

বাংলাদেশ পুলিশ, র্যাব, বিজিবি এবং আনসার/ভিডিপি

২৭৪. ১৬ জুলাই থেকে বাংলাদেশ পুলিশ শিক্ষার্থীদের শাস্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করা থেকে বিরত রাখতে বলপ্রয়োগের নানা লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ১৭ জুলাই ঢাবিতে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) যথার্থ আইনি ভিত্তি ছাড়া সহিংস পদ্ধতিতে আন্দোলন দমন করার ঘটনাও ছিল।⁴⁶⁹

২৭৫. বিক্ষেপ সামগ্রিকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আগেই, সরকার ইতোমধ্যে র্যাব, বিজিবি এবং আনসার/ভিডিপির সশস্ত্র প্যারামিলিটারি বাহিনী মোতায়েন করেছিল, যেন প্রতিক্রিয়া আরও সামরিকীকরণের মাধ্যমে দিনে দিনে প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের মাত্রা বাড়ানো যায় বলে মনে হয়।⁴⁷⁰ ঢাকা ও অন্যান্য শহরে বিক্ষেপকারীরা সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার (শাটডাউন) চেষ্টা করলে সরকার তা পুরোমাত্রায় সামরিক কৌশলে দমন করতে থাকে। উপরে হেলিকপ্টারে ঘোরাফেরা করে ভয় দেখানোর পাশাপাশি, মাটিতে পুলিশ ও র্যাব অনুপাতে বেশি শক্তি প্রয়োগ করে—বিশেষ করে সামরিক রাইফেল ও শটগানে প্রাণঘাতী গুলি ব্যবহার করে। অনেক আন্দোলনকারী রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করলেও, তারা অবিলম্বে কারো জীবন বা গুরুতর আঘাতের হৃষকি ছিল না। অনেকে তাই আত্মরক্ষায় বাধ্য হয়।

২৭৬. জনতার মাঝে থেকে কেউ কেউ অবৈধভাবে সহিংস কর্মকাণ্ড শুরু করে—সরকারি ভবন, যোগাযোগ অবকাঠামো ও পুলিশের ওপর হামলা চালাতে থাকে। এর বিপরীতে সরকার নির্বিচারে ও অনুপাতহীনভাবে আগ্নেয়ান্ত্র ব্যবহার করে। ১৮ জুলাই একদল মানুষ বিটিভি ভবনে আক্রমণ চালিয়ে প্রায় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেললে, সরকার নিরাপত্তা বাহিনীকে “যে কোনো মূল্যে শক্তি প্রয়োগের” নির্দেশ দেয়। এর পর থেকে ১৯ জুলাই থেকে, বিজিবি, পুলিশ ও র্যাব মিশ্র জনতার ওপর (যেখানে

শাস্তিপূর্ণ বিক্ষেপকারী ও সহিংস দাঙ্গাকারী দুই ধরণের মানুষই ছিল) গুলির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয়।⁴⁷¹

২৭৭. কিছু ক্ষেত্রে, পুলিশসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী উদ্দেশ্যমূলকভাবে গুলিবর্ষণ করে মানুষকে হত্যা বা পঙ্ক করে। শিশুদের ক্ষেত্রেও কাছ থেকে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

২৭৮. অন্তত তিনটি ঘটনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা সামরিক রাইফেলে প্রাণঘাতী গুলি ভরে বিক্ষেপকারীদের দিকে গুলি চালায়, যার ফলে অন্তত একজনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়।⁴⁷² সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলো স্বয়ংক্রিয় অন্ত্র ব্যবহার করে আকাশের দিকে গুলি চালায়, যা দায়িত্বহীন পদক্ষেপ এবং সম্ভবত বাড়তি হতাহতের কারণ হয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে, অন্যান্য বাহিনীর তুলনায় সেনাবাহিনীর হাতে বেআইনি বলপ্রয়োগের উদাহরণ তুলনামূলক কম পাওয়া গেছে। ওএইচসিএইচআর দেখতে পেয়েছে যে, মাঠপর্যায়ের অফিসার ও সৈনিকরা আগেয়ান্ত্র ব্যবহার না করার ব্যাপারে ক্রমশ বিরোধিতা প্রকাশ করেছে। জুনিয়র অফিসাররা ৩ আগস্টের সেনা বৈঠকে সেনাপ্রধানকে সরাসরি জানিয়ে দেয় যে তারা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালাতে চায় না।

২৭৯. তবু, পুলিশ ও প্যারামিলিটারি বাহিনীর গুরুতর লঙ্ঘনের সুযোগ করে দিতে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, যাত্রাবাড়ীতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশ ও র্যাব বহু বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটায়; সেনাবাহিনী তখন ওই অঞ্চলে উপস্থিত থেকে পুলিশ-র্যাবকে পাল্টা আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়।⁴⁷³ সেনাবাহিনী যাত্রাবাড়ী অভিযানের পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশ নেয়, সেখানে সৈন্য মোতায়েন করে, এবং সেনাপ্রধান ব্যক্তিগতভাবে এলাকাটি আন্দোলনকারী মুক্ত হওয়ার বিষয়টি যাচাই করে দেখেন। জুলাইয়ের শেষদিকে সেনাবাহিনী আরও “পেরিমিটার সিকিউরিটি” ও প্রস্তুত বাহিনী সরবরাহ করে, যাতে পুলিশ ও র্যাব গণহারে ধরপাকড় চালিয়ে ব্যাপক বিক্ষেপ আর যেন জ্বলে না ওঠে। ৪ আগস্ট সেনাপ্রধান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য উর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে ৫ আগস্টের “মার্চ টু ঢাকা” থামানোর পরিকল্পনার সঙ্গে একমত হন। তবে শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও বিজিবি মূলত পরোক্ষ ভূমিকায় ছিল; তারা পরিকল্পনাটি পুরোপুরি কার্যকর করেনি।⁴⁷⁴ সেনাবাহিনী অন্তর্ভূতি সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা রাখে, পাশাপাশি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে—ফলে দেশের আইনি প্রক্রিয়ার নাগালের বাইরে চলে যান তিনি।

গোয়েন্দা সংস্থা এবং পুলিশের বিশেষায়িত শাখা

২৮০. গোয়েন্দা সংস্থাগুলি – এনএসআই, এনটিএমসি এবং সশস্ত্র বাহিনীর ডিজিএফআই – এবং পুলিশের বিশেষ শাখাগুলি – গোয়েন্দা শাখা, বিশেষ শাখা এবং কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড

ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) – আন্দোলন দমন অভিযানে সহিংসতার মাধ্যমে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত ছিল। এরা সবাই জুলাইয়ের শেষদিকে ব্যাপক গণগ্রেপ্তারের জন্য গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে। এসব তথ্য অবৈধ গণনজরদারির মাধ্যমে (যেমন এনটিএমসি ব্যবহার করে) সংগৃহীত হত। ডিজিএফআই, এনএসআই এবং ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ হাসপাতালগুলোতে মোতায়েন হয়ে আহত আন্দোলনকারীদের তথ্য সংগ্রহ, রোগীদের গ্রেপ্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ভয় দেখানোর মাধ্যমে জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা ব্যাহত করে।⁴⁷⁵ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ মিট্টো রোড সদরদপ্তরে গোপনে আটক রেখে নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ করে, স্বীকারোক্তি আদায়ের উদ্দেশ্যে—শিশুদের ক্ষেত্রেও একইভাবে করা হয়। সিটিটিসি arbitrary detention বা অন্যায্যভাবে আটক রাখার একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল, যেখানে শিশুদেরও রাখা হত। ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ও ডিজিএফআই একসঙ্গে শিক্ষার্থীবন্ধীদের অপহরণ ও বেআইনি আটক করে, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে বিক্ষোভ ত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা করে।⁴⁷⁶

২৮১. এ সংস্থাগুলো লঙ্ঘন লুকানোর নানা পরিকল্পনায়ও অগ্রণী ভূমিকা রাখে। এনটিএমসি বিটিআরসি'র (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কমিশন) সঙ্গে মিলে ইন্টারনেট শাটডাউন দেয় ঠিক সেসব সময়ে ও এলাকায়, যাতে গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে চলে আসা লঙ্ঘনগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ না পায়।⁴⁷⁷ ডিজিএফআই ও এনএসআই, সেইসাথে তথ্য মন্ত্রণালয় ও র্যাব, গণমাধ্যমকে বাধ্য করে পুরো সত্য তুলে না ধরতে বা না লেখতে।⁴⁷⁸ পাশাপাশি ডিজিএফআই পুলিশকে সহায়তা করে ভুক্তভোগী ও তাদের আইনজীবীদের হৃষকি দিতে, যাতে তারা মুখ বন্ধ রাখে।⁴⁷⁹

রাজনৈতিক নেতৃত্ব

২৮২. পুলিশ, প্যারামিলিটারি, সামরিক ও গোয়েন্দা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শাখাকে কাজে লাগিয়ে ধারাবাহিকভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতন করার বিষয়টি তৎকালীন সরকার ও আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের জ্ঞাতসারে, তাদের পরিচালনা ও সমন্বয়ে ঘটেছে। দৃশ্যত, এসব কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সরাসরি জড়িত ছিল।

২৮৩. তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়মিত “কোর কমিটি”র বৈঠকে সভাপতিত্ব করতেন, যেখানে পুলিশপ্রধান, প্যারামিলিটারি বাহিনীর প্রধান, গোয়েন্দাপ্রধানসহ ২০ জুলাই থেকে সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ এক প্রতিনিধি অংশ নিতেন।⁴⁸⁰ এই বৈঠকে সামগ্রিক কৌশল, বাহিনীর মোতায়েন, নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হতো।

২৮৪. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমবয়ের পাশাপাশি, সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ও সম্পৃক্ত ছিল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী প্রতিদিন ডিজিএফআই, এনএসআই ও পুলিশের বিশেষ শাখার প্রধানদের কাছ থেকে প্রতিবেদন নিতেন। এদের প্রত্যেকের সরাসরি তাকে জানানোর লাইন ছিল। ২১ জুলাই জমা দেওয়া প্রতিবেদনে অত্যধিক বলপ্রয়োগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়।⁴⁸¹ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও আগস্টের শুরুতে এসব নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছিলেন।⁴⁸² প্রধানমন্ত্রী অন্তত ২৯ জুলাই মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে আন্দোলনসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।⁴⁸³ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জ্যৈষ্ঠ উপদেষ্টারা সরাসরি ও ফোনের মাধ্যমে উর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে অভিযান তদারকি ও নির্দেশনা দিতেন।⁴⁸⁴

২৮৫. রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নিরাপত্তা বাহিনীর শীর্ষরা নিজ চোখে মাঠপর্যায়ে কী হচ্ছে তা দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইজিপি ও ডিএমপি কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে ২০ বা ২১ জুলাই যাত্রাবাড়ীতে যান, যেখানে পুলিশ ও র্যাব ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও যাত্রাবাড়ী থানার আশেপাশে বহুজনকে গুলি করে হত্যা করছিল। সেখানকার একটি যাচাইকৃত ভিডিওতে এক স্থানীয় পুলিশ কমান্ডারকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও দুই শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাকে বলতে দেখা যায়, পুলিশ মানুষকে গুলি করে মারছে।⁴⁸⁵ আবার, ডিএমপি কমিশনার নিজেও মিন্টো রোডে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন, যেখানে তখন অতিরিক্তসংখ্যক মানুষকে বেআইনিভাবে আটক রাখা হয়েছিল এবং অনেককেই নির্যাতন করা হচ্ছিল।⁴⁸⁶ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীও বেশ কয়েকটি হাসপাতাল দেখতে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং জুলাইয়ের শেষদিকে নিরাপত্তা বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকারদের পরিবারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।⁴⁸⁷

২৮৬. কয়েকজন সাবেক কর্মকর্তা ও এইচসিএইচআরের কাছে দাবি করেন যে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাহিনীকে বলপ্রয়োগ সীমিত রাখতে ও আইনের মধ্যে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মাঠপর্যায়ের সদস্যরা তা অমান্য করে।⁴⁸⁸ তবে এমন দাবি খুবই সন্দেহজনক। কেননা দেশে ও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ, অন্যান্য বাহিনী ও আওয়ামী লীগ-সমর্থিত সশস্ত্র কর্মীরা একই ধরনের সহিংস কার্যকলাপে যুক্ত ছিল, এবং তারা দীর্ঘ সময় ধরে পরম্পর সমন্বিতভাবে এসব করেছে। ওএইচসিএইচআর মনে করে, সব নিরাপত্তা বাহিনী একযোগে শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছে—এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বরং, আগের বছরগুলোর কোটা আন্দোলনসহ অতীতের আন্দোলন দমনে যে ধরনগুলো দেখা গেছে, তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যদিও ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা নজিরবিহীন। সবচেয়ে গুরুতর যেসব মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে, তার বেশিরভাগই করেছেন দক্ষ, উচ্চ প্রশিক্ষিত ও দৃঢ়

নিয়মানুবর্তিতাসম্পন্ন বাহিনীর সদস্যরা, যারা সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে (যেমন বিজিবি ও র্যাব) বা প্রধানমন্ত্রীর অধীনে (যেমন ডিজিএফআই ও এনএসআই) কাজ করত।

২৮৭. সংঘটিত কোনো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন আসলে কোনো কার্যকর তদন্ত বা জবাবদিহির আওতায় পড়েনি। শীর্ষ নেতৃত্ব বহুবার মাঠপর্যায়ের তথ্য পেয়েছে। অথচ, তারা উল্লেখ মিথ্যা প্রচারণায় (আন্দোলনকারী ও বিরোধী পক্ষের ওপর দোষ চাপিয়ে) বা ঘটনাগুলো ধামাচাপা দিতে সাহায্য করেছে।⁴⁸⁹

২৮৮. কয়েকজন জ্যৈষ্ঠ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার অনুসারে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সরাসরি “মাথাদের” খুঁজে বের করে (আন্দোলনের মূল নেতাদের) মেরে লাশ গুম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ১৯ জুলাইয়ের এক বৈঠকে। অন্যান্য বৈঠকেও তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সহিংসভাবে আন্দোলনকারী মুক্ত করতে বলেন। সুত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ও ডিজিএফআই মিলে ছাত্রনেতাদের গোপনে আটক করে রাখার এবং বানোয়াট স্বীকারোক্তি আদায়ের ব্যাপারেও সম্মতি দেন। ২৯ জুলাই মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে তিনি ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ প্রধানকে অপসারণের আদেশ দেন, কারণ সে বন্দিদের জোরপূর্বক ভিড়ও বার্তা প্রকাশ করে জনমনে নেতৃত্বাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল; কিন্তু সেই বেআইনি আটক বা জবরদস্তির তদন্তের কোনো নির্দেশ দেননি। ৪ আগস্ট তিনি সকালে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ও সন্ধ্যায় বাসভবনে আরেকটি বৈঠক করেন, যাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য উর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই “মার্ট টু ঢাকা” প্রতিহত করতে বলপ্রয়োগের পরিকল্পনা পাকা হয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পুলিশ (এবং অন্তত একটি ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সদস্যরাও) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন করে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায় এবং বিচারবহির্ভূত হত্যা করে।⁴⁹⁰

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিষয়ে আরও ফৌজদারি তদন্তের প্রয়োজন

২৯০. ওএইচসিএইচআর-এর দৃঢ় ধারণা, সরকার-সমর্থিত এই সহিংস দমননীতি বজায় রাখতে, বিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে এবং যারা বিক্ষেপে যোগ দিতে পারে বা আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারে—এমন বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও পদ্ধতিগত আক্রমণ চালানো হয়েছে। এর মধ্যে হত্যা, নির্যাতন, বন্দিত্ব ও অমানবিক আচরণ অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রাক্তন সরকারের ক্ষমতায় ঢিকে থাকার নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে। যদিও এখানে প্রয়োজনীয় প্রমাণের মানদণ্ড আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত করার প্রয়োজনীয় মানের তুলনায় কম, তথাপি এ প্রমাণগুলো যথেষ্ট কারণ জোগায় যে মানবতাবিরোধী অপরাধ, স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে নির্যাতন, এবং স্থানীয়

আইনের অধীনে গুরুতর অপরাধের বিষয়ে অধিকতর ফৌজদারি তদন্ত হওয়া উচিত। রোম স্ট্যাটিউটের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী—বাংলাদেশ যেহেতু এর সদস্য—মানবতাবিরোধী অপরাধ বলতে বুঝায় ব্যাপক বা পদ্ধতিগতভাবে বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণ, এবং অপরাধীরা জানত যে এটি ওই আক্রমণেরই অংশ বা সেটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে করা হচ্ছে।⁴⁹¹ “বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ” মানে একাধিক হত্যা, নির্যাতন বা অন্যান্য নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সেই পরিকল্পিত নীতির বাস্তবায়ন।⁴⁹²

২৯১. ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট সময়কালে হত্যা, নির্যাতন, বন্দিত্ব ও অমানবিক আচরণ—এসবই এক সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বেসামরিক জনগোষ্ঠীর ওপর ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। সেই লক্ষ্যবস্তু ছিল মূলত আন্দোলনকারী এবং যারা সরকার অনুমান করেছিল আন্দোলনে যোগ দিতে পারে বা একে সহায়তা করতে পারে, যেমন শিক্ষার্থী, বিরোধী দলীয় সদস্য, সাংবাদিক ও অন্যরা, এমনকি নিছক যুবক-বেকার-নগরবাসী হলেই সন্দেহভাজন হিসেবে ধরা হত।

২৯২. এই প্রেক্ষাপটে, নিরাপত্তা বাহিনী ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের হাতে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তার একটা বড় অংশই রোম স্ট্যাটিউটের ৭ অনুচ্ছেদের আলোকে মানবতাবিরোধী অপরাধের (হত্যা) মধ্যে পড়বে।⁴⁹³ কিছু ক্ষেত্রে প্রতিরোধহীন বিক্ষেপকারীদের কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, কাছ থেকেই সরাসরি গুলি করা হয়েছে। আরও অনেক ক্ষেত্রে তারা সামরিক রাইফেল ও স্বয়ংক্রিয় পিস্টল ব্যবহার করে মাথা বা দেহ লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে বা কাছ থেকে শটগানের ধাতব গুলি ছোড়ে, এবং বহু রাউন্ড ফায়ার করা হয়েছে। গুলি ছোড়ার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ও তাদের কমান্ডাররা জানতেন বা অন্তত বোঝার কথা যে এতে অনিবার্যভাবে কেউ মারা যাবেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আত্মরক্ষা বা অন্য কাউকে রক্ষার যুক্তি এখানে খাটে না, কারণ ভুক্তভোগীরা হয় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী বা দাঙ্গাকারী ছিল, কিন্তু তারা তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণঘাতী হৃমকি দেয়নি।

২৯৩. নিরাপত্তা বাহিনী ও আওয়ামী লীগ সমর্থক যারা বেআইনিভাবে গুলি চালায় অথবা দা-কুড়াল বা অন্যান্য মারাত্মক অন্ত্র দিয়ে আন্দোলনকারীদের আক্রমণ করে, তারাও অমানবিক আচরণের (inhumane acts) অপরাধে জড়িত, যা ভুক্তভোগীদের মারাত্মক কষ্ট ও শারীরিক ক্ষতি সাধন করেছে—অনেকেই চোখে অন্ধ, চিরতরে পঙ্ক, মাথার খুলি ফেটে যাওয়া কিংবা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন।

২৯৪. নিরাপত্তা বাহিনী নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা বা হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের ওপর নির্যাতন (torture) চালিয়েছে।⁴⁹⁶ পুলিশের, ডিটেকটিভ ভ্রাঞ্চের বা ডিজিএফআই'র হেফাজতে মারাত্মক

মারধর, ইলেকট্রিক শক, প্রাণনাশের হুমকি এবং শারীরিক-মানসিক চরম নিপীড়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় কিংবা ভয় দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য। অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিক্ষেপভূলেই, কাছ থেকে গুলি করে পঙ্কু করা হয়েছে, যেন এটি এক প্রকার শাস্তি হয়।

২৯৫. হাজার হাজার মানুষকে অন্যায়ভাবে আটক রাখা হয়েছে, যদিও তারা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বা মতপ্রকাশের অধিকারই প্রয়োগ করছিল।⁴⁹⁷ ভুক্তভোগীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিনা পরোয়ানায় বাড়িতে গিয়ে বা রাস্তায় গণহারে ধরে—বিনা যথার্থ কারণে, কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই। অনেককে এরপর অজ্ঞাতস্থানে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল অমানবিক পরিবেশে, আদালতে না নিয়ে গিয়ে বা দেরিতে নিয়ে গিয়ে। শিশুদেরও প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে আটক রাখা হয়েছে; কিছু শিশু এবং বহু প্রাপ্তবয়স্ক পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনের শিকার।

২৯৬. এসব কর্মকাণ্ড ঘটেছে এক সম্প্রসারিত, পদ্ধতিগত আক্রমণের অংশ হিসেবে। এ আক্রমণের বিস্তৃতি ও মিলনকেন্দ্র সারা দেশে দেখা গেছে, যেখানে নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনীর বিভিন্ন শাখা যোগ দেয়। ব্যাপক সরকারিভাবে হেলিকপ্টার, সাঁজোয়া যান এবং বিশালসংখ্যক পুলিশ-সেনা-র্যাব প্রয়োগ করা হয়। বিক্ষেপ বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই সহিংসতার বিস্তারও বাড়ে। আগের সরকারি শাসনামলে আন্দোলন দমনে যে ধরনের কৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল, এ ঘটনায়ও তা দেখা যায়।

২৯৭. ওএইচসিএইচআর-এর কাছে যুক্তিসম্মত কারণ রয়েছে মনে করার যে এসব ব্যাপক ও পদ্ধতিগত আক্রমণ সরকার-সমর্থিত নীতির আওতায় এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে করা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নিরাপত্তার শীর্ষ কর্মকর্তারা সমন্বয় করে এই আক্রমণের নকশা এঁকেছেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সহিংস ও বেআইনি উপায়ে বিক্ষেপ দমন করে ক্ষমতায় টিকে থাকা। এ নীতি কার্যকর করতে গিয়ে তারা ইন্টারনেট বন্ধ করাসহ (shut down), ভিন্ন পক্ষকে মিথ্যাভাবে দোষী সাব্যস্ত করা, গণমাধ্যম ও ভুক্তভোগী-আইনজীবী-পরিবারকে হুমকি দেওয়ার মতো পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

২৯৮. পুলিশ, অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী, আওয়ামী লীগ সমর্থকদের অনেকেই জানত যে তারা এক ব্যাপক ও পদ্ধতিগত আক্রমণের অংশ হয়ে কাজ করছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে আন্দোলন দমন ও সরকারের ক্ষমতা ধরে রাখা। এমনকি অনেকে আগের সরকারের আমলেও কোটা আন্দোলন, ২০১৮ সালের বিক্ষেপ, কিংবা ২০২১-২০২৩ সালের বিভিন্ন আন্দোলন দমনে সম্পৃক্ত ছিল। এদিকে বহু সেনা সদস্য ও জুনিয়র অফিসার যখন বোঝে যে নিজের দেশের মানুষের ওপর গুলি চালানো বেআইনি এবং নিষ্ক শান্তিপূর্ণ বিক্ষেপ দমনের অভিপ্রায়েই এটি করা হচ্ছে, তখন তারা

গুলি করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু বহু পুলিশ ও অন্য সদস্যরা বরং “সরকার রক্ষা করার” যুক্তিতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সায় দিয়েছে।⁴⁹⁹

২. বিক্ষেপ আন্দোলন, অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সাধারণ জনগণ

২৯৯. ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ ছিল একটি ছাতার মতো সংগঠন, যেখানে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী’র ছাত্র সংগঠনের সদস্যসহ বিভিন্ন শিক্ষার্থী জড়ে হয়েছিল।⁵⁰⁰ তারা যখন ১৮ জুলাই থেকে টানা সড়ক অবরোধ ও পরিবহনব্যবস্থা বন্ধের ডাক দেয়, বিএনপি ও জামায়াত তাদের আহ্বানকে সমর্থন করে—উভয় দলের সমর্থকেরাও ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়, সাধারণ মানুষের বড় অংশও যুক্ত হয়।

৩০০. কিন্তু বাধা বা অবরোধ তৈরির আহ্বান ছাড়িয়ে অনেকে সরাসরি সহিংসতায় লিপ্ত হয়। সহিংস কিছু দল শুধু ভবন বা সম্পত্তি ভাঁচুরই করেনি, বরং আওয়ামী লীগথেঁষা মিডিয়ায় হামলা চালিয়েছে, মানুষের অবস্থান থাকা ভবনে আগুন দিয়েছে, আওয়ামী লীগ সমর্থক ও পুলিশকর্মীদের উপর সহিংস হামলা বা লিপ্তিৎ পর্যন্ত করেছে। বিশেষ করে ৪ আগস্ট থেকে সরকার নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকলে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষুর স্থানীয় জনতা প্রতিশোধ নিচ্ছে। আবার কোথাও বিএনপি ও জামায়াতের কর্মী-নেতারাও এই সহিংস ঘটনায় যুক্ত ছিলেন।

বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্ব

৩০১. সাবেক কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা দাবি করেন যে তারা গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছিলেন—আন্দোলনের নামে এই সহিংসতা মূলত বিএনপি ও জামায়াতের পরিকল্পিত।⁵⁰¹ তারা প্রমাণ হিসেবে পুলিশ-সংশ্লিষ্ট ও সরকারি ভবন, পরিবহন অবকাঠামোর ওপর ব্যাপক হামলার কথা উল্লেখ করেন।⁵⁰² ওএইচসিএইচআর এ দাবির সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। বরং প্রত্যন্ত বহু স্থানে পুলিশের দ্বারা যে রাষ্ট্রীয় নির্যাতন হয়েছে, সেখানকার মানুষ কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়াই এই সহিংস আচরণ করেছে বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত। যেমন যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, আশুলিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে পুলিশের আগের গুরুতর নিপীড়নের প্রতিশোধ নেয় স্থানীয় জনতা।

৩০২. ওএইচসিএইচআর যাচাই করে দেখেছে, বিএনপি বা জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রকাশ্যে সহিংসতার ডাক দেয়নি। তবে সহিংসতা থেকে বিরত থাকার আহ্বানও তারা দিয়েছে—এমন সুস্পষ্ট

প্রমাণ মেলেনি। পরে বিএনপি সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানায় এবং ৪৪ জন নেতা-কর্মীকে বহিষ্কারের কথা প্রকাশ করেন।

৩০৩. বিক্ষেপ চলাকালে ও পরবর্তী সময়ে হিন্দু, আহমদিয়া মুসলিম ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্মীয় স্থানে হামলা, গুরুতর শারীরিক আক্রমণ ও অন্তত এক হত্যাকাণ্ডের খবর রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিশোধ, ধর্মীয় ও জাতিগত বিদ্রোহ, ব্যক্তি-স্বরাজনৈতিক বিরোধ—নানা উদ্দেশ্যে তা ঘটেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিএনপি বা জামায়াতের স্থানীয় নেতা-কর্মীরাও এসব হামলায় জড়িত ছিল, তবে দলীয় কেন্দ্র থেকে এসবকে সমর্থন করা হয়নি; বরং নিন্দা করা হয়েছে। ওএইচসিএইচআর কেন্দ্রীয় কোনো পরিকল্পনার প্রমাণ পায়নি।

ছাত্রনেতারা

৩০৪. ওএইচসিএইচআর দেখেছে, বিচ্ছিন্ন কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সহিংস আচরণ শুরু করে, যেমন ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর হামলা বা সম্পত্তি ভাঙচুর। তবে সবচেয়ে গুরুতর প্রতিশোধমূলক হামলার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীরা জানিয়েছে, তারা হামলাকারীদের ভিন্ন ধরনের পোশাক, বয়স বা আর্থ-সামাজিক পটভূমি লক্ষ্য করেছে—যা মূল আন্দোলনে থাকা শিক্ষার্থীদের চেয়ে আলাদা।

৩০৫. ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’-এর নেতারা সাধারণত শান্তিপূর্ণ কৌশলের উপর জোর দিতেন। ৬ আগস্ট সংগঠনের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা অগ্নিসংযোগ বা হামলা বন্ধের (বিশেষ করে গণমাধ্যম ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর) আহ্বান জানান।

৩. অন্তর্বর্তী সরকার

৩০৬. অন্তর্বর্তী সরকার ৮ আগস্ট ক্ষমতা নেওয়ার পরই অগ্রাধিকার দেয় আইনশৃঙ্খলা পুনর্বহালে। সাময়িকভাবে সেনা সদস্যদের সঙ্গে কিছু বিজিবি ও আনসার/ভিডিপির সদস্যকে থানায় মোতায়েন করা হয়। কয়েকদিন পর পুলিশ কিছুটা স্বাভাবিকভাবে কাজে ফিরতে শুরু করে, তবে প্রতিশোধমূলক হামলা পুরোপুরি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। মেয়াদ শুরুর প্রথম দিনগুলোতে প্রধান উপদেষ্টা মানুষের প্রতি সহিংসতা পরিহারের আহ্বান জানান এবং রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের শান্ত থাকার অনুরোধ করেন। তিনি সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার নিন্দা জানান এবং যুবসমাজকে আহ্বান করেন সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে।

৩০৭. অন্তর্বর্তী সরকার আগের সরকারের গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনা এবং সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় যুক্ত ১০০ জনকে গ্রেপ্তারের খবর জানায়। তবে আইনশৃঙ্খলা ও বিচারব্যবস্থার যে কাঠামোগত ত্রুটিগুলো আগে থেকেই ছিল, যেমন দায়মুক্তি, ভিত্তিহীন গণহারে মামলা ও গ্রেপ্তার, সেগুলো কাজকে ব্যাহত করছে। গুরুতর সহিংসতা মামলায় বিচার নিশ্চিত করতে সময় ও স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রক্রিয়া চালানো দরকার। বিচারব্যবস্থাকে হতে হবে নিরপেক্ষ ও প্রমাণভিত্তিক, যেন রাজনৈতিক আনুগত্য বা বহিরাগত কোনো চাপ প্রভাব ফেলতে না পারে। আওয়ামী লীগ-ঘনিষ্ঠ বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক সহিংসতা বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রেও বিচারহীনতা বরদাশত করা চলবে না।

৩০৮. যথাযথ প্রক্রিয়া ও সুবিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি, ওএইচসিএইচআর মনে করে যে, ন্যায়বিচারকে সমন্বিতভাবে বড় পরিসরে রূপান্তরকামী সুবিচারের (transitional justice) সঙ্গে যুক্ত করা উচিত, যাতে সত্য-উদ্ঘাটন, ক্ষতিপূরণ, স্মৃতিচারণ ও কাঠামোগত বৈষম্য দূর করা—সবই অন্তর্ভুক্ত হয়। তবেই ভবিষ্যতে এই ধরনের পুনরাবৃত্তি ঠেকানো, জাতীয় ঐক্য পুনর্গঠন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। এ জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, বিশেষ করে ভুক্তভোগী ও তাদের সম্প্রদায়কে সংলাপের সুযোগ দিতে হবে, যাতে তারা তাদের দাবি ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে পারেন এবং রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলো একসঙ্গে দেশের স্বার্থে তা সমাধানের পথ তৈরি করতে পারে।

IX. দমনমূলক চক্রের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে মূল কারণগুলো নিরসন

৩০৯. ২০২৪ সালের বিক্ষেপ ছিল বিরল উদাহরণ, যেখানে রাষ্ট্রের পুরো নিরাপত্তা-যন্ত্র ও ক্ষমতাসীন দলের সহিংস সমর্থকদের অভূতপূর্ব নির্যাতন সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছে। তবে এ আন্দোলন পেছনে রয়েছে বিগত বছরগুলোর দমনের ধারাবাহিকতা। এর আগেও পুলিশের নেতৃত্বে, সাথে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কর্মী যুক্ত হয়ে বড় বড় বিক্ষেপ দমন করেছে—অনেক সময় গুলি, গণহারে গ্রেপ্তার, নির্যাতন, নজরদারি এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের বিক্ষেপে মানুষ হত্যার ঘটনা, ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের কোটা সংক্ষার ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে সহিংস দমন, ২০২১-২০২৩ সময়কালে বিভিন্ন নাগরিক ও বিরোধী দলীয় প্রতিবাদে গুলি ও মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার—সবই একই প্যাটার্নে পড়ে।

৩১০. রাজনেতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তাব্যবস্থা ও পুলিশের militarization বা সামরিকীকরণ, পুরনো আইনি কাঠামো, নিয়মতান্ত্রিক দায়মুক্তি, ভয়ভীতির সংস্কৃতি—এসবই এই চক্রকে চালু রেখেছে। যদি এই কাঠামো বদলে না ফেলা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে যে কোনো কর্তৃত্ববাদী মানসিকতার সরকার আবারও একই পদ্ধতিতে নাগরিক বা রাজনেতিক অস্থিরতা দমনের চেষ্টা করতে পারে।

৩১১. অন্তর্বর্তী সরকার এরই মধ্যে পুলিশ, বিচারবিভাগ, দুর্নীতি দমন, গণমাধ্যম, নারী বিষয়কসহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এগুলো যদি মানুষের অধিকারকেন্দ্রিক সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং সেসব সংস্কার বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে যে ধরনের লঙ্ঘন ঘটেছে তা পুনরায় ঘটার সম্ভাবনা কমবে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকারগুলোর কালেও যেন এ সংস্কার বজায় থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

১. বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অনুপাতহীন শক্তি ব্যবহারের সুযোগ রেখে দেয়া পুরনো আইন

৩১২. বাংলাদেশে জনমনে অসন্তোষ প্রকাশের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যেখানে আন্দোলন মাঝেমধ্যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলেও শাস্তিপূর্ণ আন্দোলনের উদাহরনই বেশি। অনেক সময় এসব শাস্তিপূর্ণ বিক্ষোভও অতিরিক্ত বা অনুপাতহীন শক্তি দিয়ে দমন করা হয়েছে। পুলিশ আইনের (১৮৬১ সালে করা উপনিবেশিক যুগের আইন) মাধ্যমে এখনো পুলিশকে মূলত নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়, নাগরিকের সুরক্ষাকারী হিসেবে নয়। ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রগতিশীল পুলিশের একটি অধ্যাদেশের খসড়া তৈরি হলেও পরে সেটি আর আলোর মুখ দেখেনি, কারণ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে সেটি বাস্তবায়ন করেনি।

৩১৩. পুলিশের দৈনন্দিন কার্যপ্রক্রিয়া ১৯৪৩ সালের বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশন অনুযায়ী চলে—এটিও এক উপনিবেশিক যুগের নমুনা। আন্তর্জাতিক আইনের বিপরীতে, এ নিয়মাবলিতে সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনে বেআইনি সমাবেশ ভাঙ্গতে পুলিশকে প্রাণঘাতী গুলি চালানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। এমনকি কখন গুলি সরাসরি জনতার ওপর চালাতে হবে সেটিও স্পষ্ট করা আছে।

৩১৪. কয়েকজন সাবেক কর্মকর্তা ও এইচসিএইচআরকে জানিয়েছেন, সম্পত্তি রক্ষায় প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগ আইনত অনুমোদিত—যা আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। তাঁরা যুক্তি হিসেবে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধিতে থাকা “স্বয়ংরক্ষা (Self-defence)” সম্পর্কিত বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও সেগুলোও প্রধানত প্রাণনাশ বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা থাকলেই কেবল প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের কথা বলে। তাছাড়া বেসরকারি লোকজনের মধ্যে আত্মরক্ষার নিয়ম আর আইন-শৃঙ্খলা

রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষেত্রে একই হতে পারে না। এই পরিস্থিতি আরও জোর দেয়, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী হালনাগাদ পুলিশ আইন প্রণয়ন কর্তৃ জরুরি।

২. নিরাপত্তা খাতে রাজনীতিকরণ

৩১৫. একই রাজনৈতিক দলের টানা পনেরো বছরের শাসনকালে রাষ্ট্রব্যবস্থের প্রায় সর্বান্বৈ দলীয়করণ বেড়েছে, যার মধ্যে নিরাপত্তা খাতও রয়েছে। বহু পুলিশ কর্মকর্তা মেধা বা পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, বরং আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে নিয়োগ বা পদোন্নতি পেয়ে এসেছেন বলে অভিযোগ। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি) বা এর উপরের নিয়োগে ডিজিএফআই, এনএসআই ও স্পেশাল ব্রাঞ্ছ প্রার্থীর কিংবা তার পরিবারের রাজনৈতিক সংযোগ খুঁজে দেখতো, এবং শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর দিতেন। গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট, যেমন মহানগর পুলিশের ডিটেকচিভ ব্রাঞ্ছ, সশস্ত্রভাবে আওয়ামী লীগের ‘অনুগত’ ব্যক্তিদের দিয়ে পূরণ করা হতো।⁵¹⁵ কেউ কেউ বলছেন, এটিকে আগের সরকারগুলোও অপ্রয়োগ করেছে, কারণ পুলিশের নিয়োগ-প্রচারনায় স্বাধীন কোনো কমিশন কখনো গড়ে উঠেনি।

৩১৬. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রয়েছে ঐতিহাসিকভাবে রাজনীতিতে জড়ানোর নজির—কিছু সামরিক অভ্যর্থনাও ঘটেছে। সেনাবাহিনী তুলনামূলকভাবে কম রাজনীতিকৃত বলে জনমনে ধারণা থাকলেও, ভেতরে পরিচিতি থাকা ব্যক্তিরা ওএইচসিএইচআরকে জানিয়েছেন যে উর্ধ্বতন স্তরে দলীয় আনুগত্য দেখে পদোন্নতি বা অবস্থান পাওয়া হতো। যারা অনুগত নয়, তাদের দূরবর্তী জায়গায় বদলি করা হতো কিংবা অনৈতিক চাপে পদত্যাগে বাধ্য করা হতো। এই কারণেই সামরিক নেতৃত্বের মাধ্যমে প্যারামিলিটারি বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পরিচালিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হতো।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক দায়মুক্তি ও রাজনৈতিক অনুগত বিচারব্যবস্থা

৩১৭. এই দলীয়করণের কারণে নিরাপত্তা বাহিনী ও শাসক দলের মধ্যে এক ধরনের “আমি তোমাকে সাহায্য করব, তুমও আমাকে করবে” মনোভাব গড়ে উঠে। ক্ষমতাসীন দলের চ্যালেঞ্জ দমনে নিরাপত্তা বাহিনী সদা প্রস্তুত থাকে এবং দলীয় অপরাধকেও দেখেও দেখে না, অন্যদিকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দুর্নীতিতে ক্ষমতাসীন দল তাদের রক্ষা করে।

৩১৮. গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি হওয়া মোটের ওপর বিরল ব্যাপার। ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলো ২,৫৯৭টি কথিত

বিচারবহুর্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ৭০৮টি গুমের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছে। র্যাব একাই ৮০০টিরও বেশি হত্যাকাণ্ড ও প্রায় ২২০টি গুমের অভিযোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু র্যাব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র একটি মামলায় (যেখানে নিহত ব্যক্তি স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন) হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ডিজিএফআই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ১৭০টির বেশি গুমের অভিযোগ পাওয়া গেলেও কেউ বিচারের মুখোমুখি হয়নি।

৩১৯. জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটি (Committee against Torture) বহুবার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট থেকে স্বীকারোক্তি আদায় কিংবা ঘূষ আদায়ের জন্য নির্যাতনের খবর পেয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৩ সালে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুবিরোধী আইন পাস করলেও তারপরেও অন্তত ১০৩ জনকে নির্যাতন করে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। সরকার বলছে, এই আইনের আওতায় ২৪টি মামলা হয়েছে, মাত্র একটিতে পুলিশ কর্মকর্তাদের দোষী সাব্যস্ত করা গেছে।

৩২০. এসব দায়মুক্তি আইনি ধারায় প্রার্থিতানিকভাবে সুরক্ষিত। দণ্ডবিধির ১৩২ ধারা অনুযায়ী, সরকারি কর্মকর্তাকে বিচারের মুখোমুখি করতে সরকারের অনুমতি নিতে হয়, এবং “সুপ্রতিপালন” (good faith)-এর অজুহাতে অনেক কিছুই পার পেয়ে যায়। এতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা সহজ হয়।

৩২১. বাংলাদেশে পুলিশই পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্ত করে, আর প্রায়ই একই এলাকার পুলিশ নিজ সহকর্মীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হয়। ২০০৯ সালে পুলিশের অভ্যন্তরীণ নজরদারি ইউনিট গড়ে উঠলেও তা কমপক্ষে ক্ষমতাবান কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রায় অকার্যকর।

৩২২. নিয়মিত বিচারব্যবস্থায় স্বাধীন কোনো প্রসিকিউশন সার্ভিস নেই—পুলিশের প্রস্তুত করা মামলাই আদালতে উপস্থাপন করেন সরকারনিযুক্ত আইনজীবীরা। এতে করে সরকার চাইলেই রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে কাউকে নিরোগ দেয় ও মামলা পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

৩২৩. বিচারব্যবস্থা পর্যাপ্ত তহবিল পায় না, এবং সেখানে বর্তমানে প্রায় ৪২ লাখ মামলা পেন্ডিং (এর মধ্যে ২৪ লাখ ফৌজদারি মামলা)। একে বরাবরই রাজনীতিকৃত ও দুর্নীতি-প্রবণ বলে মনে করা হয়, যার ওপর রাজনৈতিক চাপ ও ভীতি প্রদর্শনের প্রভাব থাকে। বিচারকদের বদলি বা পদোন্নতি আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে হওয়ায় বছদিন ধরে স্বচ্ছ নিয়ম ছাড়া প্রভাব খাটানো সহজ হয়েছে।⁵²⁸ ২০১৬ সালে পার্লামেন্ট একটি সংশোধনী পাস করে নিজেদেরকে বিচারক অপসারণের

ক্ষমতা দেয়, যা সুপ্রিম কোর্ট ২০২৪ সালের ২০ অক্টোবর বাতিল করেছে। ফলে ক্ষমতা ফিরে যায় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে।

৩২৪. অন্য নজরদারি সংস্থাগুলোর অবস্থাও একই রকম। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) প্যারিস প্রিসিপল অনুযায়ী স্বাধীন হওয়ার কথা, কিন্তু সেখানে সরকারের আঙ্গোবহ সদস্যদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আইনি কাঠামোতেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে তদন্তের যথেষ্ট ক্ষমতা কমিশনের নেই।

৩২৫. ফলশ্রুতিতে ভুক্তভোগীদের কোনো বিচার বা প্রতিকার মেলে না। দীর্ঘদিনের অনুদ্যাটিত গুরুতর লঙ্ঘনের বোৰা থেকে মানুষের ক্ষেত্র বাড়ে, সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয় এবং সংহতি বিনষ্ট হয়।

৪. নাগরিক পরিসর সংকোচন ও দমনমূলক আইনি কাঠামো

৩২৬. আগের সরকার বিচারব্যবস্থা ও নিরাপত্তা apparatus ব্যবহার করে শক্ত হাতে বাংলাদেশের গতিশীল সুশীল সমাজকে দমন করে। কঠোর আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বলে নাগরিক সমাজ, বিরোধী দলীয় কর্মী, সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন, আইনজীবী ও ভুক্তভোগীরা নিরন্তর ভীতি, হয়রানি, মিথ্যা মামলা—কেউ কেউ গুম বা হত্যার শিকার হয়েছেন।

৩২৭. ২০১৬ সালের বিদেশি অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন (Foreign Donation Regulation Act) সরকারকে এনজিওর কর্মকাণ্ড বিস্তারিত অনুসন্ধান, মনিটর করা ও মূল্যায়ন করার ব্যাপক ক্ষমতা দেয়। প্রধানমন্ত্রী নিয়ন্ত্রণাধীন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (NGO Affairs Bureau) এনজিও নিবন্ধন বাতিল, তহবিল স্থগিত ও প্রকল্প অনুমোদন বিলম্ব করিয়ে ভিন্নমত দমনে ব্যবহার করেছে। বহু মানবাধিকার সংগঠন কার্যত বন্ধ হয়ে যায় বা স্থগিত থাকে।

৩২৮. উক্ত বিদেশি অনুদান আইন, সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯, উপনিবেশিক আমলের অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩, দণ্ডবিধির মানহানিক সংক্রান্ত ধারা, আইসিটি আইন ২০০৬, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০১৮ এবং ২০২৩ সালে প্রণীত সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট—সবকটিতেই বিস্তৃত ও অস্পষ্ট অপরাধের সংজ্ঞা আছে। এগুলো সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী ও বিরোধী রাজনীতিকদের ওপর মামলা করে মুখ বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয়েছে। বহু আইনে বিচারবহির্ভুত প্রেস্টার, তল্লাশি, জব্দ ও নজরদারির ব্যাপক ক্ষমতা রাখা হয়েছে।

৩২৯. আগের সরকার সারা দেশে ব্যাপক ইন্টারনেট, টেলিকম ও সিসিটিভি নজরদারি স্থাপন করে “সব কিছু দেখা হচ্ছে” এমন ভীতি তৈরি করে। ডিম্বমত পোষণকারী বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে খুঁজে পেতে এই নজরদারি এবং কখনো গুমের মতো ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে এনটিএমসি (NTMC) কাজ করে, যা বিদেশি (ইসরায়েলি বা অন্যান্য দেশের) প্রযুক্তির সাহায্যে নজরদারি চালায় বলে জানা যায়। পুলিশ, ডিজিএফআই, এনএসআই, র্যাবসহ অন্য বাহিনীর সঙ্গে এনটিএমসি সংযুক্ত, ফলে তাদেরও ব্যাপক ও নিয়ন্ত্রণহীন প্রবেশাধিকার আছে।⁵³⁴ এনটিএমসি মূলত বিটিআরএ (BTRA) আইনের দুর্বল ও বিস্তৃত ধারা ব্যবহার করে, যাতে আন্তর্জাতিক মানানুগ ডিজিটাল নজরদারি নিয়ন্ত্রণের বিধান নেই।

৩৩০. একই আইনি ধারা ব্যবহার করে এনটিএমসি ও বিটিআরসি (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কমিশন) সরকারের নির্দেশে ওয়েবসাইট বা সামাজিক মাধ্যম ব্লক করা বা পুরো ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর ইন্টারনেট শাটডাউন ছিল অত্যন্ত চরম, কিন্তু আগে ২০১২ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত অন্তত ১৭ বার এভাবে নির্বাচন, বিক্ষোভ বা অস্থিরতার সময়ে ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছিল।

৫. আইন ও বাস্তবতায় কাঠামোগত বৈষম্য

৩৩১. বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস ও সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি থেকে কাঠামোগত বৈষম্যের জন্ম হয়েছে। সংবিধানে বৈষম্য নিষিদ্ধ থাকলেও, ১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতীয়তাবাদের ওপর গুরুত্ব দিয়ে “বাঙালি” পরিচয়কে সর্বোচ্চ তুলে ধরা হয়, অন্য জাতিগোষ্ঠী এক প্রকার উপোক্ষিত থাকে। পরবর্তীতে ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে ‘ইসলাম’ রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় ইসলামিক পরিচয়কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

৩৩২. গ্রামীণ ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার সুযোগ ও সামাজিক সেবা কম থাকার কারণে সেখানে সাক্ষরতার হার নিম্ন, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সীমিত। প্রশাসনিক পর্যায়ে বরাদ্দ, আইনশৃঙ্খলার প্রয়োগ ও বিচারব্যবস্থায় বৈষম্যমূলক চর্চা চলছে—এতে সংখ্যালঘুরা আরও বেশি ঝুঁকির মুখে পড়ে, আইনি প্রতিকারও পায় না।

৩৩৩. নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বেড়েছে, তবে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক মতামত দেয়া বা প্রতিবাদে যুক্ত হওয়া নারীরা সামাজিক স্তরে নানা ধরনের লিঙ্গবিদ্বেষের মুখোমুখি হন। আন্দোলন দমনের সময়ও দেখা গেছে, নারী শিক্ষার্থী ও অন্য নারীরা যৌন সহিংসতা ও হয়রানির শিকার হয়েছে। দেশে এখনো এ ধরনের সহিংসতার পুরুষতান্ত্রিক ঐতিহ্য দৃঢ়, এবং

আইনসম্মতভাবে পুরোপুরি অপরাধায়ন করা হয়নি বলে অনেক অপরাধী নির্লজ্জে এমন কাজ করে।⁵³⁸

X. সুপারিশমালা

৩৩৪. ওএইচসিএইচআরের সাক্ষাত্কারে অনেক বিক্ষোভকারী—যারা গুরুতর আহত হয়েছেন—বলেন, তারা বলেন সত্যিকার পরিবর্তনের আশায় প্রাণ ও ভবিষ্যৎকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন, যাতে দেশে স্বাধীনতা, সমতা ও সবার জন্য সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এত ব্যাপক ও গুরুতর লঙ্ঘন এবং এর গভীরে থাকা কারণে শিগগিরিই পদক্ষেপ ও সংস্কার অপরিহার্য, যাতে ভবিষ্যতে একই ঘটনা আবার না ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় কেবল ২০২৪ সালের আন্দোলনই নয়, পূর্বের রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার ভুক্তভোগী ও সম্প্রদায়দের দাবি শোনার সুযোগ থাকতে হবে—তারা যেন ন্যায়বিচার ও প্রতিকার পায়, এবং দেশের অগ্রগতিতে তাদের মতামত রাখতে পারে।

৩৩৫. ন্যায়বিচার ও জবাবদিহির পাশাপাশি, নিরাপত্তা ও বিচারব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার, দমনমূলক আইন ও প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তকরণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় সুগভীর পরিবর্তন আনা ও অত্যন্ত জরুরি।

৩৩৬. ওএইচসিএইচআর অন্তর্বর্তী সরকার ও ভবিষ্যৎ নির্বাচিত সরকারের প্রতি নিম্নোক্ত সুপারিশ দিচ্ছে। এদের বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও পরামর্শ দিতে ওএইচসিএইচআর প্রস্তুত।

৩৩৭. বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ, গুম, ঘোন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা—এবং প্রতিশোধমূলক সহিংসতার ঘটনাগুলো—সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতিতে তদন্ত ও বিচার করুন। এর মধ্যে ২০২৪ কোটা আন্দোলনের আগের ঘটনাগুলোও অন্তর্ভুক্ত হোক। সর্বোচ্চ পর্যায়ে কমান্ড বা নেতৃত্বের যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। ভুক্তভোগীদের যেন কার্যকর প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পথ থাকে।

৩৩৮. অবিলম্বে প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংরক্ষণ (যেমন সরকারি নির্দেশ, অভ্যন্তরীণ নথিপত্র, ফরেনসিক আলামত) করুন। যারা আলামত গোপন বা ধ্বংসের চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক বা ফৌজদারি ব্যবস্থা নিন। ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের সুরক্ষায় স্বাধীন সাক্ষী-সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করুন। তাদের ভয় দেখালে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিন।

৩৩৯. ফৌজদারি কার্যবিধির ১৩২ অনুচ্ছেদ ও অনুরূপ বিধানে “সুপ্রতিপালন”-এর নামে যে প্রকার একতরফা অনাক্রম্যতা দেয়া হয়েছে, তা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে বাধাহীন প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করুন।

৩৪০. আইনি কাঠামোতে এমন সংশোধনী আনুন, যাতে বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অপরাধের অভিযোগ পাওয়া গেলে সেটির বিচার নিয়মিত আদালতেই হয়—সেনাবাহিনীর সদস্য বা অন্য সামরিক আইনের অধীন কর্মী হলেও।

৩৪১. যেসব কর্মকর্তা বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগের মুখে আছেন, বিশেষ করে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত ও (প্রয়োজন হলে) বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্ত বা অপসারণ করুন।

৩৪২. সার্বিক ও সমর্পিত রূপান্তরকামী সুবিচার (transitional justice) পদ্ধতির ব্যাপারে একটি সর্বজনীন সংলাপ শুরু করুন। এর মাধ্যমে ফৌজদারি বিচারপ্রক্রিয়া (বিশেষ করে শীর্ষ দায়ী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে) যেন ভুক্তভোগী-কেন্দ্রিক হয়। অতীতের গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের পুরোনো ক্ষত নিরাময়, পুনরাবৃত্তি রোধ, সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি, জাতীয় সুস্থিরতা—সবগুলো লক্ষ্য একসঙ্গে কাজ করুন। সত্য-উদ্ঘাটন, ক্ষতিপূরণ, স্মৃতি সংরক্ষণ, নিরাপত্তা খাতে গভীর সংশোধন ও দায়মুক্তি রোধের নিশ্চয়তা এ পদ্ধতির অংশ হোক।

৩৪৩. স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে দাবিগুলো মূল্যায়ন করতে, এবং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সমানভাবে ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও অন্যান্য সহায়তা দিতে ভুক্তভোগী-কেন্দ্রিক পুনরুদ্ধার (reparation) প্রক্রিয়া জোরদার ও অর্থায়ন বৃদ্ধি করুন।

৩৪৪. একটি স্বাধীন পাবলিক প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করুন, যেখানে পেশাগত দক্ষতা, সততা ও যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকা পূর্ণকালীন সদস্যরা কাজ করবেন। যেন রাজনৈতিক বা পক্ষপাতদুষ্ট কোনো ভিত্তিতে নিয়োগের সুযোগ না থাকে। সরকারি কোসুলিরা কোনোরূপ ভয়ভীতি বা অনুচিত প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করুন।

৩৪৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠানগত ও ব্যক্তিগত—উভয় স্তরেই নিশ্চিত করুন। যেন কোনো স্বচ্ছন্দ ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিচারকদের নিয়োগ, অপসারণ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। রাজনৈতিক চাপে বা ঘৃষ-দুর্নীতির প্রভাবে তারা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না

হন। উপযুক্ত বেতন ও স্থায়িত্ব দিন। বিশেষ করে গ্রেপ্তার, আটকের বৈধতা, নিরাপত্তা বাহিনীর বলপ্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটরা যেন স্বতন্ত্রভাবে নজরদারি করতে পারেন।

৩৪৬. বিচার বিভাগকে যথেষ্ট আর্থিক ও জনবল সহায়তা দিন, যাতে তারা গ্রেপ্তার, তল্লাশি, জব্ব ও নজরদারির ওপর প্রকৃত তদারকি করতে পারে; একই সঙ্গে যেন রাজনৈতিক বা দলীয় প্রভাব খাটানোর সুযোগ না থাকে।

১. জবাবদিহি ও বিচারব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ৩৪৭-৩৪৯)

৩৪৭. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালসহ (আইসিটি) সবক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োগের ওপর অবিলম্বে স্থগিতাদেশ (moratorium) জারি করুন। পাশাপাশি মৃত্যুদণ্ড পুরোপুরি বিলুপ্ত করা এবং আইসিসিপিআরের দ্বিতীয় ঐচ্ছিক প্রোটোকলে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

৩৪৮. গুম-তদন্ত বিষয়ক জাতীয় কমিশনকে (National Commission on Enforced Disappearances) আরও সহায়তা ও সম্পদ সরবরাহ করুন এবং কমিশনের অনুসন্ধান ও সুপারিশসমূহ প্রকাশ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করুন। গোয়েন্দা, আধাসামরিক, পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর যেকোনো গোপন আটককেন্দ্রের অবস্থান প্রকাশ করুন ও সেগুলো বন্ধ করুন। সেসব স্থানে সংঘটিত গুম, নির্যাতন ও অন্যান্য অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়ীদের চিহ্নিত করে তদন্ত ও বিচার করুন।

৩৪৯. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালসংক্রান্ত চলমান সুবিচার ও নিরপেক্ষতার ঘাটতি, এবং সেখানে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার বিষয়টি নিরসনে আরও পদক্ষেপ নিন। এদিকে, পরিপূরকতার (complementarity) নীতিকে গুরুত্ব দিয়ে, এই প্রতিবেদনে বর্ণিত পরিস্থিতি রোম স্ট্যাটিউটের ১৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটরের নিকট তদন্তের জন্য প্রেরণ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

২. পুলিশ ও নিরাপত্তা খাত (অনুচ্ছেদ ৩৫০-৩৫৯)

৩৫০. পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল (১৯৪৩) সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত (যাতে বলপ্রয়োগসংক্রান্ত বিধান আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়), একটি বাধ্যতামূলক নির্দেশিকা জারি করুন। এতে জনতাকে ছ্বত্বঙ্গ করতে ধাতব গুলি বা অন্য প্রাণঘাতী গুলি ব্যবহার নিষিদ্ধ

করা হোক এবং কেবলমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতে—যখন জীবন বা গুরুতর শারীরিক ক্ষতির আশ্চর্যকারী রয়েছে—সেসব ব্যবহারের অনুমতি দিন। জননিরাপত্তার নামে পুলিশ বা অন্য নিরাপত্তা বাহিনীতে শটগানের জন্য ধাতব গুলি সরবরাহ অবিলম্বে বন্ধ করুন। সাঁজোয়া-বিদ্রকারী গুলি (armour-piercing) কেবল সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর ব্যবহারের জন্য সীমিত রাখুন। গণসমাবেশ বা বিক্ষেপ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ ও নীতিমালা সংস্কার করুন, যাতে কম-প্রাণঘাতী পদ্ধতি, সরঞ্জাম, এবং যোগাযোগনির্ভর শাস্তিপূর্ণ পদ্ধা ব্যবহারের ওপর জোর দেয়া হয়।

৩৫১. পুলিশকে গণহারে মামলা বা গণহারে গ্রেপ্তার করার অনুশীলন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে একটি কঠোর নির্দেশ জারি ও কার্যকর করুন, বিশেষত যখন সন্দেহভাজনদের তালিকা অত্যধিক বিস্তৃত অথবা যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া তৈরি করা হয়। মিথ্যা অভিযোগ দায়ের বা হয়রানিমূলক গ্রেপ্তারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে বিভাগীয় ও ফৌজদারি ব্যবস্থা নিন।

৩৫২. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পুরোপুরি কার্যকর করতে একটি বাধ্যতামূলক নির্দেশ জারি ও বাস্তবায়ন করুন। একটি স্বাধীন নির্যাতন-নিরোধ ও বন্দি-পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি গঠন করুন এবং নির্যাতনবিরোধী কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রোটোকলে (OPCAT) সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন। পুলিশের তদন্ত পদ্ধতি, আদেশ, নীতিমালা ও প্রশিক্ষণ চেলে সাজান—ফরেনসিক, জোর-জবরদস্তি-বিহীন জিজ্ঞাসাবাদসহ অন্যান্য পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব বাড়ান, যাতে জোরপূর্বক স্বীকারোভিউ উপর নির্ভরশীলতা কমে।

৩৫৩. ২০০৭ সালের পুলিশের খসড়া অধ্যাদেশকে (Police Ordinance) ভিত্তি করে ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন, সেইসাথে মহানগর পুলিশের অন্যান্য অধ্যাদেশ বাতিল করুন। এর বদলে এমন আইন প্রণয়ন করুন, যাতে জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও জনসুরক্ষায় পুলিশের ভূমিকা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুসারে জোর দেয়া হয়। পুলিশের মধ্যে দুর্নীতি রোধ, গুরুতর অপরাধ বা অন্যায়ের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত ও ধীরে ধীরে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা পুনর্গঠনের জন্যও উদ্যোগ নিন।

৩৫৪. রাষ্ট্রের সরকারী, বিরোধী ও স্বাধীন-নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি জাতীয় পুলিশ কমিশনের অধীনে, স্বচ্ছ, ন্যায্য ও মেধাভিত্তিক পুলিশ নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ও অপসারণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করুন।

৩৫৫. পুলিশ অভ্যন্তরীণ নজরদারির (Police Oversight Unit) পরিবর্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করুন। সেখানে স্বাধীন সদস্যরা থাকবেন, যাদের মধ্যে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে,

এবং তাদের বিশেষজ্ঞ জনবল ও আইনগত ক্ষমতা থাকবে। এটি হবে সর্বসাধারণের অভিযোগ গ্রহণের সংস্থা, যারা নিজেরাই পুলিশ সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যান্য গুরুতর অপব্যবহারের ঘটনায় কার্যকর তদন্ত চালাবে এবং প্রসিকিউশনের জন্য মামলা পাঠাবে। একই পদ্ধতিতে সশস্ত্র বাহিনী ও বিজিবি সদস্যদের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে জবাবদিহি কাঠামোও সংস্কার করুন।

৩৫৬. র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) বিলুপ্ত করুন এবং যারা গুরুতর লঙ্ঘনের সাথে জড়িত নয়, তাদেরকে তাদের মূল সংস্থায় ফেরত পাঠান। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে সীমান্ত-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ রাখুন এবং ডিজিএফআইকে সামরিক গোয়েন্দা কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত করুন, তাদের সম্পদ ও আইনগত ক্ষমতা সেই অনুযায়ী সংযত ও সুনির্দিষ্ট করুন। আনসার/ভিডিপিকে সামরিকীকৃত প্রশাসনের বাইরে এনে আইনশঙ্খলা সহায়ক কাজে নিয়োজিত রাখুন, কিন্তু নাগরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করুন।

৩৫৭. একটি অধ্যাদেশ জারি করুন (এবং পরে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করুন), যাতে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ও পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে অতি সীমিত সময়ের জন্যই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় নিয়োগ করা যায়। সেসময় তারা নাগরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করবে, এবং তাদের কার্যপরিধি ও কর্তৃত্ব সংক্রান্ত সব তথ্য জনগণের কাছে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে হবে।

৩৫৮. পুলিশ, গোয়েন্দা, বিজিবি, আনসার-ভিডিপি এবং সশস্ত্র বাহিনীর সব কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ব্যাপারে একটি স্বচ্ছ, স্বাধীন ও ন্যায়সঙ্গত যাচাই (vetting) প্রক্রিয়া চালান। এতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ থাকতে পারে। যারা গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন বা দুর্নীতিতে যুক্ত, তাদেরকে অপসারণ করুন।

৩৫৯. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বা অন্য যে কোনো আন্তর্জাতিক মিশনে বাংলাদেশি সদস্য প্রেরণের আগে একটি কার্যকর ও যথেষ্ট স্বাধীন মানবাধিকার যাচাই প্রক্রিয়া (screening mechanism) প্রণয়ন করুন, যাতে কেউ যদি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, মানবিক বা শরণার্থী আইনের গুরুতর লঙ্ঘনে জড়িত থাকে, কিংবা যৌন নির্যাতন বা নিপীড়নের বিশ্বস্ত অভিযোগ থাকে, তবে সে ঐ মিশনে যেতে না পারে। এই প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সরকার যেন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বিভাগকে (UN DPO) অবহিত করে যে—র্যাব, ডিজিএফআই অথবা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চে আগে কর্মরত ছিলেন এমন কোনো সদস্য, কিংবা ২০২৪ সালের

আন্দোলন অথবা অতীতের অন্যান্য আন্দোলন দমনে বলপ্রয়োগজনিত লঙ্ঘনে জড়িত কোনো বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যদের শাস্তিরক্ষায় পাঠানো হবে না।

৩. নাগরিক পরিসর (অনুচ্ছেদ ৩৬০-৩৬৪)

৩৬০. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আইনগুলো রাখিত বা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত, সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০২৩, অফিসিয়াল সিক্রেটি অ্যাক্ট, সন্ত্রাসবিরোধী আইন এবং দণ্ডবিধির মানহানি সংক্রান্ত ধারা—এমন অতিরিক্ত বিস্তৃত বিধানের আওতায় মানুষের বিরুদ্ধে তদন্ত, গ্রেপ্তার বা বিচার কাজ অবিলম্বে বন্ধ রাখুন, কারণ ঐসব ধারা ঐতিহাসিকভাবে স্বাধীন সাংবাদিকতা ও নাগরিক-রাজনৈতিক মতপ্রকাশ দমনে ব্যবহার হয়েছে। এই আইনগুলো (এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪) অনুযায়ী অত্যধিক গ্রেপ্তার, তল্লাশি, জব্দ ও নজরদারির ক্ষমতা কমিয়ে আনুন এবং সেগুলোর ওপর যথাযথ বিচারিক তদারকি নিশ্চিত করুন।

৩৬১. সাংবাদিক, আইনজীবী, শ্রমিক নেতা, নাগরিক সমাজের কর্মী ও অন্যান্য মানবাধিকার রক্ষাকারীর বিরুদ্ধে (যেসব কাজ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে সংরক্ষিত, যেমন মতপ্রকাশ ও শাস্তিপূর্ণ সমাবেশ) চলমান সকল ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করুন।

৩৬২. সাংবাদিক, আওয়ামী লীগ সমর্থক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা, মানবাধিকারকর্মী ও যেকোনো নাগরিক বা রাজনৈতিক ভিন্নমত প্রকাশকারীর বিরুদ্ধে অন্যায় গ্রেপ্তার, ভিত্তিহীন মামলা বা ভীতি প্রদর্শন বন্ধ করুন। প্রতিশোধমূলক সহিংসতা থেকে তাদের কার্যকর সুরক্ষা প্রদান করুন ও এ ধরনের হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচার করুন। ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তিতে হামলার ক্ষতিপূরণসহ নাগরিক ক্ষতিপূরণ মামলা দায়েরের সুযোগ সহজ করুন।

৩৬৩. অবিলম্বে আইনশঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দিন, যেন তারা সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী, শ্রমিক নেতা, নাগরিক সমাজের কর্মী বা অন্য মানবাধিকার রক্ষাকারীদের বেআইনি নজরদারি বন্ধ করে। রাষ্ট্রিযন্ত্র কর্তৃক নাগরিকদের ওপর নজরদারি সংক্রান্ত একটি স্বাধীন জন-তদন্ত কমিশন গঠন করুন এবং তার ফলাফল প্রকাশ করুন। জাতীয় টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (NTMC) বিলুপ্ত করুন এবং নজরদারিকারী যে কোনো সংস্থা যেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বাধ্যবাধকতা মেনে কাজ করে, তা নিশ্চিত করুন। অপ্রশস্ত বা অস্পষ্ট ভাষার বিচিআরএ (টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক) আইন সংশোধন করুন, যেগুলো ‘নিয়ন্ত্রণহীন নজরদারি’র আইনি ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩৬৪. বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন নিয়ন্ত্রক আইনের সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত, ইন্টারনেট শাটডাউনের ওপর অবিলম্বে একটি স্থগিতাদেশ (moratorium) জারি করুন। পরবর্তী সময়ে ইন্টারনেট বন্ধ বা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট/অ্যাপ ব্লক করতে হলে যেন সুস্পষ্ট মানদণ্ড, স্বচ্ছতা এবং যথাযথ বিচারিক ও স্বাধীন তদারকি থাকে, এবং কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজে বৈধ উদ্দেশ্যে এবং অতি প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত পরিমাণে এটি করা হয়।

৩৬৫. ২০১৬ সালের বিদেশি অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করুন, যাতে তা সমিতি গঠনের স্বাধীনতার (freedom of association) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সামগ্রিকভাবে অধিকতর বিস্তৃত মানবাধিকারকে সুরক্ষা দেয়। বিশেষ করে এনজিওর অর্থায়ন ও কর্মপ্রক্রিয়ার ওপর অনধিক প্রশস্ত বিধিনিষেধ উঠে যাক।

৩৬৬. ২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন সংশোধন করুন, যাতে কমিশন প্যারিস নীতিমালা (Paris Principles)-র পূর্ণসং মানদণ্ড মেনে চলে এবং এর স্বাধীনতা ও জনআন্তর্জাতিক সমাজসহ সব সংশ্লিষ্ট পক্ষের আসল ও বিশ্বাসযোগ্য অংশগ্রহণ থাকে। সুস্পষ্টভাবে আইন করে উল্লেখ করুন যে কমিশনের এখতিয়ারে সামরিক, পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধেও তদন্ত অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কমিশন যেন তার কাজ নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও মানবসম্পদ জোগান দিন।

৪. রাজনৈতিক ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ৩৬৭-৩৭১)

৩৬৭. অবাধ ও প্রকৃত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করুন, যাতে মৌলিক স্বাধীনতাগুলো সম্মানিত হয়। নির্বাচনের আগে পর্যাপ্ত বিশেষ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করুন, যাতে সব রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর জন্য সমতল মাঠ নিশ্চিত হয়। শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করুন।

৩৬৮. জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার জোরদার করুন, যাতে নাগরিকরা ও অধিকারভোগীরা আরও সক্রিয়ভাবে সরকারি বিষয়াদি ও সিদ্ধান্তগ্রহণে যুক্ত হতে পারে—উদাহরণস্বরূপ নাগরিক-নেতৃত্বাধীন অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে।

৩৬৯. রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বিস্তৃত আলোচনা শুরু করুন, যাতে দলগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা মানবাধিকার নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

৩৭০. সত্যিকার বহুলীয় গণতন্ত্রে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে—এমন কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের উদ্যোগ থেকে বিরত থাকুন, কারণ তাতে জনগণের বড় একটা অংশ রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

৩৭১. রাজনৈতিক ও সরকারি জীবনে নারী-পুরুষের প্রকৃত সমতা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা কার্যকর করুন। প্রয়োজনে অস্থায়ী বিশেষ ব্যবস্থা নিন, যাতে নারীদের সমান সুযোগ সুনিশ্চিত হয়।

৫. অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ৩৭২-৩৭৫)

৩৭২. খণ্ড আত্মসাং বা অন্য বড় ধরনের দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্জিত (ill-gotten) সম্পদ জব্দ ও আটকাতে (freeze and seize) বিদ্যমান আইন প্রয়োগে জরুরি পদক্ষেপ নিন। ওইসব অবৈধ সম্পদ যদি দেশের বাইরে পাচার হয়ে থাকে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর উচিত বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে সম্পদ অবিলম্বে আটকানো, জব্দ ও প্রত্যর্পণ নিশ্চিত করা; সেক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতাপূর্ণ পদ্ধতিতে সে সম্পদ মানবাধিকার রক্ষায় এবং ভুক্তভোগীদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হোক। যেসব দেশে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সম্পদ সরিয়ে রেখেছেন, সেসব দেশকেও এ বিষয়ে সতর্কতা বাড়াতে হবে।

৩৭৩. দুর্নীতিবিরোধী আইন কঠোরভাবে ও সমানভাবে প্রয়োগ করুন। যারা দুর্নীতিতে জড়িত—বিশেষ করে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা, রাজনীতিবিদরা ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা—তাদেরকে বিচারের আওতায় আনুন। দুর্নীতি দমন কমিশনকে (Anti-Corruption Commission) আরও স্বাধীন ও কার্যকর করুন, কমিশনের সদস্যদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করুন এবং প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তাকারী জনবল দিন। সরকারি অর্থ-ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করুন।

৩৭৪. বাংলাদেশে স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা বাধাগ্রস্তকারী এবং বাজারে প্রধান ক্ষমতা অপব্যবহারকারী কাটেল ও অলিগোপলির বিরুদ্ধে জরুরি আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিন। যেসব আইন বা নীতি নির্দিষ্ট বৃহৎ ব্যবসাকে অন্যায় সুবিধা দেয়, সেগুলো বাতিল করুন এবং ছেট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে উৎসাহিত করুন। অর্থনীতির বহুমুখীকরণে জোর দিন, যাতে খাত-নির্ভর ঝুঁকি কমে, সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয় এবং নতুন মাত্রক ও বেকার জনগোষ্ঠীর কাজে প্রবেশাধিকার বাড়ে। অধিকতর ন্যায়সংগত করব্যবস্থা প্রণয়ন করুন—অধিক আয় বা সম্পদের ওপর সরাসরি কর

বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের ওপর পরোক্ষ করের চাপ কমান, রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে দেওয়া কর-ছাড় (tax breaks) বাতিল করুন।

৩৭৫. শ্রমিক সুরক্ষা জোরদার করুন। শ্রম আইনের সংশোধন করে শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা নিশ্চিত করুন, শ্রম পর্যবেক্ষন বাড়ান, বিশেষ করে নারীদের জন্য কাজের পরিবেশ উন্নত করুন, যথাযথ ন্যূনতম মজুরি দিন এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ, অন্যায্য শ্রমচর্চা ও সহিংসতা প্রতিরোধ করুন।

৩৭৬. ওএইচসিএইচআর বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ প্রক্রিয়াগুলোকে স্থায়ীভাবে আমন্ত্রণ জানাতে, যেন তারা মানবাধিকার সমস্যা সমাধানে এবং প্রাসঙ্গিক সংস্কারের পথে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে পারে।

৩৭৭. পাশাপাশি ওএইচসিএইচআর আরও সুপারিশ করছে যে বিক্ষোভ-সংশ্লিষ্ট লঙ্ঘন সহ যেকোনো সংঘটিত লঙ্ঘনের বিষয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে জবাবদিহি নিশ্চিত হয় এবং পুনরাবৃত্তি ঠেকানো যায়।

Annex 1:

List of BGB Battalions from which troops were deployed during the protests⁵³⁹

1. Rajshahi Battalion
2. Teknaf Battalion
3. Panchari Battalion
4. Feni Battalion
5. Dhaka Battalion
6. Chuadanga Battalion
7. Babubazar Battalion
8. Cattogram Battalion
9. Ruma Battalion
10. Cumilla Battalion
11. Patnitola Battalion
12. Lalmonirhat Battalion
13. Naogaon Battalion
14. Nilphamari Battalion
15. Panchagarh Battalion
16. Zakiganj Battalion
17. Joypurhat Battalion
18. Kurigram Battalion
19. Khulna Battalion
20. Jamindara Battalion
21. SarailBattalion
22. Marisha Battalion
23. SunamganjBattalion
24. FulbariBattalion
25. Rama Battalion
26. Netrokona Battalion
27. KhagrachariBattalion
28. Satkhira Battalion
29. Cox's Bazar Battalion
30. Jamalpur Battalion
31. Boiparab Battalion
32. Mymensingh Battalion
33. Khedachara Battalion
34. Kaptai Battalion
35. Dinajpur Battalion
36. Ramgarh Battalion
37. Srimongal Battalion
38. Kushtia Battalion
39. Sylhet Battalion
40. Jashore Battalion
41. Thakurgaon Battalion
42. Rangpur Battalion
43. Baniabazar Battalion
44. Chainawabganj Battalion
45. BaghaibazarBattalion
46. HabiganjBattalion
47. NilphamariBattalion
48. AlikadamBattalion
49. RohanpurBattalion
50. MaheshpurBattalion
51. SultapurBattalion
52. Tista Battalion
53. Naraanganj Battalion
54. GazipurBattalion
55. RangamatiSector
56. Bandarban Sector Guimara Sector.

Annex 2:

RAB battalions deployed and their areas of responsibility during the protests
RAB 1: Dakshin Khan, Uttar Kha, Turag, Uttara East, Uttara West, HSIA, Gulshan, Banani, Vatara, Badda, Khilkhet, Cantonment, Rupganj and Gazipur District.

RAB 2: Tejgoan, Tejgoan Industrial Area, Mohammadpur, Adabar, Kolabagan, Sher E Bangla Nagar, New Market, Dhanmondi and Hazaribag Police Station.

RAB 3: Motijheel, Mugda, Shahjahanpur, Polton, Khilgoan, Sabujbag, Rampura, Hatirjheel, Shahbag and Ramna Police Station.

RAB 4: Magor Bhaban: Mirpur, Shahali, Pallabi, Rupnagar, Darus Salam, Kafrul, Vasantek, Cantonment, Savar, Ashulia, Dhamrai Police Station and Manikganj.

RAB 5: Total District 05: Joypurhat, Rajshahi Chapainawabganj, Natore and Naigan.

RAB 6: Total District 08: Khulna, Bagerhat, Narail, Satkhira, Jashore, Magura, Jhenaidah and Gopalganj.

RAB 7: Total District 04: Chattogram, Feni, Khagrachari and Rangamati.

RAB 8: Total District 08: Barishal, Barguna, Patukhali, Pirojpur, Jhalokhati, Bhola, Shariatpur and Madaripur.

RAB 9: Total District 05: Sylhet, Sunamganj, B Baria, Moulvibazar and Hobiganj.

RAB10: Demra, Jatrabri, Shampur, Kadamtali, Sutrapur, Wari, Kamrangichar, Kotwali, Lalbag, Chakbazar, Bongshai, Gendaria Dohar, Nawanganj, Keraniganj Model Dokkhin Police Station, Keraniganj, Munshiganj District Sirajdikhan, Louhajang, Srinagar Police Station, Fardipur and Jajbari District.

RAB 11: Chandpur.

RAB 12: and Bogra.

Total District 08: Rangpur, Dinajpur, Panchagarh, Nilphamari, Gaibandha, Lalmonirhat, Thakurgaon and Kurigram.

RAB 14: Total District 07: Mymensingh, Jamalpur, Netrokona, Sherpur, Tangail, Kishoreganj and Kurigram.

RAB: Tootal District 02: Cox's Bazar and Bandarban.

RAB 13:

Total District 06: Cumilla, Noakhali, Lakshmipur, Narayanganj, Narsingdi and

Total District 06: Sirajganj, District 06: Pabna, Chuadanga, Kushtia, Meherpur

Annex 3:

Armed Police Battalions deployed during the protests

1. Armed Police Battalion 1
2. Armed Police Battalion 4
3. Armed Police Battalion 5
4. Armed Police Battalion 10
5. Armed Police Battalion 12
6. Armed Police Battalion 13 (Airport)

Endnotes:

1. In its comments to a draft version of this report, the Government took the position that the Chittagong Hill Tract communities are not indigenous but are recognized as ethnic minorities under the Constitution.

2. See Annex 1. The Interim Government guaranteed freedom of inquiry to OHCHR, including regarding contacts with authorities of all branches of government, private contacts with civil society and witnesses, access to prisons and detainees and full access to all relevant documents and assurances of no reprisals against witnesses. For details see Annex 2.

3. Letter of His Excellency Dr Mohammed Yunus, Chief Advisor, to Volker Türk, United Nations High Commissioner for Human Rights, 28 August 2024.

4. Some of the officials interviewed are in detention, spoke without authorization of their chain of command or are otherwise in a vulnerable situation. As is the case for other interviewees, testimony provided by officials is only identified with an interview or meeting code (FFT-B-INT / FFTB-ME) that does not indicate their name or specific function. Only officials who were interviewed in official meetings arranged by the Interim Government are identified by their function.

5. See Annex 3.

6. OHCHR, UN Fact-Finding Team Issues Call for Submissions, 16 September 2024.

7. As indicated in the call for submissions, limited time and resources prevented the OHCHR fact-finding team from responding individually to all submissions.
8. See OHCHR, Human Rights Treaty Ratification Status for Bangladesh (as last updated August 2024).
9. FFTB-INT-0015.
10. See https://www.youtube.com/watch?v=PB_cJxNSfO.
11. Between 2017 and June 2024, the percentage of Bangladeshis who thought that the country was headed in the wrong direction in terms of politics, society and economy increased from 17 percent to 58 percent according to Asia Foundation/BRAC Institute of Governance and Development, Citizen Perception Survey (June 2024).
12. OHCHR, Political brinkmanship driving Bangladesh to the edge; UN Human Rights Chief, (1 December 2013); Bangladesh: UN human rights experts alarmed by violence ahead of election (20 December 2018); International Crisis Group, Beyond the Election: Overcoming Bangladesh's Political Deadlock (4 January 2024); Al Jazeera, Bans and boycotts: The troubled history of Bangladesh's elections, 5 January 2024; 5 January 2024.
13. OHCHR, Bangladesh Protests, 4 August 2023; United Nations Special Procedures, Public Statement of 24 January 2024.
14. World Bank, GDP per capita (current US\$)-Bangladesh.
15. Bangladesh Bureau of Statistics, Household income and expenditure survey 2022, p. xxiii, 27 & 128. See also Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his visit to Bangladesh (2024), para. 6.
16. A recent white paper on the state of the economy prepared for the Interim Government outlined skill gaps as one of the reasons complicating young people's access to private sector employment. The Daily Star, Labour market: A ticking time bomb, 3 December 2024.
17. Bangladesh Bureau of Statistics, Bangladesh Sample Vital Statistics 2023, p. Xxxvi.
18. In July 2024, general inflation hit a 12-year high of 11.66%. See World Food Programme, One Pager Bangladesh Market Monitor (July 2024).
19. For data see International Monetary Fund, Bangladesh: Second Reviews (June 2024). See also Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his visit to Bangladesh (2024), para. 25.
20. Expert witnesses FFTB-INT-0047; FFTB-INT-0048; senior official FFTB-INT-0237. See also Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observations on Bangladesh (2018), para. 21; New Age, Economy under strain as informal activities, indiscipline surge, 7 January 2024.
21. Centre for Policy Dialogue, BDT 922 billion embezzled from Bangladesh's banking sector, 23 December 2023; The Daily Star, 'Loan Fraud': ACC seeks info on 14 firms from BB, Islami Bank, 9 July 2024; senior officials FFTB-INT-0239; FFTB-INT-0220.
22. FFTB-INT-0163; FFTB-INT-0047; FFTB-INT-0048; New Age, ACC begins probe into S Alam money laundering allegation, 21 August 2024; Prothom Alo, Bangladeshis own 11,000 companies in Dubai, 27 September 2023; Al Jazeera, How A Bangladeshi minister spent more than \$500m on luxury property, 20 September 2024; Financial Express, Nearly US\$ 3.15b drains from BD annually, 16 April 2024.
23. Transparency International Bangladesh, Corruption in Service Sectors: National Household Survey 2021. Overall, Bangladesh ranks 147 out of 180 countries on the Transparency International Corruption Perception Index 2023.
24. FFTB-INT-0052; FFTB-INT-0140; FFTB-INT-0051; FFTB-INT-0095; FFTB-INT-0202. See also Odhikar, Bangladesh: Annual Human Rights Report 2023 (January 2024), paras. 20ff.
25. FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0239.
26. Senior officials FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0239.
27. The Daily Star, PM Hasina rejects anti-quota demands, calls movement unjustified, 7 July 2024.
28. See, e.g., Dhaka Tribune, Hasan Mahmud: BNP has infiltrated student, teacher movements, 4 July 2024; Dhaka Tribune, Anti-quota movement: Awami League cautious about opposition manipulation, 9 July 2024.
29. FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0237.
30. Dhaka Tribune, Chhatra League: Prepared to face those trying to politicise quota protests, 11 July 2024.
31. FFTB-INT-0188; Daily Star, Quota protest: Comilla University students stage demo on campus, 12 July 2024.
32. FFTB-AU-0003; FFTB-AU-0005; FFTB-0100; FFTB-INT-0024; The Business Standard, 'Attacks on students': Countrywide demonstrations at 4:00pm Friday, says protest coordinator, 11 July 2024.
33. Prothom Alo, Checking if there is infiltration in the quota movement: DB, 13 July 2024.
34. See <https://www.youtube.com/watch?v=a0Xkso-HuZE>
35. FFTB-INT-0130; FFTB-INT-0075; FFTB-INT-0030; FFTB-INT-0120; FFTB-INT-0129.
36. FFTB-AU-0015.
37. FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0220; The Daily Star, Who said what?, 16 July 2024.
38. See Section V.1s.
39. FFTB-INT-0239.
40. Police Presentation to OHCHR, FFTB-AU-0003.
41. See Section V.2.
42. FFTB-INT-0220.
43. Bangladesh Police and RAB report to OHCHR FFTB-DOC-0029; BGB Director General FFTB-ME-0017; BGB Report FFTB-DOC-0022; DGFI Report FFTB-DOC-0021; FFTB-INT-0001; officials FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0222; FFTB-INT-0224; FFTB-INT-0225; Dhaka Tribune, 229 BGB platoons deployed across Bangladesh, 18 July 2024; Dhaka Tribune, 14 platoon Ansars deployed in Dhaka, 17 July 2024; FFTB-AU-0008. Ansar/VDP (FTTB-DOC-0024) claimed that Ansar Battalions were only deployed from 1 August, but this is contradicted by testimony and the Ansar/VDP's own public statements. For a full list of BGB, RAB and Armed Police Battalions deployed, see Annexes 4 to 6.
44. Officials FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0222; FFTB-INT-0225; FFTB-INT-0237. The Commissioner for Dhaka Metropolitan Police chaired a similar, subordinate coordination body that also involved RAB, BGB, intelligence agency representatives and, from 20 July, Bangladesh Army representatives according to FFTB-INT-0225.
45. Officials FFTB-INT-0121; FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0225; FFTB-INT-0225; FFTB-INT-0162.
46. Officials FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0222; FFTB-INT-0210.
47. FFTB-INT-0203.
48. OHCHR, UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet concludes her official visit to Bangladesh, 17 August 2022; United Nations Committee against Torture, Concluding Observations on Bangladesh (2019), para. 17; United Nations Human Rights Committee, Concluding Observations on Bangladesh (2017), para. 19; United Nations Special Procedure, Joint Urgent Appeal BGD 8/2013; United Nations Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances, General Allegation: Bangladesh, 11th session (13-22 May 2019); Human Rights Watch, Ignoring Executions and Torture: Impunity for Bangladesh's Security Forces (2009); official FFTB-INT-0161; FFTB-INT-0213; Interim Report of the Commission on Enforced Disappearances to the Interim Government of Bangladesh, 14 December 2024.
49. FFTB-ME-0017. See also Daily Star, BGB gets riot control vehicles, APCs, 11 November 2020; FIDH, Out of Control: Human rights and rule of law crises in Bangladesh (2021). Personally addressing the BGB in March 2024, Prime Minister Sheikh Hasina emphasized the BGB's taking on public order management tasks outside border areas, such as "arson violence in the country." Dhaka Tribune, PM tells BGB to continue following chain of command, 4 March 2024.
50. Odhikar, Bangladesh: Annual Human Rights Report 2023 (January 2024), paras. 6, 38 & 36; Human Rights Watch, Blood on the Streets: The Use of Excessive Force During Bangladesh Protests (2013); Human Rights Watch, "Creating Panic": Bangladesh Election Crackdown on Political Opponents and Critics (2018). See also United Nations Special Procedures, Joint Urgent Appeal BGD 5/2013.
51. BGB Director FFTB-ME-0017.
52. FFTB-AU-0016.
53. Confidential DGFI profile FFTB-DOC-0005; senior official FFTB-INT-0220. DGFI, Organigram (as of 9 February 2015); FIDH, Out of Control: Human Rights and rule of law crises in Bangladesh (2021), p. 9. See also below.
54. United Nations Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances, General allegation: Bangladesh, 11th session (6-10 February 2018); Confidential submission on DGFI FFTB-DOC-0005; FFTB-INT-0213; FIDH, Out of Control: Human rights and rule of law crises in Bangladesh (2021); FIDH, Vanished without a Trace: The enforced disappearance of opposition and dissent in Bangladesh (2019); Interim Report of the Commission on Enforced Disappearances to the Interim Government of Bangladesh, 14 December 2024.
- Following the departure of Sheikh Hasina, several disappeared persons were released from the DGFI's Joint Interrogation Cell (JIC), a notorious clandestine detention facility commonly known as Aynagar (house of mirrors). FFTB-INT-0213; BBC, 'The howls were terrifying': Imprisoned in the notorious 'House of Mirrors', 1 September 2024.
55. See also M. Jashim Ali Chowdhury, Democratic Control of Intelligence: Exploring the Legal Vacuum in Bangladesh (2016).
56. Dhaka Tribune, Full text of PM's address to the nation, 18 July 2024; The Daily Star, Have faith in SC, you won't be disappointed, PM tells students, 17 July 2024, with a link to the video of the Prime Minister's public address.
57. The Star, Bangladesh students reject PM's olive branch after deadly protests, 18 July 2024.
58. Prothom Alo, Quota protesters announce nationwide 'complete shutdown' for tomorrow, 17 July 2024.
59. The Daily Star, BNP pledges full support to 'complete shutdown', 17 July 2024; Jamaat-e-Islami, 18 July 2024. Officials FFTB-INT-161; FFTB-INT-0230.
60. FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0215.
61. FFTB-INT-0063; senior official FFTB-INT-0200.
62. Dhaka Tribune, Army Chief: Soldiers will be on streets until normalcy returns, 24 July 2024.
63. The Daily Star, Will consider talks if nine demands met, 20 July 2024.
64. See Section V.5.
65. BDNews24, Hasina teary-eyed during visit to BTV building damaged in attack, 26 July 2024; TBNews, 'Punishment needed to stop playing with people's lives': PM after visiting injured at DMCH, 26 July 2024; Dhaka Tribune, PM Hasina meets families of those killed in violence, offers comfort and aid, 28 July 2024; senior official FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0057.
66. <https://x.com/dbmp78/status/181685838925714614> BNP Post on X, 26 July 2024.
67. New Age, Govt set to ban Bangladesh Jamaat-e-Islami: minister, 30 July 2024.

68 Senior officials FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0236.

69 See Section V.3.

70 Senior officials FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0222; FFTB-INT-0236; FFTB-INT-0237; FFTB-INT-0238.

71 Senior officials FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0222; FFTB-INT-0236; FFTB-INT-0237; FFTB-INT-0238.

72 <https://www.youtube.com/watch?v=06N1mi9QEf8>; Reuters, Bangladesh PM Sheikh Hasina flees, army says interim government to be formed, 6 August 2024.

73 Ministry of Health, List of persons killed and injured in the mass uprising of students (as accessed on 24 January 2024).

74 FFTB-INT-0027; FFTB-INT-0076; FFTB-INT-0005.

75 FFTB-INT-0097; FFTB-MTG-0014; FFTB-INT-0076; FFTB-ME-0035; FFTB-INT-0144; FFTB-

INT-0165; FFTB-INT-0053; FFTB-INT-0017; FFTB-INT-0195; FFTB-INT-0164; FFTB-INT-0145.

76 FFTB-ME-0026; FFTB-ME-0034; FFTB-ME-0035; FFTB-INT-0038; FFTB-INT-0042; FFTB-INT-

0043; FFTB-INT-0050; FFTB-INT-0081; FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0195.

77 NSI Report FFTB-DOC-0023.

Furthermore, Bangladesh Police reported to OHCHR that 602 deaths, including of 7 women and 92 children, were recorded by Police stations in Bangladesh in relation to the

protests. FFTB-DOC-0029. The Police did not indicate to what extent these deaths are also encompassed in the Ministry of Health data.

In November 2024, Chief Advisor of the Interim Government Mohammed Yunus provided an estimate of 1500 protest-related deaths. Reuters, Around 1,500 killed in Bangladesh

protests that ousted PM Hasina, 17 November 2024.

78 FFTB-ME-0031. The death figures provided by the Police (92 children among 602 deaths reported by Police) would suggest a slightly higher rate of 15 percent children among those killed.

91

79 Dhaka Medical College Forensic Medicine Department FFTB-ME-0015. An additional 2 percent of forensically examined cases were attributed to pistols. See also OHCHR

Forensic Physician Report FFTB-DOC-0018.

The Report of Bangladesh Police and RAB to OHCHR confirmed that rifles with 7.62x39mm ammunition were used during the protests by different units of the Police, including Dhaka Metropolitan Police, Chattogram Metropolitan Police, Sylhet Metropolitan Police, Gazipur Metropolitan Police, Narayanganj District Police, Narsingdi District Police, Kishoreganj District Police, Cox's Bazar District Police, Cumilla District Police, Chandpur District Police, Rajshahi District Police, Chapainawabganj District Police, Bogura District Police, Magura District Police, Bhola District Police, Mymensingh District Police, Industrial Police, Armed Police Battalions and RAB. The Police, including Dhaka Metropolitan Police, Sylhet Metropolitan Police, Manikganj District Police and Armed Police Battalions also used what the Police described as submachine guns (SMGs) with a 7.62x39mm calibre. The Police also used 7.62x25mm and 9x39mm pistols. FFTB-DOC-0029.

80 Bangladeshi Police confirmed to have used 12 bore shotguns with lead balls (metal pellets) in numerous locations. According to RAB, RAB battalions 1, 2, 3, 10, 11, 12 and 13 used shotguns with lead balls in various locations. FFTB-DOC-0029.

81 FFTB-ME-0031.

A second, larger data set provided confidentially to OHCHR by another source (FFTB-ME-0031) indicates that 18 percent of deaths were not by firearms, which tallies with the Dhaka Medical College Forensic Department figures.

82 OHCHR's fact-finding team requested to visit the Bangladesh Ordnance Factory to confirm the match between guns and projectiles observed and local production, but this request was not granted.

83 OHCHR Weapons Expert Report FFTB-DOC-0019; Forensic Physician Report FFTB-DOC-0018.

84 According to the Bangladeshi Police and RAB report to OHCHR, the Police's use of less-lethal weapons included rubber balls fired from 12 bore shotguns, 38mm gas guns and tear gas launchers, tear gas grenades, sound grenades, flash bang grenades, smoke grenades, 38mm soft kinetic projectiles and water cannon vehicles. RAB reported the use of 3205 rubber ball cartridges, 1348 tear gas shells, 641 sound grenades, 892 stun grenades and 10 teargas grenades. FFTB-DOC-0029.

85 Any reference to conduct being unlawful in this report refers to conduct contravening international human rights law, even where it is in line with national law.

86 FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0130; FFTB-INT-0159; FFTB-INT-0030. See also Prothom Alo, Quota protesters call demo at 12pm, BCL calls sit-in at 3pm, 15 July 2024.

87 The Business Standard, Quota reform protest begins at Raju memorial, BCL plans 3pm counter event, 15 July 2024; <https://www.youtube.com/watch?v=S9bMrRln6js>;

<https://www.youtube.com/watch?v=YSE7hNSYmJU>.

88 The Business Standard, BCL ready to strike back on quota protesters' audacity: Quader, 15 July 2024.

89 Prothom Alo, Chhatra League ready to respond to audacity on campus: Obaidul Quader, 15 July 2024.

90 See Section III.2.

91 FFTB-INT-0210; FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0218; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0221; FFTB-INT-0236.

92 Senior officials FFTB-INT-0210; FFTB-INT-0218; FFTB-INT-0220.

93 On 18 July, Chhatra Shibir publicly demanded that "Chhatra league has to pay for every drop of blood of our brothers and sisters." Bangladesh Islami Chhatrabshibi, Chhatrabshibir strongly condemns and protests incidents of attack and murder on the campus by the Chhatraleague and police administration, 18 July 2024. In subsequent public statements, however, the organisation publicly expressed its support for a peaceful movement and non-violence. Bangladesh Islamic Chhatra Shibir, statements of 25 July, 26 July and 30 July.

94 FFTB-INT-0206; FFTB-INT-0202; FFTB-INT-0112; FFTB-INT-0026; FFTB-OS-0081, corroborated by open sources and videos.

95 FFTB-INT-0051; FFTB-INT-0052; FFTB-INT-0071; FFTB-INT-0117, corroborated by open sources.

96 FFTB-ME-0012; FFTB-INT-0030; FFTB-INT-0075; FFTB-INT-0130; FFTB-INT-0111; FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0015; FFTB-INT-0159; FFTB-INT-0050; FFTB-ME-0009, corroborated by photos, videos and open sources.

97 FFTB-AU-0016.

98 FFTB-ME-0026; FFTB-ME-0035; FFTB-INT-0015; FFTB-INT-0017; FFTB-INT-0075; FFTB-INT-0159; FFTB-INT-0167, corroborated by medical information, photos and open sources.

99 Officials FFTB-ME-0012; FFTB-INT-0221. FFTB-INT-0015; FFTB-INT-0135.

92

100 FFTB-INT-0170; FFTB-INT-0167; FFTB-INT-0169; FFTB-INT-0171; FFTB-INT-0013.

101 FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0162; FFTB-INT-0175; FFTB-INT-0196, corroborated by photos.

102 FFTB-INT-0013; FFTB-INT-0196.

103 FFTB-INT-0199, corroborated by medical information.

104 For more cases, see also Section V.2, Jubo League is nominally the Awami League's youth wing but

also includes many middle-aged men who engage in violence.

105 FFTB-INT-0101; FFTB-INT-0140; FFTB-INT-0187; FFTB-INT-0188; FFTB-INT-0209; FFTB-

INT-0097; FFTB-INT-0199, corroborated by photos and videos.

106 See Section IX.2.

107 FFTB-ME-0018.

108 Bangladeshi Police and RAB report to OHCHR FFTB-DOC-0029. Names and functions on file with OHCHR.

109 FFTB-INT-0050; FFTB-INT-0053; FFTB-INT-0089; FFTB-INT-0199; FFTB-INT-0223.

110 FFTB-INT-0004; FFTB-INT-0016; FFTB-INT-0073; FFTB-INT-0077; corroborated by medical

information and open sources.

111 FFTB-INT-0053.

112 FFTB-INT-0105.

113 FFTB-INT-0004; FFTB-INT-0014; corroborated by open sources.

114 FFTB-INT-0187; FFTB-INT-0188; FFTB-INT-0209; FFTB-ME-0014; corroborated by open sources.

The Police recorded 7 deaths in the Cumilla area during the protest period, 5 of which it attributed to

gunshot injuries, but did not provide specific dates for these deaths. FFTB-DOC-0029.

115 FFTB-INT-0089 corroborated by photos and videos.

116 FFTB-ME-0014; FFTB-INT-0199, corroborated by medical information and open sources.

117 FFTB-INT-0223, corroborated by medical information and open sources.

118 United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 37 (2020) on the right of peaceful assembly (article 21), General Comment No. 36 (2019) on the right to life. See also United Nations

Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990).

119 Section 99 of the Bangladesh Penal Code provides for a right to self-defence against unlawful force by state agents in case there is a reasonable apprehension of death or grievous harm, or if the state agent used force not in good faith. It is also widely accepted that international human rights law entitles individuals to defend themselves against extrajudicial killings, torture and inhumane treatment at the hands of state authorities without incurring criminal accountability. See Jan Arno Hessbruegge, Human Rights and Personal Self-Defense in International Law (2016), p. 304, with further references to relevant jurisprudence and literature.

120 Police & RAB report to OHCHR, FFTB-DOC-0029.

121 FFTB-INT-0051.

122 FFTB-INT-0051; FFTB-INT-0052; FFTB-INT-0057; FFTB-INT-0070; FFTB-INT-0071; FFTB-

INT-0072; FFTB-DOC-0018, corroborated by videos, photos and medical information.

123 <https://www.youtube.com/watch?v=FdwWU4Sjs>;

<https://www.youtube.com/watch?v=qYzIYtdQOg>; <https://www.youtube.com/watch?v=22N4kjOa0A&rco=1>;

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=256107477408439&external_log_id=4437da03-9422-44b4-b25c-4c3fdff743b4&q=abu%20sayed;

https://x.com/basar_asif/status/181351553927440241/video/1 (as accessed on 30 January 2025).

124 FFTB-INT-0071.

125 FFTB-DOC-0026.

126 OHCHR, Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement (2024), para. 7.5.6.

127 FFTB-ME-0015.

128 OHCHR Medical Forensic Summary FFTB-DOC-0016.

129 FFTB-INT-0005.

130 OHCHR Weapons Expert Report FFTB-DOC-0019.

131 Bangladeshi Public Procurement Authority, Bangladesh Police tenders of 23 March 2023, 22

December 2022, 11 October 2022. See also New Age, Bangladesh Police buy huge arms, ammo ahead of polls 9 September 2023. On the procurement process official FFTB-INT-0183.

132 FFTB-INT-0123; FFTB-INT-0203; FFTB-INT-0215.

133 OHCHR Weapons Expert Report, FFTB-DOC-0019.

134 FFTB-DOC-0018.

135 FFTB-INT-0005; FFTB-INT-0095; FFTB-INT-0075; FFTB-INT-0030; FFTB-INT-0063; FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0111; FFTB-INT-0020; FFTB-INT-0162, FFTB-INT-0029; FFTB-INT-0240; FFTB-INT-0129; FFTB-INT-0015; officials FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0226, corroborated by photos, videos and open sources.

136 FFTB-INT-0029.

93

137 FFTB-INT-0095.

138 Senior officials FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0226.

139 FFTB-AU-0016.

140 The Report, Police-student clashes ongoing in Dhaka University, 17 July 2024, See also Senior Official FFTB-INT-0203.

141 Senior officials FFTB-INT-0214, FFTB-INT-0226.

142 FFTB-ME-0014; FFTB-ME-0034; FFTB-0004; FFTB-INT-0005; FFTB-0006; FFTB-INT-0010; FFTB-INT-0073; FFTB-INT-0076; FFTB-INT-0077; FFTB-INT-0092, corroborated by videos, photos, medical information, weapons analysis, and open sources.

143 FFTB-0004; FFTB-INT-0005; FFTB-0006; FFTB-INT-0010; FFTB-INT-0073; FFTB-INT-0092; FFTB-ME-0014.

144 FFTB-INT-0010.

145 FFTB-INT-0005; FFTB-INT-0006; FFTB-INT-0073.

146 FFTB-INT-0092; FFTB-INT-0005; FFTB-INT-0006; FFTB-ME-0014.

147 FFTB-INT-0006; FFTB-INT-0005; FFTB-INT-0073; FFTB-ME-0014.

148 ME-0014; corroborated by medical information.

149 FFTB-0004; FFTB-INT-0005; FFTB-0006; FFTB-INT-0010; FFTB-INT-0073; FFTB-INT-0092; Prothom Alo, 2 killed, several hundred injured in clashes in Uttara, 18 July 2024. The Police reported to have recorded the deaths of 28 persons who were not law enforcement officers at Uttara East and Uttara West Police Stations during the protest period but did not provide dates or information on the circumstances for any of these deaths. FFTB-DOC-0029.

150 FFTB-INT-0006.

151 FFTB-INT-0005.

152 FFTB-INT-0010.

153 FFTB-AU-0017.

154 FFTB-INT-0014; FFTB-INT-0089; FFTB-INT-0112; FFTB-INT-0041; official FFTB-INT-0157; FFTB-DOC-0010, corroborated by photos, videos and medical information. Bangladesh Police reported that shotguns were used in Savar during the protest period. FFTB-DOC-0029.

155 FFTB-AU-0018.

156 FFTB-INT-0023; FFTB-INT-0175, corroborated by photos and medical documentation.

157 United Nations Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, pp. 29, 32.

158 FFTB-INT-0013; FFTB-INT-0033; FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0134; FFTB-INT-0147; FFTB-INT-0194; FFTB-INT-0196; FFTB-0199; senior officials FFTB-INT-0224, FFTB-INT-0226, corroborated by medical information and photos.

159 FFTB-INT-0086; FFTB-INT-0094; FFTB-INT-0100, corroborated by photos and videos. The Police recorded 6 deaths of persons who were not law enforcement officers caused by gunshots in the Paltan area for the protest period, without providing dates or circumstances for specific incidents. FFTB-DOC-0029.

160 FFTB-INT-0187; FFTB-INT-0188; FFTB-INT-0209, corroborated by videos and open sources. Bangladesh Police reported to OHCHR that rifles and shotguns were used by Police in several locations in Cumilla during the protest period. FFTB-DOC-0029.

161 FFTB-INT-0037; FFTB-INT-0078; FFTB-INT-0087; FFTB-INT-0098; FFTB-INT-0161; FFTB-INT-0164, corroborated by medical information, forensic analysis, photos and videos. Bangladesh Police reported to OHCHR that rifles and shotguns were used by Police in several locations in Narsingdi during the protest period. The Police also recorded 17 deaths of persons who were not law enforcement officers in Narsingdi during the protest period, without providing dates for specific incidents. FFTB-DOC-0029.

162 See Annex 3.

163 Bangladesh Police and RAB report to OHCHR FFTB-DOC-0029.

164 Senior officials FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0203; FFTB-INT-0215. Official FFTB-INT-0161. A High Court decision from 4 August upheld a similarly over extensive understanding of when police may use lethal force. See Daily Star, High Court HC rejects writ filed challenging legality of firing on protesters, 4 August 2024.

165 United Nations Human Rights Committee, General comment No. 37 (2020) on the right of peaceful assembly (article 21); para. 89; United Nations Human Rights Committee, General Comment No 36 - Article 6: right to life (2019), para. 12; United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms, Principle 9; OHCHR/UNODC, Resource book on the use of force and firearms in law enforcement (2017), p. 21.

166 See Section V10.

167 Senior officials FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0203; FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0222.

168 Officials FFTB-INT-0161; FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0222.

94

169 The Daily Star, Govt imposes nationwide curfew, 20 July 2024. Two weeks later, he claimed to have been misinterpreted and that no shoot on sight order was given: The Daily Star, Yunus's calls amount to 'anti-state' act: Quader, 1 August 2024.

170 Based on various credible sources of reported deaths, OHCHR received dates for killings for about 1100 out of a total 1450 reported cases. From the daily death count for these 1100 cases, OHCHR extrapolated to an estimated total daily number of killings.

171 FFTB-DOC-0022.

172 BGB Report to OHCHR FFTB-DOC-0022; BGB Director-General FFTB-ME-0017.

173 FFTB-DOC-0023.

174 FFTB-DOC-0022.

175 FFTB-AU-0031.

176 FFTB-INT-0012; FFTB-INT-0018; FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0102; FFTB-INT-0110; FFTB-INT-0128; FFTB-INT-0138; FFTB-INT-0140; FFTB-INT-0158; FFTB-INT-0180; FFTB-ME-0014; Daily Star, Horror engulfs Badda Rampura as bullets fly, 20 July 2024; corroborated by photos, including from confidential source FFTB-AU-0015, medical information and forensic analysis.

177 FFTB-INT-0100.

178 FFTB-INT-0140, corroborated by photos and medical information.

179 FFTB-INT-0100.

180 FFTB-INT-0180, corroborated by videos and photo.

181 FFTB-INT-0110. Hospital name withheld for protection reasons but known to OHCHR.

182 FFTB-INT-0153; FFTB-INT-0012; FFTB-INT-0158, corroborated by videos and medical information. Hospital name withheld for protection reasons but known to OHCHR.

183 FFTB-INT-0138.

184 FFTB-INT-0018; corroborated by photos and medical information.

185 FFTB-INT-0147; FFTB-INT-0158. Names of hospitals withheld for protection reasons but known to OHCHR.

The NSI Report provided to OHCHR (FFTB-DOC-0023) notes several killings in the Rampura area on 19 July, including one that it specifically attributes to BGB or Police shooting. The Police report notes that deaths caused by gunshots of 31 persons who were not law enforcement officers were recorded in the Rampura and southern Badda areas during the protest period, but without providing dates or further information on the circumstances. FFTB-DOC-0029.

186 Underlying video available at <https://x.com/ZulkarnainSaer/status/1817289770625872183>.

187 FFTB-INT-0060; corroborated by videos, weapons analysis and medical documents.

188 Underlying video available at <https://www.youtube.com/watch?v=kfAFJCWUrTw&co=1>; <https://mobile.x.com/bdbnp78/status/1817407347159085155> (as accessed on 30 January 2025).

189 FFTB-INT-0021; FFTB-INT-0053; FFTB-INT-0099; FFTB-INT-0109; FFTB-INT-0160.

corroborated by videos and open sources. The Police also reported to OHCHR that Armed Police Battalion 5 shot 7.62 rifles, SMGs and shotguns at Jatrabari intersection under the Jatrabari Police Station, without providing information on the dates and the surrounding circumstances of their shooting.

190 FFTB-INT-0053.

191 FFTB-INT-0093, corroborated by medical information.

192 FFTB-INT-0009; FFTB-INT-0069; senior officials FFTB-INT-0203, FFTB-INT-0215; corroborated by photos, videos, medical information and open sources.

193 Senior officials FFTB-INT-0200; FFTB-0215. On the Core Committee, see Section III.3.

194 FFTB-INT-0009; FFTB-INT-0011; FFTB-INT-0013; FFTB-INT-0069; FFTB-INT-0175; senior and other officials FFTB-INT-0101; FFTB-INT-0155; FFTB-INT-0203; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0225; FFTB-INT-0226, corroborated by photos and open sources.

OHCHR also received testimony from a victim who was shot in the leg on 20 July, who said that BGB shot him with a military rifle on the Chittagong highway in the Narayanganj area. FFTB-ME-0035, corroborated by medical information. The NSI Report provided to OHCHR (FFTB-DOC-0023) attributes one killing in Narayanganj on 19 July, close to the highway, to BGB shooting and also notes three other non-attributed killings in the area that occurred on 19, 20 and 21 July. Bangladesh Police reported to OHCHR that rifles and shotguns were used by Police in several locations in Narayanganj during the protest period. The Police also recorded 38 deaths of persons who were not police in the Narayanganj area during the protest period, without providing dates and circumstances for specific incidents. FFTB-DOC-0029.

195 Available also at <https://www.shokalsondha.com/dhaka-medical-post-mortem-anti-quota-movement-deadbody/> (as accessed on 30 January 2025).

196 FFTB-INT-0009; FFTB-INT-0011; FFTB-INT-0021; FFTB-INT-0160; senior official FFTB-INT-0203; corroborated by photos, videos, medical information and open sources.

95

197 Video also available at <https://x.com/ZulkarnainSaer/status/1815815527698153811> (as accessed on 30 January 2025).

198 FFTB-INT-0160. Name of hospital withheld for protection reasons but known to OHCHR. The Police recorded 31 deaths of persons who were not police caused by gunshots on the Dhaka Chattogram Highway in the Jatrabari area during the protest period but did not provide dates and circumstances for these cases. FFTB-DOC-0029.

199 Officials FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0203, FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0225; FFTB-INT-0226; FFTB-AU-0015; Daily Star, 'We shoot one dead ... but the rest don't budge', 13 August 2024; Business Standard, Situation brought under control within 48 hours: Army chief, 22 July 2024, FFTB-AU-0015 photos.

200 Daily Star, 'We shoot one dead but the rest don't budge', 13 August 2024.

201 FFTB-INT-0052.

202 FFTB-INT-0050; FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0196; corroborated by medical information, photos and videos.

203 For the underlying methodology see Section IV.

204 FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0236; FFTB-INT-0238.

205 The Business Standard, 3-day general holiday declared as curfew without break extended indefinitely, 4 August 2024; Reuters, Bangladesh protesters call for PM Hasina's resignation as death toll rises to 91, 5 August 2024.

206 FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0222; FFTB-INT-0237; FFTB-INT-0238; FFTB-INT-0239.

207 WhatsApp messages contained as hard copies in BGB Report to OHCHR, FFTB-DOC-0022.

208 FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0222.

209 FFTB-INT-0157.

210 FFTB-INT-0099; corroborated by photos.

211 FFTB-INT-0111; FFTB-INT-0148.

212 FFTB-INT-0107; corroborated by medical information.

213 FFTB-INT-0089; FFTB-INT-0157; FFTB-INT-0177. Bangladesh Police reported to OHCHR that shotguns were used by Police in Astulia during the protest period. FFTB-DOC-0029.

214 FFTB-INT-0044; FFTB-INT-0202; FFTB-ME-0026, corroborated by photos.

215 FFTB-INT-0009; FFTB-INT-0020; FFTB-INT-0058; FFTB-INT-0069; FFTB-INT-0096; FFTB-INT-0109; FFTB-INT-0151; FFTB-INT-0175; FFTB-INT-0176; FFTB-INT-0233; officials FFTB-INT-0203; FFTB-INT-0101; FFTB-INT-0155; corroborated by videos, photos, medical information, weapons and ammunitions analysis and open sources. See also ITUP, Jatrabari: Evidence of a Massacre, 15 January 2025.

216 Videos also available at https://www.reddit.com/r/bangladesh/comments/lhzj0xy/jatrabari_massacre_5_august_2024/; <https://www.facebook.com/watch/?v=121074003567217> (as accessed on 30 January 2025). Enhancement by OHCHR digital forensics.

217 FFTB-INT-0074, corroborated by photos and medical information.

The Police reported to OHCHR that Armed Police Battalion 1 used shotguns in the Uttara area during the protest period, without providing dates. FFTB-DOC-0029.

218 FFTB-INT-0234, corroborated by photos and medical information.

219 FFTB-INT-0108, corroborated by medical information. Bangladesh Police reported to OHCHR that rifles were used in Gazipur by Industrial Police 2 and shotguns by Industrial Police 2 and regular police during the protest period, without providing dates. FFTB-DOC-0029.

220 FFTB-INT-0088; FFTB-INT-0172 further corroborated by videos and open sources.

221 FFTB-ME-0034; FFTB-INT-0035; FFTB-INT-0089; FFTB-INT-0157; FFTB-INT-0177; corroborated by videos, photos and medical information.

222 Videos also available at <https://www.youtube.com/watch?v=iNQpH5efLx8> (as accessed on 30 January 2025). Enhancement by OHCHR digital forensics.

223 BGB Director General FFTB-ME-0017; FFTB-INT-0149; FFTB-INT-0152; BGB Report FFTB-DOC-0022, corroborated by photos, medical information, and weapons expert analysis.

224 61; FFTB-INT-0181; medical information FFTB-INT-0175; Meeting with BGB Commander FFTB-ME-0017; BGB Report FFTB-DOC-0022; FFTB-DOC-0023, Dhaka Tribune, 6 killed in clash with BGB in Sreepur, 5 August 2024; Prothom Alo, 109 killed in clashes in a single day, 12 August 2024. The Police reported to have recorded six deaths caused by gunshot in the Sreepur area during the protest period but did not provide dates or further information on the circumstances of these deaths. FFTB-DOC-0029.

225 Executive magistrates, who are not judicial officers, are to accompany military and paramilitary forces when those are deployed to aid the civilian administration in public order management to 96 control their use of force to suppress a riot or disperse an unlawful assembly. See Code of Criminal Procedure, Sections 129-131; Police Regulations Bengal, section 151.

226 FFTB-INT-0050; FFTB-INT-0162; FFTB-INT-0196; FFTB-0204; FFTB-INT-0241, corroborated by videos, photos and open sources.

227 FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0147; photos from confidential source FFTB-AU-0015, corroborated by Alamy. Quota reformers clash with army and police in Rampura, 20 July 2024, New Age, Protests, violence, killings mark first day of curfew, 21 July 2024.

228 FFTB-INT-0004; FFTB-INT-0009; FFTB-INT-0111; FFTB-INT-0114; FFTB-INT-0148; FFTB-INT-0167; FFTB-INT-0177; FFTB-INT-0185; FFTB-INT-0196; senior official FFTB-INT-0220.

229 FFTB-INT-0012; FFTB-INT-0166; FFTB-INT-0173, corroborated by videos, one of which is also publicly available at <https://x.com/PinakiTweetsBD/status/1831758711523594617/video/1> (as accessed on 30 January 2025).

230 FFTB-AU-0019.

231 FFTB-INT-0214.

232 OHCHR Weapons Expert Report FFTB-DOC-0019 with analysis of videos indicating that this was not shooting of blank ammunition; FFTB-INT-0240; FFTB-INT-0050; FFTB-INT-0086; FFTB-INT-0190; FFTB-INT-0201; FFTB-INT-0162; FFTB-INT-0241; FFTB-INT-0143; FFTB-INT-0147.

233 Officials FFTB-INT-0241; FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0222; FFTB-INT-0225; FFTB-INT-0240.

234 United Nations, Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General, 29 July 2024; letter from High Commissioner Volker Türk to Prime Minister Hasina of 23 July 2024.

235 FFTB-INT-0002; FFTB-INT-0048; FFTB-INT-0090; FFTB-INT-0020. Bangladesh is one of the biggest contributors of military and police to United Nations peacekeeping. See United Nations Peacekeeping, Troop and Police Contributions (accessed October 2024).

236 United Nations Policy on Human Rights Screening of United Nations Personnel (2012). Nevertheless, and despite criticism from human rights bodies and organisations, Bangladesh has deployed officers with a prior history in units with a problematic human rights record such as RAB and DGFI to United Nations missions in recent years. See United Nations Committee against Torture, Concluding Observations on Bangladesh (2019), para. 17; Deutsche Welle, Torturers deployed as UN peacekeepers, (5 May 2024); confidential submission on DGFI FFTB-DOC-0005; Bangladesh Armed Forces, International Day of United Nations Peacekeepers Journal (May 2024), p. 50.

237 FFTB-INT-0001; FFTB-0002; FFTB-INT-0050; officials FFTB-INT-0240; FFTB-INT-0155; FFTB-INT-0212; FFTB-INT-0222; FFTB-INT-0225.

238 Senior officials FFTB-INT-0222; FFTB-INT-0239.

239 FFTB-INT-0006; FFTB-INT-0056; FFTB-INT-FFT-B-INT-0114; FFTB-INT-0128; FFTB-INT-0135; FFTB-INT-0140; FFTB-INT-0147; FFTB-INT-0148; FFTB-INT-0159; FFTB-INT-0173; FFTB-INT-0179; FFTB-INT-0226.

240 FFTB-AU-0031.

241 FFTB-INT-0018; FFTB-INT-0030; FFTB-INT-0033; FFTB-INT-0073; FFTB-INT-0111; FFTB-INT-0140; FFTB-INT-0154; FFTB-INT-0166; FFTB-INT-0205; FFTB-INT-0226; FFTB-ME-0014.

242 FFTB-INT-0122; corroborated by medical information and ammunitions analysis in OHCHR Weapons Expert Report FFTB-DOC-0019.

243 FFTB-INT-0215.

244 FFTB-ME-0016; FFTB-ME-0018.

245 Bangladesh Police and RAB report to OHCHR FFTB-DOC-0029.

246 OHCHR Weapons Expert Report FFTB-DOC-0019.

247 United Nations Human Rights Committee, General Comment 37 on Art. 21: The Right to Peaceful Assembly (2020), para. 88; United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms (1990), para. 5 (c).

248 FFTB-INT-0164.

249 BGB Report to OHCHR FFTB-DOC-0022.

250 FFTB-0014; FFTB-0038; FFTB-0068; FFTB-ME-0027; FFTB-ME-0026, corroborated by videos, weapons analysis and forensic analysis of medical information.

251 FFTB-INT-0044.

252 FFTB-INT-0014; FFTB-0038.

253 FFTB-AU-0020.

254 FFTB-AU-0020.

255 FFTB-DOC-0027.

256 FFTB-INT-0147.

257 FFTB-INT-0179, corroborated by photos.

258 FFTB-INT-0094; FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0113; FFTB-INT-0136; corroborated by photos, medical information and open sources.

259 FFTB-INT-0175; FFTB-INT-0176, corroborated by photos and forensic medical analysis.

260 FFTB-INT-0111; FFTB-INT-0076; FFTB-INT-0077; FFTB-INT-0112; FFTB-ME-0014; FFTB-ME-0027; FFTB-INT-0021; FFTB-INT-0062; FFTB-ME-0026; FFTB-INT-0022; FFTB-INT-0050; FFTB-INT-0017; FFTB-INT-0160; FFTB-INT-0147.

261 FFTB-ME-0026; FFTB-ME-0034; FFTB-INT-0017; FFTB-INT-0022; FFTB-INT-0050; FFTB-INT-0081; FFTB-INT-0112; FFTB-INT-0119; FFTB-INT-0143; FFTB-INT-0147; FFTB-INT-0158; FFTB-INT-0160, FFTB-INT-0184; FFTB-INT-0187. Names of hospitals withheld for protection reasons but known to OHCHR. Police and RAB reported to OHCHR that they had no information on directives being given in relation to medical care. FFTB-DOC-0029.

262 FFTB-ME-0011; FFTB-ME-0014; FFTB-INT-0005; FFTB-INT-0043; FFTB-INT-0078; FFTB-INT-0209; FFTB-INT-0119.

263 FFTB-ME-0034; FFTB-INT-0076; FFTB-INT-0174; FFTB-INT-0195.

264 FFTB-INT-0015; FFTB-INT-0018; FFTB-INT-0023; FFTB-INT-0062; FFTB-INT-0074; FFTB-INT-0111; FFTB-INT-0097; FFTB-INT-0081; FFTB-INT-0062; FFTB-INT-0038; FFTB-INT-0023; FFTB-INT-0018; FFTB-INT-0015; FFTB-INT-0194.

265 Code of Criminal Procedure, section 174; Police Regulations Bengal, sections 303-308; OHCHR, The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016), para. 25 and paras. 148 ff.

266 FFTB-0026; FFTB-INT-0022; FFTB-INT-0023; FFTB-INT-0035; FFTB-INT-0042; FFTB-ME-0034.

267 See Section V.10.

268 Business Standard, 2,630 arrested in DMP raids: Over 85% students, ordinary citizens, 29 July 2024.

269 FFTB-INT-0009; FFTB-INT-0016; FFTB-INT-0094; FFTB-INT-0162; FFTB-INT-0114; FFTB-INT-0140; FFTB-INT-006; FFTB-INT-0180; FFTB-INT-0154; FFTB-INT-0230.

270 FFTB-INT-0114.

271 FFTB-INT-0001; FFTB-INT-0049; FFTB-INT-0053; FFTB-INT-0070; FFTB-INT-0039; FFTB-INT-0200; The Daily Star, Cases after violence: Over 2 lakh accused in Dhaka city, 29 July 2024.

272 FFTB-INT-0006; FFTB-INT-0039.

273 FFTB-INT-0009; FFTB-INT-0016; FFTB-INT-0094; FFTB-INT-0129; FFTB-INT-0162; FFTB-INT-0114; FFTB-INT-0140; FFTB-INT-0006; FFTB-INT-0180; FFTB-INT-0154; FFTB-INT-0230.

274 FFTB-INT-0200.

275 Bangladesh Police and RAB report to OHCHR FFTB-DOC-0029. The Police figure for Dhaka tallies with date OHCHR obtained at Dhaka's Central Jail in Keraniganj, which showed that the number of detainees in that facility alone increased by 2,300 during the month of July. FFTB-ME-0032.

276 Bangladesh Police and RAB report to OHCHR FFTB-DOC-0029.

277 FFTB-DOC-0022; FFTB-DOC-0024; FFTB-DOC-0021; FFTB-DOC-0023.

278 FFTB-DOC-0029.

279 FFTB-AU-0032.

280 FFTB-INT-0162; senior officials FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0203; FFTB-INT-0215.

281 FFTB-INT-0009; FFTB-INT-0038; FFTB-INT-0053; FFTB-INT-0099; FFTB-INT-0112; FFTB-INT-0162; FFTB-INT-0206; Senior officials FFTB-INT-0161; FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0203; FFTB-INT-0215.

282 FFTB-INT-0053.

283 FFTB-INT-0154. Name of area withheld for protection reasons but known to OHCHR.

284 FFTB-INT-0162.

285 FFTB-INT-0051; FFTB-INT-0105; FFTB-INT-0114; FFTB-INT-0140; FFTB-INT-0187.

286 FFTB-INT-0053. Name of area withheld for protection reasons but known to OHCHR.

287 FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0203; FFTB-INT-0215.

288 Bangladesh Police and RAB report to OHCHR FFTB-DOC-0029. Names and ranks on file with OHCHR.

289 Officials FFTB-INT-0237; FFTB-0161; FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0203; FFTB-INT-0212. FFTB-INT-0001; FFTB-INT-0019; FFTB-INT-0053.

290 FFTB-INT-0180. Exact date and place withheld for protection reasons but known to OHCHR.

291 FFTB-INT-0138; FFTB-INT-0198. Date and place withheld for protection reasons but known to OHCHR.

292 FFTB-INT-0138, corroborated by medical information.

293 FFTB-INT-0114; corroborated by social media information. Exact date and place withheld for protection reasons but known to OHCHR.

294 FFTB-INT-0052; FFTB-INT-0070; FFTB-INT-0231. For the Abu Sayed extrajudicial killing, see case 1.

295 FFTB-INT-0140; FFT-INT-0203;0186; FFTTB-INT-0006;FFTBT-INT-0230;FFTBT-INT-0184;FFBT- INT-0111;FFBT-INT-0077;FFTB-INT-0076;FFBT-INT-0022.

296 FFTB-INT-0140. Details on exact date and place of arrest withheld for protection reasons but known to OHCHR.

297 FFTB-INT-0022. Date of incident and name of hospital withheld for protection reasons but known to OHCHR.

298 FFTB-INT-0184. Date of incident and name of hospital withheld for protection reasons but known to OHCHR.

299 FFTB-INT-0111. Date of incident and name of hospital withheld for protection reasons but known to OHCHR.

300 FFTB-INT-0063; senior officials FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0214.

301 FFTB-INT-0063; FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0105; FFTB-INT-0150; FFTB-INT-0116; FFTB-INT-0200, FFTB-AU-0015.

302 Senior officials FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0237.

303 Bangladesh Police and RAB report to OHCHR FFTB-DOC-0029.

304 FFTB-INT-0215.

305 Senior officials FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0203; FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220; FFTB-INT-0240. FFTB-INT-0001.

306 FFTB-ME-0033.

307 FFTB-INT-0230; FFTB-INT-0086; FFTB-INT-0138; FFTB-INT-0140; FFTB-INT-0007; FFTB-INT-0014; FFTB-INT-0159; FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0206; FFTB-INT-0231; corroborated by open sources.

308 See Section V.10.

309 FFTB-INT-0005; FFTB-INT-0051, FFTB-INT-0006; FFTB-INT-0230; FFTB-INT-0154; FFTB-INT-0138; FFTB-INT-0140; FFTB-INT-0185, FFTB-INT-0186.

310 FFTB-INT-0007; FFTB-INT-0159.

311 FFTB-INT-0026; FFTB-INT-0005; FFTB-INT-0099; FFTB-INT-0129; FFTB-INT-0185; FFTB-INT-0186.

312 See also Section V.10.

313 FFTB-INT-0185; FFTB-INT-0186, corroborated by photos, medical records and open-source information. Date and exact location withheld for protection reasons but known to OHCHR.

314 FFTB-INT-0006; FFTB-INT-0051; FFTB-INT-0114; FFTB-INT-0185; FFTB-INT-0006; FFTB-INT-0159.

315 FFT-B-INT 0154; FFTB-INT-0051; FFTB-INT-0159; FFTB-INT-0185, FFTB-INT-0186, FFTB-INT-0187.

316 FFTB-INT-0203.

317 Ministry of Home Affairs, Memorandum of 20 July 2024, FFTB-ME-0003; Ministry of Home Affairs, Memorandum of 21 July, FFTB-OS-0024; FFTB-ME-0033; FFTB-INT-0039.

318 Daily Star, HC stays govt order banning prison visits by relatives, lawyers, 14 August 2024.

319 FFTB-DOC-0028; FFTB-ME-0034.

320 FFTB-INT-0082; corroborated also by Dhaka Tribune, 4 journeys killed, over 200 injured during quota reform protests, 30 July 2024.

321 FFTB-INT-0196; FFTB-DOC-0008, corroborated by open sources.

322 FFTB-INT-0118; FFTB-INT-0119; FFTB-INT-0216, FFTB-DOC-0008, corroborated by videos, medical information and ballistics forensics. Bangladesh Police reported to OHCHR that shotguns were used by Police in several locations in Sylhet during the protest period. FFTB-DOC-0029.

323 New Age, IGP apologises for police acts in party interest, 22 December 2024.

324 FFTB-INT-0056.

325 FFTB-INT-0086; corroborated by photos and medical information.

326 FFTB-INT-0199.

327 FFTB-INT-0196.

328 FFTB-INT-0112; FFTB-INT-0026.

329 FFTB-INT-0126 corroborated by multiple videos, medical information and weapons analysis.

330 FFTB-INT-0166.

331 FFTB-INT-0100.

332 FFTB-ME-0007.

333 FFTB-INT-0041; FFTB-INT-0050; FFTB-INT-0241; FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0162; FFTB-INT-0166; FFTB-INT-0198; FFTB-DOC-0008.

334 FFTB-INT-0166. Date and other details withheld for protection reasons but known to OHCHR.

335 OHCHR, Internet shutdowns: trends, causes, legal implications and impacts on a range of human rights (2022), para. 13, 14 & 67. See also Human Rights Council Resolution 47/16. The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet (2021), para. 13.

336 Senior officials FFTB-INT-0238; FFTB-INT-0237, FFTB-INT-0215.

337 Report of Ministry of Posts and Tele Communications to OHCHR, FFTB-DOC-0025.

338 BT'RC WhatsApp messages and NIMC emails to providers FFTB-DOC-0012 and FFTB-DOC-0013.

Interviews with senior officials and others with inside knowledge FFTB-INT-0024; FFTB-INT-0031; FFTB-INT-0238, FFTB-INT-0237 & FFTB-INT-0215; Internet usage data obtained by OHCHR FFTB-DOC-0014; Telenor announcement to its Grameenphone customs: Situation in Bangladesh, 5 August 2024; The Daily Star, What you need to know about Internet crackdown in Bangladesh, 13 August 2024.

339 The Daily Star, Shutdown cost the economy \$10 billion; FICCI, 28 July 2024.

340 Senior official INT-0238. See also Aljazeera, Bangladesh curfews, Internet blackout batter economy amid quota protests, 23 July 2024.

341 FFTB-DOC-0012; FFTB-DOC-0013; FFTB-DOC-0014; FFTB-INT-0031; FFTB-INT-0024.

342 The Business Standard, Bizarre claims and apologies: The statements of Palak during Internet blackouts, 6 August 2024. Similar claims were made in a submission from the former Government provided to OHCHR on 24 July (FTTB-DOC-0016) and in interviews with officials FFTB-INT-0238¹; FFTB-INT-0237; FFTB-INT-0161.

343 Senior officials FFTB-INT-0237; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220. FFTB-INT-0024; FFTB-INT-0031.

344 FFTB-DOC-0014; FFTB-DOC-0017.

345 FFTB-INT-0220.

346 FFTB-INT-0019; FFTB-INT-0063.

347 FFTB-INT-167; FFTB-ME-0022; Daily Observer, The role, rewards and challenges of women in the anti-discrimination movement, 8 November 2024.

348 See Section V.1.

349 FFTB-INT-0004; FFTB-INT-0051; FFTB-INT-0075; FFTB-INT-0093; FFTB-INT-0095; FFTB-INT-0111; FFTB-INT-0116; FFTB-INT-0117; FFTB-INT-0135; FFTB-INT-0187; FFTB-INT-0188; FFTB-INT-0206; FFTB-INT-0209.

350 Section V.6.

351 FFTB-INT-0075; FFTB-INT-0111; FFTB-INT-0116; FFTB-INT-0116; FFTB-INT-0130; FFTB-INT-0185; FFTB-INT-0186; FFTB-INT-0188; FFTB-INT-0191; FFTB-INT-0216.

352 FFTB-INT-0095; FFTB-INT-0111; FFTB-INT-0187, FFTB-INT-0209. Precise dates and places withheld for protection reasons but known to OHCHR.

353 FFTB-INT-013; FFTB-INT-0135; FFTB-INT-0137; FFTB-INT-0141; FFTB-INT-0187; FFTB-INT-0191.

354 FFTB-INT-0030; FFTB-INT-0050; FFTB-INT-0075; FFTB-INT-0130; FFTB-INT-0139; FFTB-INT-0210.

355 Section V.2.

356 FFTB-INT-0094; FFTB-INT-0142; FFTB-INT-0143; FFTB-INT-0146; FFTB-INT-0203; corroborated by videos and medical information. For 19 July, the NSI reported (see FFTB-DOC-0023) another killing of a young man in the area that it specifically attributed to RAB.

357 FFTB-INT-0111;

358 FFTB-INT-0106;

359 FFTB-INT-0078;

360 FFTB-INT-0190;

361 FFTB-INT-0006,

362 FFTB-INT-0114;

363 FFTB-INT-0051;

364 FFTB-INT-0026;

365 According to Police figures provided to OHCHR, the Police only recorded 56 arrests across the entire FFTB-INT-0159; FFTB-INT-0179; FFTB-INT-0050; FFTB-INT-0057. supported by medical information and forensic analysis. corroborated by medical information.

FFTB-INT-0201; FFTB-DOC-0029. corroborated by photos and open sources. FFTB-INT-0051; FFTB-INT-00154; FFTB-INT-0114; FFTB-INT-0129.

FFTB-INT-0070.

FFTB-INT-0099 corroborated by photos and open sources.

country during the period of 5 to 15 August. FFTB-DOC-0029.

366 FFTB-AU-0032.

367 FFTB-INT-0004; FFTB-INT-0016; FFTB-INT-0073; FFTB-INT-0077; corroborated by open sources.

368 FFTB-INT-0235, FFTB-INT-0210, corroborated by photos, videos and open sources.

369 Police Presentation FFTB-AU-0003; FFTB-INT-0083; FFTB-INT-0161; FFTB-INT-0210; corroborated by photos of the bodies.

370 FFTB-DOC-0029, corroborated by open sources.

371 FFTB-INT-0052, FFTB-DOC-0029, corroborated by open sources.

372 FFTB-DOC-0011; FFTB-INT-0037; FFTB-INT-0064; Dhaka Tribune, 6 Narsingdi Awami League leaders, activists beaten to death, 4 August 2024.

373 FFTB-AU-0003.

374 FFT-INT-0217.

100

375 FFTB-INT-0118.

376 FFTB-INT-0180.

377 FFTB-INT-0009; FFTB-INT-0053; FFTB-ITN-0058; FFTB-INT-0069; FFTB-INT-0109; FFTB-INT-0176; FFTB-INT-0189; official FFTB-INT-0101; Ansar/VDP Report FFTB-DOC-0024; Police Presentation FFTB-AU-0008; corroborated by videos, photos and open sources.

378 FFTB-AU-0003; FFTB-INT-0225 corroborated by photos and open sources.

379 FFTB-INT-0157; FFTB-INT-0089; FFTB-INT-0217; FFTB-AU-0003, corroborated by photos. On the Police's burning of bodies see Case 6: March on Dhaka in Section V.2.

380 Daily Star, BNp expels 44, cites role in violence, other reasons, 11 August 2024.

381 Officials FFTB-INT-0210; FFTB-INT-0218.

382 FFTB-INT-0189.

383 FFTB-INT-0029; FFTB-INT-0053; FFTB-INT-0083; FFTB-INT-0084; FFTB-INT-0095; FFTB-INT-0126; FFTB-INT-0191; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0218; FFTB-INT-0220; corroborated by photos, videos and open sources.

384 FFTB-INT-0084. Details withheld for protection reasons but known to OHCHR.

385 FFTB-ME-0031; FFTB-INT-0239 corroborated by open sources, videos and photos.

386 FFTB-INT-0029; FFTB-INT-0053; FFTB-INT-0083; FFTB-INT-0126; FFTB-INT-0191; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0218; FFTB-INT-0220; corroborated by photos, videos and open sources.

387 FFTB-INT-0191.

388 FFTB-INT-0095; FFTB-INT-0191; FFTB-INT-0221.

389 See Section V.9.

390 FFTB-INT-0105, FFTB-INT-0128, FFTB-INT-0130, FFTB-INT-0134, FFTB-INT-0135; FFTB-ME-0023; FFTB-ME-0029.

391 FFTB-INT-0191; FFTB-INT-0199; corroborated by videos, photos and open sources.

392 FFTB-INT-0098; FFTB-INT-0227; FFTB-INT-0228; FFTB-INT-0229, corroborated by medical information.

393 FFTB-DOC-0011.

394 Police & RAI report provided to OHCHR FFTB-DOC-0029.

395 BGB Report to OHCHR, FFTB-DOC-0022.

396 Ansar/VDP Report to OHCHR, FFTB-DOC-0024.

397 Police & RAI Report FFTB-DOC-0029; RAB Director General FFTB-ME-0016.

398 FFTB-INT-0029; FFTB-INT-0016; FFTB-INT-0028; FFTB-INT-0056; FFTB-INT-0061 FFTB-INT-0068, FFTB-DOC-0008, corroborated by videos and open sources.

399 FFTB-INT-0091; FFTB-INT-0045, FFTB-INT-0016; FFTB-INT-0082.

400 FFTB-INT-0196.

401 Daily Star, Political party consensus will determine speed of reforms, election, 20 November 2024.

402 FFTB-INT-0028; FFTB-INT-0041; FFTB-INT-0082; FFTB-INT-0091; FFTB-0100; FFTB-DOC-0008.

403 A study by Dismis Lab, a non-governmental fact-checking organisation, found that misinformation related to attacks on minority communities was the second-most widespread type of misinformation in circulation between July and September 2024 and was only surpassed by political misinformation. According to Dismis lab's research on misinformation in Bangladesh, social media has amplified false narratives around religious and ethnic tensions, escalating fears and stirring violent responses. The platform notes that specific disinformation campaigns have inflated the scale of violence against religious minorities Dismis Lab, Political shift triggers surge in political and religious misinformation in Bangladesh (October 2024).

404 FFTB-INT-0125; FFTB-INT-0199.

405 FFTB-INT-0125; FFTB-INT-0066, FFTB-INT-0065, FFTB-INT-0064.

406 FFTB-INT-0067; FFTB-INT-0125; FFTB-INT-0066, FFTB-INT-0065, FFTB-INT-0064.

407 FFTB-INT-0127.

408 Business Today, Bangladesh's Jamaat-e-Islami condemns attacks on Hindu minorities amid rising

violence, 7 August 2024; Prothom Alo, Mirza Fakhrul sees conspiracy behind attacks on minorities, 13 August 2024; Voice7News, Anti-Discrimination Movement Leader Calls for Peace and Protection of Media and Minorities, 6 August 2024; Dhaka Tribune, Chief Adviser urges youth to lead Bangladesh's future, condemns attacks on minorities, 10 August 2024.

409 FFTB-INT-0085. See also The Daily Star, Vacuum looms as teachers being coerced to quit, 1 September 2024.

410 FFTB-DOC-0023.

411 The Business Standard, 76.74% of minority attacks political in nature, 1.24% communal: Police report, 11 January 2025.

412 FFTB-ME-0013; FFTB-INT-0127; FFB-INT-0132; FFTB-INT-0196.

413 FFTB-INT-0132, corroborated by photos, medical information and open sources.

101

414 United Nations Special Rapporteur on the Human Rights of Indigenous Peoples, Bangladesh: UN expert concerned about non-implementation of Chittagong Hill Tracts Accord, 2 December 2022; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the initial report of Bangladesh (2018), paras. 15-16; Human Rights Committee, Concluding observations on the initial report of Bangladesh (2017), para. 12.

415 See TWENTY YEARS OF PEACEBUILDING IN THE CHITTAGONG HILL TRACTS: An Ethno- National Analysis; Bangladesh's Persecuted Indigenous People | Human Rights Watch.

416 FFTB-INT-0137; FFTB-INT-0139.

417 FFTB-INT-0137.

418 FFTB-INT-0137; FFTB-ME-0010; FFTB-INT-0085.

419 Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief on his visit to Bangladesh (2016), para. 50.

420 FFTB-ME-0020; FFTB-INT-0085; FFTB-INT-0100; FFTB-INT-0105; FFTB-INT-0125, FFTB-INT-0127; FFTB-INT-0128; FFTB-INT-0199; corroborated by videos and photos.

421 FFTB-ME-0085; FFTB-INT-0134; FFTB-INT-0135; FFTB-INT-0137; FFTB-INT-0139; FFTB-INT-0141; FFTB-ME-0021.

422 The Business Standard, 76.74% of minority attacks political in nature, 1.24% communal: Police report, 11 January 2025.

423 Annex 1.

424 United Nations Human Rights Committee, General Comment 31: General Obligations (2004) and General Comment 36: Right to Life (2019) and General Comment 37: Right to Peaceful Assembly (2020); United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms (1990); OHCHR, Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016) and Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement (2020).

425 Police Regulation Bengal, Reg. 157.

426 FFTB-INT-0203; FFTB-INT-0215.

427 FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0236. Dates of personal meetings with Prime Minister withheld for protection reasons but known to OHCHR.

428 Officials FTB-INT-0224; FFTB-INT-0236; text of the Gazette establishing the commission as reflected in Daily Star, Govt forms judicial inquiry commission over recent violence, deaths, 1 August 2024.

429 See section V.4.

430 See section V.2, and section V.4.

431 FFTB-INT-0195; FFTB-INT-0022.

432 Officials FFTB-INT-0240; FFTB-INT-0101.

433 According to the Police and RAB report to OHCHR, only 1 out of 15 deployed RAB Battalions shot with rifles (11 bullets by RAB Battalion 2) and only 6 out of 15 RAB battalions shot metal pellets from shotguns (1540 rounds in total). FFTB-DOC-1540.

434 FFTB-INT-0023; FFTB-INT-0038; FFTB-INT-0042; FFTB-INT-0057; FFTB-INT-0062; FFTB-INT-0097; FFTB-INT-0099; FFTB-INT-0143; FFTB-0162.

435 FFTB-INT-0051; FFTB-INT-0052; FFTB-INT-0070; FFTB-INT-0231.

436 See Section V.5.

437 The Daily Star, 'Don't harass innocents', 30 July 2024.

438 Bangladesh: Justice for the past requires fair trials, warn UN experts, 7 February 2013; Press Briefing Notes: Bangladesh/Imminent Execution, 8 April 2015.

439 On 6 January, the ICT reportedly issued a second arrest warrant against Sheikh Hasina and ten other security sector officials in relation to extrajudicial killings.

440 FFTB-INT-0001; FFTB-INT-0049; FFTB-INT-0125; FFTB-INT-0197; FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0224; FFTB-ME-0033.

441 International Criminal Tribunal Act, as revised in 2024, art. 11(2).

442 International Criminal Tribunal Act 1973, as amended in 2024, sec. 20 (2).

443 See also the Fact-Finding's Terms of Reference in Annex 1.

444 FFTB-DOC-0029.

445 FFTB-DOC-0022.

446 FFTB-DOC-0029.

447 FFTB-DOC-0021; FFTB-DOC-0023; FFTB-DOC-0024.

448 FFTB-DOC-0029.

449 FFTB-INT-0049; FFTB-0098; FFTB-INT-0219.

450 FFTB-INT-0146; FFTB-INT-0094; FFTB-INT-ME022.

451 FFTB-INT-0161; FFTB-INT-0024; FFTB-INT-0133; FFTB-INT-0062; FFTB-INT-0094; FFTB-INT-0213.

102

452 FFTB-INT-0213. The Interim Government's Commission on Enforced Disappearance also reported that evidence of violations in the DGFI's clandestine detention centre Aynaghaj was destroyed. The Daily Star, Joint Interrogation Cell evidence destroyed after August 5, 21 January 2025.

453 FFTB-INT-0038; FFTB-INT-0025; FFTB-INT-0062.

454 FFTB-INT-0133. Details withheld for protection reasons but known to OHCHR.

455 See also United Nations Committee against Torture, Concluding Observations on Bangladesh (2019), para. 9; Bangladesh Law Commission, Final Report on a proposed law relating to protection of victims and witnesses of crimes involving grave offences (2006); Hussain Mohamed Fazlul Barai, An Appraisal of Victim Protection in Bangladesh, 61 Journal of the Asiatic Society of Bangladesh 183 (2016).

456 FFTB-INT-0104; FFTB-INT-0174; FFTB-INT-0219; FFTB-INT-0221; FFTB-INT-0236.

457 The Business Standard, 76.74% of minority attacks political in nature, 1.24% communal: Police report, 11 January 2025. See also Section VI.2.

458 Daily Star, Bangladesh immunity order sparks fears of justice denied, 29 October 2024; Dhaka Tribune, Home Ministry: July uprising participants safe from legal action, 15 October 2024.

459 Government comments provided on 7 February 2024, FFTB-DOC-0030.

460 See United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 36: Art. 6 (Right to life) (2019), para. 27; General Comment No. 35: Art. 9 (Right to security and liberty of person) (2018), para. 9; United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General recommendation XXXI on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system (2005), para. 15; United Nations Committee on the Elimination of Violence against Women, General recommendation No. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations (2013), paras. 15 and 81.

461 Drawing an analogy to international norms covering post-armed conflict scenarios does not suggest a different interpretation but reaffirms the position taken here by OHCHR. Article 6 of Geneva Protocol II on Non-International Armed Conflicts, indicates that "At the end of hostilities, the authorities in power shall endeavour to grant the broadest possible amnesty to persons who have participated in the armed conflict." However, it is established under international law that persons who committed crimes such as the murder of civilians or persons hors combat, sexual violence or the pillaging of civilian homes have to be excluded from such amnesties given that these acts would be considered war crimes in the context of an armed conflict. See International Committee of the Red Cross, Amnesties and International Humanitarian Law: Purpose and Scope (2017).

462 Prothom Alo, Treatment of the injured: Why the ongoing neglect?, 15 November 2024; New Age, Help for uprising victims should have already been shored up, 8 January 2025.

463 Prothom Alo, July uprising directorate will be set up by next month: Nahid, 7 January 2025.

464 Views Bangladesh, Sacrifices of martyrs' can never be fully repaid: Adviser Asif, 16 November 2024; Dhaka Tribune, Govt to establish July Uprising Directorate, 18 December 2024.

465 See Section IX.3 on institutionalized immunity as a root cause for the violations of the 2024 protests.

466 Daily Star, Commission links Hasina to disappearances, recommends RAB dissolution, 14 December 2024; Daily Star, Interim report of inquiry on enforced disappearance reveals alarming patterns, 15 December 2024.

467 See Section V.1 for referenced statements.

468 See Section V.2.

469 See Section V.2.

470 Section III.3.

471 Section V.2.

472 Section V.3.

473 Section V.2.

474 Section V.3.

475 Section V.5.

476 Section V.6.

- 477 Section V.8.
 478 Section V.7.
 479 Section VI.1.
 480 Section III.3.
 481 Section III.2.
 482 Section III.6.
 483 Section III.6.
 484 Section III.3.
 485 Section IV.2.
 486 Section IV.6.
 103
 487 Section III.5.
 488 FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220.
 489 Section VI.1.
 490 See Section V.2 and Section V.3.
 491 See article 7(2)(a), ICC Statute.
 492 See, e.g. See e.g., ICTY, Prosecutor v. Jadranko Prlić, Judgement (TC), IT-04-74-T, 29 May 2013, paras. 41-42; ICTY, Prosecutor v. Radovan Karadžić, Judgment (TC), IT-95-5/18-T, 24 March 2016 paras. 471-472, 477; ICC, Prosecutor v. Bosco Ntaganda (AC), ICC-01/04-02/06, 30 March 2021, paras. 416 and 430.
 493 See Art. 7(1) (a) and Art. 30 ICC Statute, as further elaborated in the ICC Elements of Crimes.
 494 See Art. 31 (1) (c) ICC Statute.
 495 See Art. 7(1) (k) ICC Statute.
 496 See Art. 7(1) (f) and (2) (e) ICC Statute.
 497 See Art. 7(1) (e) ICC Statute.
 498 See below Section IX.
 499 See Section V.2.
 500 FFTB-INT-0018; FFTB-INT-0135; FFTB-INT-0073; FFTB-INT-0102; FFTB-INT-0171.
 501 FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220.
 502 FFTB-INT-0161; FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0220.
 503 FFTB-INT-0018; FFTB-INT-0058; FFTB-INT-0105; FFTB-INT-0161; FFTB-INT-0182; FFTB-INT-0189; FFTB-INT-0191; FFTB-INT-0199; FFTB-INT-0212; FFTB-INT-0235.
 504 FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0210; FFTB-INT-0214; FFTB-INT-0215.
 505 New Age, Students announce 'March to Dhaka' today, 4 August 2024; BDNews24, Non-cooperation programme: Protests called on Monday, 'Long March to Dhaka' on Tuesday, 4 August 2024; Daily Star, Mob Justice goes against the spirit of the student movement, 16 August 2024.
 506 Voice7News, Anti-Discrimination Movement Leader Calls for Peace and Protection of Media and Minorities, 6 August 2024.
 507 See also Amnesty International, Bangladesh: Investigate deaths in protest clashes to prevent more bloodshed, 13 August 2013; OHCHR, Press Briefing Notes on Bangladesh, 13 August 2013.
 508 According to information provided by Bangladesh Police (FTTB-AU-0003) at least 75 people were injured during clashes between police and quota protesters in the second week of April 2018 alone. The Police also acknowledged that law enforcement had downplayed a violent attack of the Chhatra League on protesters in June 2018 and arrested a number of quota reform leaders instead. See also FFTB-INT-0148; Human Rights Watch, "Creating Panic": Bangladesh Election Crackdown on Political Opponents and Critics (2018), pp. 20-23.
 509 OHCHR, Bangladesh political protests, 31 October 2023; OHCHR, Bangladesh Protests, 4 August 2023; United Nations Special Procedures, Allegation letters to Bangladesh BGB BGD 3/2021, Al BGD 5/2022, AL BGD 9/2023, AL BGB 1/2024, Public Statement of 24 January 2024; Odhikar, Bangladesh: Annual Human Rights Report 2023 (January 2024), paras. 4ff.; Amnesty International, Bangladesh: Garment workers must receive rights-based compensation and justice immediately (2024).
 510 See Section III.3.
 511 See also United Nations Development Programme, Analysis of Draft Police Ordinance, 2007 and 1861 Police Act against International Good Practice (2012).
 512 Police Regulations Bengal 1943, Reg. 153 and 155. See also Code of Criminal Procedure, section 128.
 513 See Section V.2.
 514 See Penal Code 1860, Article 100 and 103. The Police and RAB report to OHCHR also indicates that police officers can rely on the private defence provisions of the Penal Code to justify their use of force. FTTB-DOC-0029.
 515 Inspector General of Police, FTTB-ME-0018; police official FFTB-INT-0157; senior officials FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0215; FFTB-INT-0162.
 516 FFTB-INT-0001; FFTB-INT-0002; FFTB-INT-0090; FFTB-INT-0240; FFTB-INT-0241.
 517 Extrajudicial killing data according to NetraNews (2009–November 2023) and enforced disappearances according to Odhikar (2009–June 2024).
 518 BBC, Bangladesh elite police to hang for murders (16 January 2017).
 519 As noted above, the Interim Government's Commission on Enforced Disappearances also found DGFI responsible for enforced disappearances in its interim report of 14 December 2024.
 520 United Nations Committee against Torture, Concluding Observations on Bangladesh (2019), para. 7. See also United Nations Human Rights Committee, Concluding Observations on Bangladesh (2017).
 521 OMCT/Odhikar, Cycle of fear: Combating Impunity for Torture and Strengthening the Rule of Law in Bangladesh (2019).
 104
 521 Figures according to Odhikar (2013–April 2024).
 522 National Report of Bangladesh to the Universal Periodic Review, U.N. Doc. A/HRC/WG.6/44/BGD/1 (September 2023), para. 87.
 523 See also United Nations Committee against Torture, Concluding Observations on Bangladesh (2019), para. 11; The Daily Star, Police Investigating the Police, 28 March 2013.
 524 A 2018 study by the Prime Minister's Office concluded that this system is "not suitable for disposal of large number of cases and to ensure good governance" and has "shortcomings to establish accountability, transparency and professionalism." Bangladesh Cabinet Division, Reviews on Prosecution Service Framework in Bangladesh (2018), p. 54. The Anti-Corruption Commission also lacks independence and does not have enough qualified lawyers on staff to pursue legal cases, relying on manipulable ad hoc appointments instead. Mahdeen Hashem Reza, Performance and Effectiveness of the Anti-Corruption Commission in Bangladesh, Journal of Public Administration (2020).
 525 For budget figures see Shahdeen Malik, Judiciary in woes due to insufficient allocation in budget, Prothom Alo, 22 May 2024.
 526 Supreme Court data, as reported in Daily Star, Cases pile up in courts, 27 April 2023; FFTB-INT-0045; FFTB-INT-0049.
 527 United Nations Committee against Torture, Concluding Observations on Bangladesh (2019), para. 27.
 528 FFTB-INT-0049 and FFTB-INT-0197. See also The Pinnacle Gazette, Bangladesh Supreme Court Proposes New Judge Transfer Policy, 4 November 2024.
 529 Prothom Alo, Supreme Judicial Council reinstated to remove judges, 20 October 2024. In May 2016, the Supreme Court decision had already held this amendment to be unlawful once, prompting parliament to pass a resolution seeking to nullify the Supreme Court verdict. Subsequently, the Chief Justice fled the country; according to him, due to threats from the DGFI. Justice Surendra Kumar Sinha, A Broken Dream: Rule of Law, Human Rights and Democracy (2018); The Daily Star, Star Interview: 'Hasina used DGFI to force me to leave the country', 24 August 2024. See also United Nations Committee against Torture, (2019), para. 27.
 530 Global Alliance of National Human Rights Institutions; Prothom Alo, Accreditation status as of 19 July 2024; National Human Rights Commission remains in category B since 2011, 10 December 2023; United Nations Human Rights Committee, Concluding Observations on Bangladesh (2017), para. 5.
 531 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his visit to Bangladesh (2024), para. 14. For a critical analysis of the law see also United Nations Special Procedures, Allegation letter BGD 3/2014.
 532 United Nations Human Rights Committee, Concluding Observations on Bangladesh (2017), paras. 9 & 27; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observations on Bangladesh (2018), para. 11; OHCHR, Bangladesh: Turk urges immediate suspension of Digital Security Act as media crackdown continues, 31 March 2023; Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his visit to Bangladesh (2024), paras. II-13; United Nations Special Procedures, UN experts urge Bangladesh to seize Human Rights Council review as opportunity to address deteriorating human rights situation, 14 November 2023.
 533 Haaretz, Israeli Spy Tech Sold to Bangladesh Despite Dismal Human Rights Record, 10 January 2023; Al Jazeera, Bangladesh bought mass spying equipment from Israeli company, 2 February 2021; European Parliament, Report of the investigation of alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to the use of Pegasus and equivalent surveillance spyware (2023), paras. 153-156, 252-255, 358; Surveillance Watch, Bangladesh (data as of October 2024).
 534 Senior officials FFTB-INT-0200; FFTB-INT-0237.
 535 Sabhanaz Rashid Diya, Beyond the Shadows: Reforming surveillance practices in Bangladesh (2024). Former senior official FFTB-INT-0215 described that NTMC can "intercept anyone, if they have doubts on anyone."
 536 Optima, Internet Shutdown Advocacy in Bangladesh: How to Prepare, Prevent, Resist (2023). See also Shahzeb Mahmood, How to fix the legacy of Internet shutdowns in Bangladesh, 17 September 2024.
 537 FFTB-INT-0141; FFTB-INT-0139; FFTB-INT-0135.
 538 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Observations on the eight periodic report of Bangladesh (2016), paras. 16-19.
 539 BGB report to OHCHR FFTB-DOC-0022.
 540 Police and RAB report to OHCHR FFTB-DOC-0029.
 105
 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)